রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, আগস্ট ১১, ১৯৯৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

শাখা-৯

বাংলাদেশ সচিবালয়

ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৯শে অক্টোবর ১৯৯৭ইং/৪ঠা কার্তিক ১৪০৪বাং।

এস,আর,ও-নং-২৩৭—আইন/শ্রজম/শা-৯/৩(৮)/৯৭। Industrial Relations Ordinance, 1969(XXIII of 1969) এর section 37(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার শ্রম আদালত, রাজশাহী এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা :

| ক্রমিক নম্বর | মামলার নাম | নম্বর/বৎসর |
|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ |
| ১। | ফৌজদারী মামলা নম্বর | ৪/৯৬ |
| ২। | ফৌজদারী মামলা নম্বর | ৫/৯৬ |
| ৩। | ফৌজদারী মামলা নম্বর | ৬/৯৬ |



মূল্য : টাকা ১৫.০০

| ১ | ২ | ৩ |
|---|---|---|
| ৪। | ফৌজদারী মামলা নম্বর | ৭/৯৬ |
| ৫। | ফৌজদারী মামলা নম্বর | ৮/৯৬ |
| ৬। | ফৌজদারী মামলা নম্বর | ৯/৯৬ |
| ৭। | ফৌজদারী মামলা নম্বর | ১০/৯৬ |
| ৮। | ফৌজদারী মামলা নম্বর | ১১/৯৬ |
| ৯। | ফৌজদারী মামলা নম্বর | ১২/৯৬ |
| ১০। | ফৌজদারী মামলা নম্বর | ১৩/৯৬ |
| ১১। | অভিযোগ মামলা নম্বর | ৬/৯৫ |
| ১২। | অভিযোগ মামলা নম্বর | ৭/৯৫ |
| ১৩। | অভিযোগ মামলা নম্বর | ৮/৯৫ |
| ১৪। | অভিযোগ মামলা নম্বর | ৯/৯৫ |
| ১৫। | অভিযোগ মামলা নম্বর | ১২/৯৫ |
| ১৬। | সি, কেস, নম্বর | ১৬/৯৫ |
| ১৭। | অভিযোগ মামলা নম্বর | ২৪/৯৪ |
| ১৮। | অভিযোগ মামলা নম্বর | ২৫/৯৪ |
| ১৯। | অভিযোগ মামলা নম্বর | ২৬/৯৪ |
| ২০। | অভিযোগ মামলা নম্বর | ২৭/৯৪ |
| ২১। | অভিযোগ মামলা নম্বর | ২৮/৯৪ |
| ২২। | অভিযোগ মামলা নম্বর | ২৯/৯৪ |
| ২৩। | অভিযোগ মামলা নম্বর | ৩০/৯৪ |
| ২৪। | অভিযোগ মামলা নম্বর | ৩১/৯৪ |
| ২৫। | অভিযোগ মামলা নম্বর | ৩২/৯৪ |
| ২৬। | অভিযোগ মামলা নম্বর | ৩৩/৯৪ |
| ২৭। | অভিযোগ মামলা নম্বর | ৩৪/৯৪ |
| ২৮। | অভিযোগ মামলা নম্বর | ৩৫/৯৪ |
| ২৯। | অভিযোগ মামলা নম্বর | ৩৬/৯৪ |
| ৩০। | অভিযোগ মামলা নম্বর | ৩৭/৯৪ |

| ১ | ২ | ৩ |
|---|---|---|
| ৩১। | অভিযোগ মামলা নম্বর | ৩৮/৯৪ |
| ৩২। | অভিযোগ মামলা নম্বর | ৩৯/৯৪ |
| ৩৩। | অভিযোগ মামলা নম্বর | ৪০/৯৪ |
| ৩৪। | অভিযোগ মামলা নম্বর | ৪১/৯৪ |
| ৩৫। | অভিযোগ মামলা নম্বর | ৪২/৯৪ |
| ৩৬। | অভিযোগ মামলা নম্বর | ৪৩/৯৪ |
| ৩৭। | আই, আর, ও মামলা নম্বর | ৬৮/৯৩ |
| ৩৮। | আই, আর, ও, মামলা নম্বর | ৮৯/৯৬ |
| ৩৯। | আই, আর, ও, (আপীল) মামলা নম্বর | ৫/৯৭ |
| ৪০। | আই, আর, ও, মামলা নম্বর | ৬৮/৯৬ |
| ৪১। | আই, আর, ও, মামলা নম্বর | ৪/৯৭ |
| ৪২। | আই, আর, ও, মামলা নম্বর | ৩৬/৯৬ |
| ৪৩। | আই, আর, ও, মামলা নম্বর | ৮৮/৯৬ |
| ৪৪। | ফৌজদারী কেস নম্বর | ১৮/৯৬ |
| ৪৫। | ফৌজদারী কেস নম্বর | ১৯/৯৬ |
| ৪৬। | ফৌজদারী কেস নম্বর | ২০/৯৬ |
| ৪৭। | ফৌজদারী কেস নম্বর | ২১/৯৬ |
| ৪৮। | কমপ্লেইন্ট কেস নম্বর | ৪/৯৬ |
| ৪৯। | কমপ্লেইন্ট কেস নম্বর | ৫/৯৬ |
| ৫০। | আই, আর, ও, মামলা নম্বর | ৪৩/৯৬ |
| ৫১। | আই, আর, ও, মামলা নম্বর | ৪৬/৯৬ |

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মীর মোঃ মাখাওয়াত হোসেন
উপ-সচিব (শ্রম)।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং ৪/৯৬

বাদী :—মোঃ সামছুল হক, পিতা মোঃ আলী আকবর, গ্রাম নমিনাবাদ, পোঃ ও থানা হাজিগঞ্জ, জেলা চাঁদপুর।

বনাম

আসামী :—১। গোলাম আলা ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, সান্তাহার রোড, বগুড়া।

২। আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, নুরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, সান্তাহার রোড, বগুড়া

৩। কোরবান আলী ধনানী, পিতা গোলাম আলী ধনানী, ডাইরেক্টর নুরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, সান্তাহার রোড, বগুড়া।

৪। এম, এ, মোমেন, পিতা মৃত খন্দকার আব্দুল মজিদ, ম্যানেজার, জলেশ্বরীতলা (আলতাফুন নেছা, খেলার মাঠের দক্ষিন পার্শ্বে), সর্বথানা ও জেলা বগুড়া।

প্রতিনিধিগণ :—১। জনাব এন,এম, কাইছারুজ্জামান, বাদীপক্ষের আইনজীবি।

২। জনাব এ, কে, মোঃ সামছুল আবেদীন, ৪ নং আসামীর আইনজীবি

আদেশ নং ২০, তারিখ ৬-৪-৯৭

অদ্য মামলাটি ৩নং আসামীর থানা থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানারপ্রতিবেদন আসার জন্য এবং ১, ২ ও ৪নং আসামীগণের হাজির হওয়ার জন্য। ৪নং আসামী এম, এ, মোমেন আদালতের কাঠগড়ায় উপস্থিত আছেন। নিযুক্ত আইনজীবি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী দরখাস্তে বর্ণিত হেতু বাদমূলে উল্লেখ করিয়াছেন আদালতের বাহিরে প্রতিপক্ষের সহিত বাদীর পাওনা মিটায়ে যাওয়ায় মামলা আর চালাইতে ইচ্ছুক নয় তাই মামলা থেকে রেহাই চাহিয়াছেন। ১ ও ২নং আসামীপক্ষ কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অন্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ ছাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদীর হলফান্তে জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল।

আবেদন, জবানবন্দী ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা করিলাম। আবেদন মঞ্জুর হয়। বিজ্ঞ সদস্যদের প্রতি আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল

যে অভিযোগকারীকে ফৌজদারী মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া হল।

আসামী গোলাম আলী ধনানী, আলী ধনানী, কোরবান আলী ধনানী ও এম, এ, মোমেনকে অত্র মামলা হইতে ডিসচার্য করা হইল।

অত্র আদেশ দ্বারা অত্র মামলা নিষ্পত্তি হয়।

সুবেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
৬/৪/৯৭
শ্রম আদালত, রাজশাহী।
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

---

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত : সুবেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং ৫/৯৬

বাদী: চৌধুরী মফজুলুস সোবহান, পিতা চৌধুরী মফজুলুস কাদের, গ্রাম গারুই, পো: চান্দাইকোনা, থানা শেরপুর, জেলা বগুড়া।

বনাম

আসামী : ১। গোলাম আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, সান্তাহার রোড, বগুড়া।

২। আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, নুরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, সান্তাহার রোড, বগুড়া।

৩। কোরবান আলী ধনানী, পিতা গোলাম আলী ধনানী, ডাইরেক্টর নুরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, সান্তাহার রোড, বগুড়া।

৪। এম, এ, মোমেন, পিতা মৃত খন্দকার আবদুল মজিদ, ম্যানেজার, জলেশ্বরীতলা (আলতাফুন নেছা খেলার মাঠের দক্ষিন পার্শ্বে), সর্ব থানা ও জেলা বগুড়া।

প্রতিনিধিগণ :-১। জনাব এম, এম, কাইয়ারুজ্জামান, বাদীপক্ষের আইনজীবি।

২। জনাব এ, কে, মো: সামছুল আবেদীন, ৪নং আসামীর আইনজীবি।

আদেশ নং ১৮, তারিখ ৬-৪-৯৭

অদ্য মামলাটির ৩নং আসামীর থানা থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার প্রতিবেদন আসার জন্য এবং ১ ২ ও ৪নং আসামীগণের হাজির হওয়ার জন্য। ৪নং আসামী এম, এ, মোমেন আদালতের কাঠগড়ায় উপস্থিত আছেন। নিযুক্ত আইনজীবি মামলায় হাজির।

দাখিল করিয়াছেন। বাদীপক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী দরখাস্তে বর্ণিত হেতুবাদসমূলে উল্লেখ করিয়াছেন আদালতের বাহিরে প্রতিপক্ষের সহিত বাদীর পাওনা মিটাইয়ে যাওয়ায় মামলা আর চালাইতে ইচ্ছুক নয় তাই মামলা থেকে রেহাই চাহিয়াছেন। ১ ও ২নং আসামীপক্ষ কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ ছাত্তার তারা দ্বারা বোর্ড গঠিত হইল। বাদীর দরখাস্তে জবানবন্দী গ্রহণ করা হইল।

আবেদন, জবানবন্দী ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা করিলাম। আবেদন মঞ্জুর হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল

যে অভিযোগকারীকে অত্র ফৌজদারী মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আসামী গোলাম আলী ধনানী, আলী ধনানী, কোরবান আলী ধনানী ও এম, এ, মোমেনকে ডিসচার্জ করা গেল।

অত্র আদেশ দ্বারা অত্র মামলা নিষ্পত্তি হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
৬/৪/৯৭
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত রাজশাহী সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

---

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস,
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং-৬/৯৬

বাদী: মোহাম্মদ আলী প্রাং, পিতা বেলায়েত হোসেন প্রাং, গ্রাম-কোপগাড়ী, পোঃ, থানা ও জেলা বগুড়া।

বনাম

আসামী: ১। গোলাম আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, চেয়ারম্যান,

২। আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,

৩। কোরবান আলী ধনানী, পিতা গোলাম আলী ধনানী, ডাইরেক্টর, ১-৩ এর ঠিকানা নুরানী ফুড ইণ্ডাঃ লিঃ, সাত্তাহার রোড, বগুড়া।

৪। এম, এ, মোমেন, পিতা-মৃত খন্দকার আবদুল মজিদ, ম্যানেজার, জলেশ্বরীতলা (আলতাফুন নেছা খেলার মাঠের দক্ষিন পার্শ্বে), সর্ব থানা ও জেলা বগুড়া।

প্রতিনিধিগন: ১। জনাব এন, এম, কাইয়্যুমুজ্জামান, বাদী পক্ষের আইনজীবি।

২। জনাব এ, কে, মোঃ সামসুল আবেদীন, আসামী পক্ষের আইনজীবি

আদেশ নং-১৮, তারিখ- ৬-৪-৯৭

অদ্য মামলাটি ৩নং আসামীর থানা থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার প্রতিবেদন আসার জন্য এবং ১, ২ ও ৪নং আসামীগনের হাজির হওয়ার জন্য। ৪ নং আসামী এম, এ, মোমেন আদালতের কাঠগড়ায় উপস্থিত আছেন। নিযুক্ত আইনজীবি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী দরখাস্তে বর্নিত হেতুবাদমূলে উল্লেখ করিয়াছেন আদালতের বাহিরে প্রতিপক্ষের সহিত বাদীর পাওনা মিটায়ে যাওয়ায় মামলা আর চালাইতে ইচ্ছুক নয় তাই মামলা থেকে রেহাই চাহিয়াছেন। ১ ও ২নং আসামীগন কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদীর হলফান্তে জবান বন্দি গ্রহন করা হইল।

আবেদন, জবানবন্দী ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা করিলাম। আবেদন মঞ্জুর হয়।

অতএব আদেশ হইল

যে অভিযোগকারীকে অত্র কোঃ মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আসামী গোলাম আলী ধনানী, আলী ধনানী, কেরিবান আলী ধনানী ও এম, এ, মোমেনকে ডিসচার্জ করা গেল।

অত্র আদেশ দ্বারা অত্র মামলা নিষ্পত্তি হয়।

সুবেন্দু কুমার বিশ্বাস
৬/৪/৯৭
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।
সার্কিট কোর্ট বগুড়া।

---

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ- সুবেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং ৭/৯৬

বাদী : মো আনোয়ার হোসেন, পিতা এম, এ, ইব্রাহীম, গ্রাম মিঞাপাড়া, পোঃ তালোরা, থানা দুপচাচিয়া, জেলা বগুড়া।

বনাম

আসামী:- ১। গোলাম আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, চেয়ারম্যান,

২। আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,

৩। কোরবান আলী ধনানী, পিতা-গোলাম আলী ধনানী, ডাইরেক্টর, ১-৩ এর ঠিকানা নুরানী ফুড ইণ্ডাঃ লিঃ, সান্তাহার রোড, বগুড়া।

৪। এম, এ, মোমেন, ম্যানেজার, পিতা-মৃত খন্দকার আবদুল মজিদ, জলেশ্বরী-তলা (আলতাফন নেছা খেলার মাঠের দক্ষিন পার্শ্বে), সর্ব থানা ও জেলা-বগুড়া।

প্রতিনিধিগণ:- ১। জনাব এন, এম, কাইয়ারুজ্জামান, বাদী পক্ষের আইনজীবি।

২। জনাব এ, কে, মো: সামসুল আবেদীন, ৪ নং আসামীর আইনজীবি।

আদেশ নং-১৮, তারিখ ৬-৪-৯৭

অদ্য মামলাটি ৩নং আসামীর থানা থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার প্রতিবেদন আসার জন্য এবং ১, ২ ও ৪ নং আসামীগনের হাজির হওয়ার জন্য। ৪ নং আসামী এম, এ, মোমেন আদালতের কাঠগড়ায় উপস্থিত আছেন। নিযুক্ত আইনজীবি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী দরখাস্তে বর্নিত হেতুবাদ মূলে উল্লেখ করিয়াছেন আদালতের বাহির প্রতিপক্ষের সহিত বাদীর পাওনা মিটায়ে যাওয়ায় মামলা আর চালাইতে ইচ্ছুক নয় তাই মামলা থেকে রেহাই চাহিয়াছেন। ১ ও ২ নং আসামী পক্ষ কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আ: সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদীর হলফান্তে জবানবন্দি গ্রহন করা হইল।

আবেদন, জবানবন্দী ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা করিলাম। আবেদন মঞ্জুর হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল

যে অভিযোগকারীকে অত্র ফৌ: মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আসামী গোলাম আলী ধনানী, আলী ধনানী, কোরবান আলী ধনানী ও এম, এ মোমেনকে ডিসচার্জ করা হইল।

অত্র আদেশ দ্বারা অত্র মামলা নিষ্পত্তি হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
৬/৪/৯৭
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং ৮/৯৬

বাদী: মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, পিতা মৃত ময়েজ উদ্দীন, গ্রাম পূর্ব পালসা, পোঃ, থানা ও জেলা বগুড়া।

বনাম

আসামী: ১। গোলাম আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, চেয়ারম্যান,
২। আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
৩। কোরবান আলী ধনানী, পিতা গোলাম আলী ধনানী, ডাইরেক্টর,
১-৩ এর ঠিকানা নুরানী ফুডইণ্ডাঃ লিমিঃ সাত্তাহার রোড, বগুড়া।
৪। এম, এ, মোমেন, পিতা মৃত খন্দকার আবদুল মজিদ, জলেশ্বরীতলা (আলতাফুন-নেছা খেলার মাঠের দক্ষিণ পার্শ্বে), সর্ব থানা ও জেলা বগুড়া।

প্রতিনিধিগণ: ১। জনাব এন, এম, কাইছারুজ্জামান, বাদী পক্ষের আইনজীবি।

২। জনাব এ, কে, মোঃ শামসুল আবেদীন, ৪ নং আসামীর আইনজীবি।

আদেশ নং ১৮, তারিখ ৬-৪-৯৭

অদ্য মামলাটি ৩ নং আসামীর থানা থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার প্রতিবেদন আসার জন্য এবং ১, ২ ও ৪ নং আসামীগনের হাজির হওয়ার জন্য। ৪ নং আসামী এম, এ, মোমেন আদালতের কাঠগড়ায় উপস্থিত আছেন। নিযুক্ত আইনজীবি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী দরখাস্তে বর্নিত হেতুবাদ মূলে উল্লেখ করিয়াছেন আদালতের বাহিরে প্রতিপক্ষের সহিত বাদীর পাওনা মিটায়ে যাওয়ায় মামলা আর চালাতে ইচ্ছুক নয় তাই মামলা থেকে রেহাই চাহিয়াছেন। ১ ও ২ নং আসামী পক্ষ কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদীর হলফনামে জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল।

আবেদন, জবানবন্দী ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা করিলাম। আবেদন মঞ্জুর না হয়। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচ্য ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল

যে অভিযোগকারীকে অত্র ফৌঃ মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আসামী গোলাম আলী ধনানী, আলী ধনানী, কোরবান আলী ধনানী ও এম, এ, মোমেনকে ডিসচার্জ করা হইল।

অত্র আদেশ দ্বারা মামলা নিষ্পত্তি হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
৬/৪/৯৭
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং ৯/৯৬

বাদী: মোঃ আবদুর রশিদ, পিতা মৃত নুরু মিয়া, গ্রাম ও পোঃ উত্তর হাওলা, থানা লাকসাম, জেলা কুমিল্লা, বর্তমান ঠিকানা-শান্তাহার রোড, কারবালা, বগুড়া।

বনাম

আসামীগণ ১। গোলাম আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, শান্তাহার রোড, বগুড়া।

২। আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, নুরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, শান্তাহার রোড, বগুড়া।

৩। কোরবান আলী ধনানী, পিতা গোলাম আলী ধনানী, ডাইরেক্টর, নুরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, শান্তাহার রোড, বগুড়া।

৪। এম, এ, মোমেন, পিতা মৃত খন্দকার আবদুল মজিদ, ম্যানেজার, জলেশ্বরী-তলা, (আলতাফুন নেছা, খেলার মাঠের দক্ষিণ পার্শ্বে), সর্ব থানা ও জেলা বগুড়া—আসামীগণ

প্রতিনিধিঃ ১। জনাব এম, এম, কাইছারুজ্জামান, বাদী পক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং ১৯, তারিখ ১১-৫-৯৭

অদ্য মামলাটি ৩ নং আসামীর থানা থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার প্রতিবেদন আসার জন্য এবং ১, ২ ও ৪ নং আসামীগনের হাজির হওয়ার জন্য। ৪ নং আসামী অদ্য গত হাজির আছেন। নিযুক্ত আইনজীবিও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। ১ও ২ নং আসামী পক্ষ কোন পদক্ষেপ নেন নাই। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী দরখাস্তে বর্ণিত হেতুবাদ মূলে উল্লেখ করিয়াছেন আদালতের বাহিরে বাদী পক্ষ প্রতিপক্ষের সহিত মিসাংসা করিয়াছেন বিধায় আর মামলা চালাইতে চাহেন না তাই মামলা তুলিয়া নিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদীর হলফান্তে জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল।

আবেদন, জবানবন্দী ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা করিলাম। আবেদন মঞ্জুর হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল যে অভিযোগকারীকে অত্র ফৌঃ মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আসামী গোলাম আলী ধনানী, আলী ধনানী, কোরবান আলী ধনানী ও এম, এ, মোমেনকে ডিসচার্জ করা হইল।

অত্র আদেশ দ্বারা অত্র মামলা নিষ্পত্তি হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
৫/১১/৯৭
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং-১০/৯৬

বাদী: মো: হানিফ, পিতা মৃত মো: সাবান, গ্রাম লস্তিফপুর কলোনী পো:, থানা ও জেলা বগুড়া।

বনাম

আসামী: ১। গোলাম আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, চেয়ারম্যান,

২। আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,

৩। কোরবান আলী ধনানী, পিতা গোলাম আলী ধনানী, ডাইরেক্টর, ১-৩ এর ঠিকানা নুরানী ফুড ইণ্ডা: লিঃ, সান্তাহার রোড, বগুড়া।

৪। এম, এ, মোমেন, পিতা মৃত খন্দকার আবদুল মজিদ, ম্যানেজার, জলেশ্বরী-তলা (আলতাফুন নেছা খেলার মাঠের দক্ষিণ পার্শ্বে), সর্ব থানা ও জেলা বগুড়া।

প্রতিনিধিগণ: ১। জনাব এম, এম, কাইছারুজ্জামান, বাদী পক্ষের আইনজীবি।

২। জনাব এ, কে, মো: সামসুল আম্বেদীন ৪নং আসামীর আইনজীবি।

আদেশ নং ১৮, তারিখ ৬-৪-৯৪

অদ্য মামলাটি ৩নং আসামীর থানা থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার প্রতিবেদন আসার জন্য এবং ১, ২ ও ৪নং আসামীগনের হাজির হওয়ার জন্য। ৪নং আসামী এম, এ মোমেন আদালতের কাঠগড়ায় উপস্থিত আছেন। নিযুক্ত আইনজীবি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী দরখাস্তে বর্ণিত হেতুবাদমূলে উল্লেখ করিয়াছেন আদালতের বাহিরে প্রতিপক্ষের সহিত বাদীর পাওনা মিটায়ে যাওয়ায় মামলা আর চালাইতে ইচ্ছুক নয় তাই মামলা থেকে রেহাই চাহিয়াছেন। ১ ও ২নং আসামীগণ কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আ: ছাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদীর হলফনামে জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল।

আবেদন, জবানবন্দি ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা করিলাম। আবেদন মঞ্জুর হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অভিযোগকারীকে অত্র ফৌজদারী মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া হইল।

আসামী গোলাম আলী ধনানী, আলী ধনানী, কোরবান আলী ধনানী ও এম, এ, মোমেনকে অত্র মামলা হইতে ডিসচার্জ করা হইল।

অত্র আদেশ দ্বারা অত্র মামলা নিষ্পত্তি হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
৬-৪-৯৪
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।
সার্কিট কোর্ট বগুড়া।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং-১১/৯৬

মো: আব্দুল হালিম আলমাজী, পিতা আব্দুল হাকিম আলমাজী, গ্রাম,পো: ও থানা শাহজাদপুর, জেলা সিরাজগঞ্জ (পাবনা)—বাদী।

বনাম

১। গোলাম আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, সাত্তার রোড, বগুড়া।

২। আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, নুরানী ফুড ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, সাত্তার রোড, বগুড়া।

৩। কোরবান আলী ধনানী, পিতা গোলাম আলী ধনানী, ডাইরেক্টর, নুরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, সাত্তার রোড, বগুড়া।

৪। এম, এ, মোমেন, পিতা মৃত খন্দকার আব্দুল মজিদ, ম্যানেজার জলেশ্বরীতলা (আলতাফুন নেছা খেলার মাঠের দক্ষিণ পার্শ্বে), সর্ব থানা ও জেলা বগুড়া—আসামীগণ।

প্রতিনিধি: ১। জনাব এন, এম, কাইছারুজ্জামান, বাদী পক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং ২০, তারিখ ১১/৫/৯৭

অদ্য মামলাটি ৩নং আসামী ধরা থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার প্রতিবেদন আসার জন্য এবং ১, ২ ও ৪নং আসামীগণের হাজির হওয়ার জন্য। ৪নং আসামী অদ্য গরহাজির আছেন। যুক্ত আইজীবিও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। ১ ও ২নং আসামীপক্ষ কোন পদক্ষেপ নেন নাই। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী দরখাস্তে বর্ণিত হেতুবাদসমূহে উল্লেখ করিয়াছেন আদালতের বাহিরে বাদীপক্ষ প্রতিপক্ষের সহিত মিমাংসা করিয়াছেন। বিধায় আর মামলা চালাইতে চাহেন না। তাই মামলা তুলিয়া নিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল কাসেম ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদীর হলফান্তে জবানবন্দি করা হইল।

আবেদন, জবানবন্দি ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা করিলাম। আবেদন মঞ্জুর হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল যে অভিযোগকারীকে অত্র ফৌঃ মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আসামী গোলাম আলী ধনানী, আলী ধনানী, কোরবান আলী ধনানী ও এম, এ, মোমেনকে ডিসচার্জ করা গেল।

অত্র আদেশ দ্বারা অত্র মামলা নিষ্পত্তি হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
১১-৫-৯৭
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।
সার্কিট কোর্ট বগুড়া।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং-১২/৯৬

বাদী : মোঃ ফজলুল করিম, পিতা মোঃ বরকত আলী মণ্ডল, গ্রাম নিশিন্দারা (খাঁ পাড়া), পোঃ, থানা ও জেলা বগুড়া।

বনাম

আসামী : ১। গোলাম আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, চেয়ারম্যান,
২। আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
৩। কোরবান আলী ধনানী, পিতা গোলাম আলী ধনানী, ডাইরেক্টর, ১-৩ এর ঠিকানা নুরানী ফুড ইণ্ডাঃ লিঃ, সাত্তাহার রোড, বগুড়া।
৪। এম, এ, মোমেন, পিতা মৃত খন্দকার আব্দুল মজিদ, জলেশ্বরীতলা (আল-তাফুন নেছা খেলার মাঠের দক্ষিণ পার্শ্বে), সর্ব থানা ও জেলা বগুড়া।

প্রতিনিধিগণ : ১। জনাব এন, এম, কাইছারুজ্জামান, বাদী পক্ষের আইনজীবি।
২। জনাব এ, কে, মোঃ শামসুল আবেদীন, ৪নং আসামীর আইনজীবি।

আদেশ নং ১৯, তারিখ ৬-৪-৯৭

অদ্য মামলাটি ৩নং আসামীর থানা থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার প্রতিবেদন আসার জন্য এবং ১, ২ ও ৪নং আসামীগনের হাজির হওয়ার জন্য। ৪নং আসামী এম, এ, মোমেন আদালতের কাঠগড়ায় উপস্থিত আছেন। নিযুক্ত আইনজীবি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী দরখাস্তে বর্ণিত হেতুবাদ মূলে উল্লেখ করিয়াছেন আদালতের বাহিরে প্রতিপক্ষের সহিত বাদীর পাওনা মিটায়ে যাওয়ায় মামলা আর চালাইতে ইচ্ছুক নয় তাই মামলা প্রত্যাহার চাহিয়াছেন। ১ ও ২নং আসামীগণ কোন ক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদীর হলফান্তে জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল।

আবেদন, জবানবন্দী ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা করিলাম। আবেদন মঞ্জুর হয়। বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল

যে অভিযোগকারীকে অত্র ফৌঃ মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া হইল।

আসামী গোলাম আলী ধনানী, আলী ধনানী, কোরবান আলী ধনানী, ও এম, এ, মোমেনকে ডিসচার্জ করা হইল।

অত্র আদেশ দ্বারা অত্র মামলা নিষ্পত্তি হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
৬-৪-৯৭
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।
সার্কিট কোর্ট বগুড়া।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী,

ফৌজদারী মামলা নং-১৩/৯৬

মোঃ আব্দুল খালেক, পিতা মৃত কলিম উদ্দিন, গ্রাম বাদুরতলা, পোঃ, থানা ও জেলা বগুড়া—বাদী।

বনাম

১। গোলাম আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, সান্তাহার রোড, বগুড়া।

২। আলী ধনানী, পিতা মৃত কাসেম আলী ধনানী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, নুরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, সান্তাহার রোড, বগুড়া।

৩। কোরবান আলী ধনানী, পিতা গোলাম আলী ধনানী, ডাইরেক্টর, নুরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, সান্তাহার রোড, বগুড়া।

৪। এম, এ, মোমেন, পিতা মৃত খন্দকার আব্দুল মজিদ ম্যানেজার, জলেশ্বরীতলা (আলতাফুন নেছা খেলার মাঠের দক্ষিণ পার্শ্বে), সর্ব থানা ও জেলা বগুড়া—আসামীগণ।

প্রতিনিধি : ১। জনাব এন, এম, কাইছারুজ্জামান, বাদী পক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং ২০, তারিখ ১১-৫-৯৭

অদ্য মামলাটি ৩নং আসামীর থানা থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার প্রতিবেদন আসার জন্য এবং ১, ২ ও ৪নং আসামীগণের হাজির হওয়ার জন্য। ৪নং আসামী অদ্য গড়হাজির আছেন। নিযুক্ত আইনজীবিও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। ১ ও ২নং আসামী পক্ষ কোন পদক্ষেপ নেন নাই। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী দরখাস্তে বর্ণিত হেতুসমূলে উল্লেখ করিয়াছেন আদালতের বাহিরে বাদী পক্ষ প্রতিপক্ষের সহিত মিমাংসা করিয়াছেন বিধায় আর মামলা চালাইতে চাহেন না। তাই মামলা তুলিয়া নিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদীর হলফান্তে জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল।

আবেদন, জবানবন্দী ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা করিলাম। আবেদন মঞ্জুর হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অভিযোগকারীকে অত্র ফৌঃ মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল।

আসামী গোলাম আলী ধনানী, আলী ধনানী, কোরবান আলী ধনানী ও এম, এ, মোমেনকে ডিসচার্জ করা গেল।

অত্র আদেশ দ্বারা অত্র মামলা নিষ্পত্তি হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
১১-৫-৯৭
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।
সার্কিট কোর্ট বগুড়া।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং-৬/৯৫

মোঃ রেয়াজুল হক, সাং বাহার কাছনা, পোঃ নতুন সাহেবগঞ্জ, জেলা রংপুর—দরখাস্তকারী।

বনাম

মহা-ব্যবস্থাপক, ন্যাশনাল টোবাকো কোং লিঃ, বাহার কাছনা, পোঃ নতুন সাহেবগঞ্জ, জেলা রংপুর—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি : ১। জনাব এ, কে, এম, নাসিম, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং ২২, তারিখ ১১-৫-৯৭

অদ্য মামলাটি পরবর্তী আদেশের জন্য ধার্য আছে। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর ১০-৫-৯৭ তারিখের দাখিলী হাজিরা উপস্থাপন করা হইল। বাদী পক্ষ অদ্যও অনুপস্থিত আছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অত্র অভিযোগ মামলা তদবীর অভাবে বিনা খরচায় খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
১১-৪-৯৭
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

---

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং-৭/৯৫

মোফাজ্জল হোসেন, বাহার কাছনা, পোঃ নতুন সাহেবগঞ্জ, জেলা রংপুর——দরখাস্তকারী।

বনাম

মহা-ব্যবস্থাপক, ন্যাশনাল টোবাকো কোং লিঃ, বাহার কাছনা, পোঃ নতুন সাহেবগঞ্জ, জেলা রংপুর প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি : ১। জনাব এ, কে, এম, নাসিম, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং ২২, তারিখ ১১/৫/৯৭

অদ্য মামলাটি পরবর্তী আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। ১০-৫-৯৭ তারিখের প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর দাখিলী হাজিরা উপস্থাপন করা হইল। বাদী পক্ষ অদ্যও অনুপস্থিত আছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অত্র অভিযোগ মামলা তদবীর এর অভাবে বিনা খরচায় খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
১১/৫/৯৭
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।
সার্কিট কোর্ট বগুড়া।

---

শ্রম আদালত রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা-নং ৮/৯৫

মোঃ ইউসুফ আলী, পোঃ নতুন সাহেবগঞ্জ, জেলা রংপুর—দরখাস্তকারী।

বনাম

মহা-ব্যবস্থাপক; ন্যাশনাল টোবাকো কোং লিঃ, বাহার ফাছনা,
পোঃ নতুন সাহেবগঞ্জ, জেলা রংপুর—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি: ১। জনাব এ, কে, এম নাসিম, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং ২২, তারিখ ১১/৫/৯৭

অদ্য মামলাটি পরবর্তী আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। ১০-৫-৯৭ তারিখের প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর দাখিলী হাজিরা উপস্থাপন করা হইল। বাদী পক্ষ অদ্যও অনুপস্থিত আছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অত্র অভিযোগ মামলা তদবীর এর অভাবে বিনা খরচায় খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
১১/৫/৯৭
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত রাজশাহী
সার্কিট কোর্ট বগুড়া।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত : সুবেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং -/৯৫

মো: ছাবের আলী, সাং রামগোবিন্দ, পো: নতুন সাহেবগঞ্জ, জেলা রংপুর—দরখাস্তকারী।

বনাম

মহা-ব্যবস্থাপক, ন্যাশনাল টোবাকো কোং লি:, বাহার কাছনা, পো: নতুন সাহেবগঞ্জ, জেলা রংপুর—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি : ১। জনাব এ, কে, এম নাসিম, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং ২২, তারিখ ১১/৫/৯৭

অদ্য মামলাটি পরবর্তী আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। ১০-৫-৯৭ তারিখের প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর দাখিলী হাজিরা উপস্থাপন করা হইল। বাদী পক্ষ অদ্যও অনুপস্থিত আছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আ: সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অত্র অভিযোগ মামলা তদবীর এর অভাবে বিনা খরচায় খারিজ হয়।

সুবেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত রাজশাহী
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

---

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুবেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ১২/৯৫

আবদুস সাত্তার, সাং বাহার কাছনা, পো: নতুন সাহেবগঞ্জ, জেলা রংপুর—দরখাস্তকারী।

বনাম

মহা-ব্যবস্থাপক, ন্যাশনাল টোবাকো কোং লি:, বাহার কাছনা, পো: নতুন সাহেবগঞ্জ, জেলা রংপুর—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি : ১। জনাব এ, কে, এম, নাসিম, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং ২২, তারিখ ১১/৫/৯৭

অদ্য মামলাটি পরবর্তী আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। ১০-৫-৯৭ তারিখের প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর দাখিলী হাজিরা দেপ্তাপন করা হইল। বাদী পক্ষ অদ্যও অনুপস্থিত আছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আ: সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অত্র অভিযোগ মামলা তদবীর এর অভাবে বিনা খরচায় খারিজ হয়।

সুবেন্দু কুমার বিশ্বাস
১১-৫-৯৭
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।
সাকিট কোর্ট, বগুড়া।

---

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত: সুবেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সি, কেস নং -১৬/৯৫

মো: ঈমান আলী, পিতা মো: দামু আকন্দ, মেচিয়ার (বরখাস্তকৃত),
হোটেল সুপার সাউদিয়া, বাসষ্টান্ড, শেরপুর, বগুড়া,
সাং এলাংগী, থানা ধুনট, জেলা বগুড়া—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। সত্বাধিকারী, হোটেল সুপার সাউদিয়া, বাসষ্টাণ্ড, শেরপুর, বগুড়া।

২। ব্যবস্থাপক, হোটেল সুপার সাউদিয়া, বাসষ্টাণ্ড, শেরপুর, বগুড়া—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি: ১। জনাব সাইফুর রহমান খান, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং ২৪, তারিখ ১১/৫/৯৭

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষ অদ্য অনুপস্থিত আছেন। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীও আদালতে হাজির হইয়া কোন পদক্ষেপ নেন নাই। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আ: সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

প্রার্থীকে বার বার ডাকিয়া অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অত্র অভিযোগ মামলা তদবীর এর অভাবে বিনা খরচায় খারিজ হয়।

সুবেন্দু কুমার বিশ্বাস
১১/৫/৯৭
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।
সাকিট কোর্ট, বগুড়া।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতিঃ সুখেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং-২৪/৯৪

প্রার্থক : মোঃ আহেদ আলী, পিতা মোঃ বাবু মিঞা, হেলপার,
গ্রামঃ নিশিন্দারা চকরপাড়া, পোঃ, থানা ও জেলা বগুড়া।

বনাম

প্রতিপক্ষ : (১) চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, সান্তাহার রোড, বগুড়া।
(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঐ
(৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর)
(৪) ম্যানেজার, ঐ

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫/৪/৯৭

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানির জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী ও প্রতিপক্ষে নিজে বা আইনজীবির মাধ্যমে কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

পক্ষদ্বয়কে বার বার ডাকিয়া অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অত্র অভিযোগ মামলা তদবীর অভাবে খারিজ হয়।

সুখেন্দু কুমার বিশ্বাস
৫/৪/৯৭
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

---

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতিঃ সুখেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং-২৫/৯৪

প্রার্থক : রাজু মিঞা, পিতাঃ মোঃ নোজাম হেলপার,
গ্রামঃ নিশিন্দারা চকরপাড়া, পোঃ, থানা ও জেলা বগুড়া।

বনাম

প্রতিপক্ষঃ (১) চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, সান্তাহার রোড, বগুড়া।
(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঐ
(৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), ঐ
(৪) ম্যানেজার, ঐ

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫/৪/৯৭

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী ও প্রতিপক্ষে নিজে বা আইনজীবির মাধ্যমে কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

পক্ষদ্বয়কে বার বার ডাকিয়া অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অত্র অভিযোগ মামলা তদবীর এর অভাবে খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
৫/৪/৯৭
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

---

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং-২৬/৯৪

প্রার্থক: মো: আবু খায়ের, পিতা মৃত কিনু মিঞা, হেলপার, গ্রাম নিশিন্দারা, পো:, থানা ও জেলা বগুড়া।

বনাম

প্রতিপক্ষ: (১) চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লি:, সাত্তাহার রোড, বগুড়া।
(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঐ
(৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), ঐ
(৪) ম্যানেজার, ঐ

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৪-৯৭

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী ও প্রতিপক্ষে নিজে বা আইনজীবির মাধ্যমে কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও আঃ সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

পক্ষদ্বয়কে বার বার ডাকিয়া অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অত্র অভিযোগ মামলা তদবীর অভাবে খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
৫-৪-৯৪
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ২৭/৯৪

প্রার্থক: মোঃ শামসুল হক, পিতা মোঃ আলী আকবর, মিকচারম্যান,
গ্রাম মখিনাবাদ, পোঃ ও থানা হাজিগঞ্জ, জেলা চাঁদপুর।

বনাম

প্রতিপক্ষ: (১) চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, সান্তাহার রোড, বগুড়া।
(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঐ
(৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), ঐ
(৪) ম্যানেজার, ঐ

প্রতিনিধি: ১। জনাব এন, এম, কাইছারুজ্জামান, প্রার্থক পক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৪-৯৭

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় কোন পদক্ষেপ নেন নাই। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী দরখাস্তে বর্ণিত হেতু মূলে উল্লেখ করিয়াছেন যে ১৮-৩-৯৭ তারিখে মালিক পক্ষের সঙ্গে আদালতের বাহিরে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি মোতাবেক পাওনাদি পাওয়ায় মামলা চালাইতে ইচ্ছুক নয়। উক্ত মামলা থেকে রেহাই চাহিয়াছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ ছাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদীর হলফান্তে জবানবন্দি নেওয়া হইল।

আবেদন, জবানবন্দী ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা করিলাম। আবেদন মঞ্জুর হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে প্রার্থীকে অত্র মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া হইল।

অত্র আদেশ দ্বারা অত্র মামলা নিষ্পত্তি হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
৫-৪-৯৭
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং-২৮/৯৪

প্রার্থক : মোঃ রবেল মিঞা, পিতা মোঃ বুকু মিঞা, হেলপার,
গ্রাম নিশিন্দারা চকরপাড়া, পোঃ, থানা ও জেলা বগুড়া।

বনাম

প্রতিপক্ষ : (১) চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, সান্তাহার রোড, বগুড়া।
(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঐ
(৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), ঐ
(৪) ম্যানেজার, ঐ

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৪-৯৭

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী ও প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবির মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিকপক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক সদস্য জনাব আঃ ছাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

পক্ষদ্বয়কে বার বার ডাকিয়া অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অত্র অভিযোগ মামলা তদবীর অভাবে খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
৫-৪-৯৭
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

---

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং-২৯/৯৪

প্রার্থক :—আপেল, পিতা মোঃ কিনু মিঞা, হেলপার,
গ্রাম নিশিন্দারা চকরপাড়া, পোঃ, থানা ও জেলা বগুড়া।

বনাম

প্রতিপক্ষ : (১) চেয়ারম্যান, নূরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, শান্তাহার রোড, বগুড়া।
(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঐ
(৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), ঐ
(৪) ম্যানেজার, ঐ

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৪-৯৭

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী ও প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবির মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

পক্ষদ্বয়কে বার বার ডাকিয়া অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অত্র অভিযোগ মামলা তদবীর অভাবে খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
৫-৪-৯৭
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

---

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত,রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং-৩০/৯৪

প্রার্থক : মোঃ জুয়েল, পিতা সেকেন্দার আলী, হেলপার,
গ্রাম নিশিন্দারা চকরপাড়া, পোঃ, থানা ও জেলা বগুড়া।

বনাম

প্রতিপক্ষ : (১) চেয়ারম্যান, নূরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, শান্তাহার রোড, বগুড়া।
(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঐ
(৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), ঐ
(৪) ম্যানেজার, ঐ

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৪-৯৭

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী ও প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবির মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক সদস্য জনাব আঃ ছাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

পক্ষদ্বয়কে বার বার ডাকিয়া অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অত্র অভিযোগ মামলা তদবীর অভাবে খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
৫-৪-৯৭
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত রাজশাহী
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

---

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং-৩১/৯৪

প্রার্থক : শহিদুল ইসলাম, পিতা মো: বাবু মিঞা, হেলপার,
গ্রাম নিশিন্দারা চকরপাড়া, পো:, থানা ও জেলা বগুড়া।

বনাম

প্রতিপক্ষ : (১) চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লি:, সান্তাহার রোড, বগুড়া।
(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঐ
(৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), ঐ
(৪) ম্যানেজার, ঐ

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৪-৯৭

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী ও প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবির মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মো: সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

পক্ষদ্বয়কে বার বার ডাকিয়া অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অত্র অভিযোগ মামলা তদবীর অভাবে খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
৫-৪-৯৭
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত: সুখেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ৩২/৯৪

প্রার্থক: মোঃ আবদুল খালেক, পিতা মৃত কলিম উদ্দিন, ক্যাশিয়ার,
গ্রাম: বাদুরতলা, পোঃ, থানা ও জেলা বগুড়া।

বনাম

প্রতিপক্ষ: ১। চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, সান্তাহার রোড, বগুড়া।
২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঐ
৩। পরিচালক (ডাইরেক্টর), ঐ
৪। ম্যানেজার, ঐ

প্রতিনিধি: ১। জনাব এন, এম, কাইছারুজ্জামান, প্রার্থকপক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৪-৯৭

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় কোন পদক্ষেপ নেন নাই। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী দরখাস্তে বর্ণিত হেতুবাদমূলে প্রতিপক্ষের সহিত আদালতের বাহিরে বাদী তাহার পাওনাদি বুঝিয়া পাওয়ায় আর মামলা চালাইতে ইচ্ছুক নয় বিধায় মামলা হইতে রেহাই চাহিয়াছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ ছাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদীর হলফান্তে জবানবন্দি নেওয়া হইল।

আবেদন, জবানবন্দী ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা করিলাম। আবেদন মঞ্জুর হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে প্রার্থীকে অত্র মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া হইল।

অত্র আদেশ দ্বারা অত্র মামলা নিষ্পত্তি হয়।

সুখেন্দু কুমার বিশ্বাস
৫-৪-৯৭
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ৩৩/৯৪

প্রার্থক : মোঃ বাবল মিয়া, পিতা মৃত মোঃ বাচ্চা মিয়া, সুগার ক্রাশিংম্যান,
গ্রাম : নিশিন্দারা, পোঃ, থানা ও জেলা বগুড়া।

বনাম

প্রতিপক্ষ : (১) চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, সান্তাহার রোড, বগুড়া।
(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঐ
(৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), ঐ
(৪) ম্যানেজার, ঐ

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৪-৯৭

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী ও প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবীর মাধ্যমে কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তারা ধারা কোর্ট গঠিত হইল।

পক্ষদ্বয়কে বার বার ডাকিয়া অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অত্র অভিযোগ মামলা তদবীর অভাবে খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
৫-৪-৯৭
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

---

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ৩৪/৯৪

প্রার্থক : মোঃ হাফিজার রহমান, পিতা মোঃ আল মাহমুদ, হেলপার,
গ্রাম : সাবগ্রাম, পোঃ, থানা ও জেলা বগুড়া।

বনাম

প্রতিপক্ষ : (১) চেয়ারম্যান, নূরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, সান্তাহার রোড, বগুড়া।
(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঐ
(৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), ঐ
(৪) ম্যানেজার, ঐ

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৪-৯৭

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী ও প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবীর মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তারা দ্বারা বোর্ড গঠিত হইল।

পক্ষদ্বয়কে বার বার ডাকিয়া অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল

যে অত্র অভিযোগ মামলা তদবীর অভাবে বিনা খরচায় খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
৫-৪-৯৭
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

---

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ৩৫/৯৪

প্রার্থক : চৌধুরী মবজুলুস সোবহান, পিতা চৌধুরী মবজুলুস কাদের, ষ্টোর কিপার,
গ্রাম : গারুই, পো: চান্দাইকোনা, থানা শেরপুর, জেলা বগুড়া।

বনাম

প্রতিপক্ষ : (১) চেয়ারম্যান, নূরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড, সান্তাহার রোড, বগুড়া।
(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঐ
(৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), ঐ
(৪) ম্যানেজার, ঐ

প্রতিনিধি : জনাব এন, এম, কাইছারুজ্জামান, প্রার্থক পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৪-৯৭

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় কোন পদক্ষেপ নেন নাই। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী দরখাস্তে বর্ণিত হেতুবাদ মূলে উল্লেখ করিয়াছেন যে ১৮-৩-৯৭ তারিখে মালিক পক্ষের সঙ্গে আদালতের বাহিরে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি মোতাবেক পাওনাদি পাওয়ায় মামলা চালাইতে ইচ্ছুক নয়। উক্ত মামলা থেকে রেহাই চাহিয়াছে। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ ছাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদীর হলফান্তে জবানবন্দি নেওয়া হইল।

আবেদন, জবানবন্দী ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা করিলাম। আবেদন মঞ্জুর হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইল।

অতএব আদেশ হইল

যে প্রার্থীকে অত্র মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল।

অত্র আদেশ দ্বারা অত্র মামলা নিষ্পত্তি হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
৫-৪-৯৭
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

---

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত :—সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ৩৬/৯৪

প্রার্থক : মোহাম্মদ আলী প্রাং, পিতা বেলায়েত হোসেন প্রাং, ড্রাইভার,
গ্রাম : ঝোপগাড়ী, পোঃ, থানা ও জেলা বগুড়া।

বনাম

প্রতিপক্ষ : (১) চেয়ারম্যান, নূরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, সাত্তাহার রোড, বগুড়া।
(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঐ
(৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), ঐ
(৪) ম্যানেজার, ঐ

প্রতিনিধি : ১। জনাব এন, এম, কাইছারুজ্জামান, প্রার্থক পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৪-৯৭

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় কোন পদক্ষেপ নেন নাই। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী দরখাস্তে বর্ণিত হেতুবাদ মূলে উল্লেখ করিয়াছেন যে ১৮-৩-৯৭ তারিখে মালিক পক্ষের সঙ্গে আদালতের বাহিরে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি মোতাবেক পাওনাদি পাওয়ায় মামলা চালাইতে ইচ্ছুক নয়। উক্ত মামলা থেকে রেহাই চাহিয়াছে। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ ছাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদীর হলফান্তে জবানবন্দি নেওয়া হইল।

আবেদন, জবানবন্দি ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা করিলাম। আবেদন মঞ্জুর হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে প্রার্থীকে অত্র মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল।

অত্র আদেশ দ্বারা অত্র মামলা নিষ্পত্তি হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
৫-৪-৯৭
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

---

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ৩৭/৯৪

প্রার্থক: মো: ফজলুল করিম, পিতা মো: বরকত আলী মন্ডল, অফিস এ্যাসিসট্যান্ট, গ্রাম নিশিন্দারা (খাঁ পাড়া), পো:, থানা ও জেলা বগুড়া।

বনাম

প্রতিপক্ষ: (১) চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড ইন্ডাষ্ট্রিজ লি:, সাত্তাহার রোড, বগুড়া।
(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঐ
(৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), ঐ
(৪) ম্যানেজার, ঐ

প্রতিনিধি: ১। জনাব এন, এম কাইছারুজ্জামান, প্রার্থক পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৪-৯৭

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় কোন পদক্ষেপ নেন নাই। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী দরখাস্তে বর্ণিত হেতুবাদ-মূলে প্রতিপক্ষের সহিত আদালতের বাহিরে বাদী তাহার পাওনাদি বুঝিয়া পাওয়ায় আর মামলা চালাইতে ইচ্ছুক নয় বিধায় মামলা হইতে রেহাই চাহিয়াছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ ছাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদীর হলফান্তে জবানবন্দি নেওয়া হইল।

আবেদন, জবানবন্দি ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা করিলাম। আবেদন মঞ্জুর হয়। বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল

যে প্রার্থীকে অত্র মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল। অত্র আদেশ দ্বারা অত্র মামলা নিষ্পত্তি হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
৫-৪-৯৭
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

---

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং-৩৮/৯৪

প্রার্থক: আব্দুল হালিম আলমাজী, পিতা আব্দুল হাকিম আলমাজী, সেলসম্যান, গ্রাম, পো: ও থানা শাহজাদপুর, জেলা সিরাজগঞ্জ (পাবনা)।

বনাম

প্রতিপক্ষ: (১) চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, সাত্তার রোড, বগুড়া।
(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঐ
(৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), ঐ
(৪) ম্যানেজার, ঐ

আদেশ: নং ৩১, তারিখ ৫-৪-৯৭

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী ও প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবীর মাধ্যমে কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

পক্ষদ্বয়কে বারবার ডাকিয়া অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত পরামর্শ ও আলোচনা করা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল

যে অত্র অভিযোগ মামলা তদবীর অভাবে বিনা খরচায় খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
৫-৪-৯৭
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং-৩৯/৯৪

প্রার্থক: মো: মনোয়ার হোসেন, পিতা এস, এ, ইব্রাহিম, সেলস্‌ম্যান,
গ্রাম: মিঞাপাড়া, পো: তালোড়া, থানা দুপচাঁচিয়া, জেলা বগুড়া।

বনাম

প্রতিপক্ষ: (১) চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, সাত্তাহার রোড, বগুড়া।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঐ

(৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), ঐ

(৪) ম্যানেজার, ঐ

প্রতিনিধি: ১। জনাব এন,এম, কাইছারুজজামান, প্রার্থক পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৪-৯৭

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় কোন পদক্ষেপ নেন নাই। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় দরখাস্তে বর্ণিত হেতুবাদ মূলে উল্লেখ করিয়াছেন যে ১৮-৩-৯৭ তারিখে মলিক পক্ষের সঙ্গে আদালতের বাহিরে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি মোতাবেক পাওনাদি পাওয়ায় মামলা চালাইতে ইচ্ছুক নয়। উক্ত মামলা থেকে রেহাই চাহিয়াছে। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আ: সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদীর হলফান্তে জবানবন্দি নেওয়া হইল।

আবেদন, জবানবন্দি ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা করিলাম। আবেদন মন্জুর হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল,

যে প্রার্থকে অত্র মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল।

অত্র আদেশ দ্বারা অত্র মামলা নিষ্পত্তি হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
৫-৪-৯৭
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং-৪০/৯৪

প্রার্থক: মো: আবদুর রশিদ, পিতা মো: নুরু মিঞা, বেলাইম্যান,
গ্রাম ও পো: উত্তর হাওলা, থানা লাকসাম, জেলা কুমিল্লা।

বনাম

প্রতিপক্ষ: (১) চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড লি:, সান্তাহার রোড, বগুড়া।
(২) ব্যাবস্থাপনা পরিচালক, ঐ
(৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), ঐ
(৪) ম্যানেজার, ঐ

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৪-৯৭

অদ্য মামলাটি চুড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী ও প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবীর মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আ: সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

পক্ষদ্বয়কে বার বার ডাকিয়া অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল

যে অত্র অভিযোগ মামলা তদবীর অভাবে খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
৫-৪-৯৭
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

---

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত:- সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ৪১/৯৪

প্রার্থক: মো: হানিফ, পিতা মো: সাবান, ফিটার, গ্রাম নতিফপুর কলোনী,
পো:, থানা ও জেলা বগুড়া।

বনাম

প্রতিপক্ষঃ (১) চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, সান্তাহার রোড, বগুড়া।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঐ

(৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), ঐ

(৪) ম্যানেজার, ঐ

প্রতিনিধিঃ ১। জনাব এন, এম, কাইছারুজ্জামান, প্রার্থক পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৪-৯৭

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় কোন পদক্ষেপ নেন নাই। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী দরখাস্তে বর্নিত হেতুবাদ মূলে উল্লেখ করিয়াছে যে ১৮-৩-৯৭ তারিখে মালিক পক্ষের সঙ্গে আদালতের বাহিরে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি মোতাবেক পাওনাদি পাওয়ায় মামলা চালাইতে ইচ্ছুক নয়। উক্ত মামলা থেকে রেহাই চাহিয়াছে। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হেসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদীর হলফান্তে জবানবন্দি নেওয়া হইল।

আবেদন, জবানবন্দি ও নথি দেখিলাম/বিবেচনা করিলাম। আবেদন মঞ্জুর হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল

যে প্রার্থীকে অত্র মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া হইল।

অত্র আদেশ দ্বারা অত্র মামলা নিষ্পত্তি হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
৫-৪-৯৭
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত রাজশাহী
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

---

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিতঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ৪২/৯৪

প্রার্থকঃ কাজী মহেন, পিতা কাজী কিসমত আলী, কাটিং মিস্ত্রী (কাটিংম্যান),

গ্রাম ভবট, পোঃ ধরশাইল, থানা বদলগাছি, জেলা রাজশাহী।

বনাম

প্রতিপক্ষ: (১) চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, সান্তাহার রোড, বগুড়া।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঐ

(৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), ঐ

(৪) ম্যানেজার, ঐ

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৪-৯৭

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী ও প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবীর মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তারা দ্বারা কোট গঠিত হইল।

পক্ষদ্বয়কে বার বার ডাকিয়া অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল

যে অত্র অভিযোগ মামলা তদবীর অভাবে খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

---

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ৪৩/৯৪

প্রার্থক: মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, পিতা মৃত মহেজ উদ্দিন, হেলপার,
গ্রাম পূর্ব পালশা, পোঃ, থানা ও জেলা বগুড়া।

বনাম

প্রতিপক্ষ: (১) চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, সান্তাহার রোড, বগুড়া।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঐ

(৩) পরিচালক (ডাইরেক্টর), ঐ

(৪) ম্যানেজার, ঐ

প্রতিনিধিঃ জনাব এন,এম, কাইছারুজ্জামান, প্রার্থক পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৩১, তারিখ ৫-৪-৯৭

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় কোন পদক্ষেপ নেন নাই। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী দরখাস্তে বর্ণিত হেতুবাদ মূলে উল্লেখ করিয়াছেন যে ১৮-৩-৯৭ তারিখে মালিক পক্ষের সঙ্গে আদালতের বাহিরে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি মোতাবেক পাওনাদি পাওয়ার মামলা চালাইতে ইচ্ছুক নয়। উক্ত মামলা থেকে রেহাই চাহিয়াছে। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ গাফ্ফার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদীর হলফান্তে জবানবন্দি নেওয়া হইল।

আবেদন, জবানবন্দি ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা করিলাম। আবেদন মঞ্জুর হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল

যে প্রার্থীকে অত্র মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল।

অত্র আদেশ দ্বারা অত্র মামলা নিষ্পত্তি হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
৫-৪-৯৭
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

---

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ :- ১। জনাব এ, এইচ, এম, শফিকুর রহমান, মালিক পক্ষ।

২। জনাব কামরুল হাসান, শ্রমিক পক্ষ।

বৃহস্পতিবার, ২৯শে মে১, ৯৯৭।

আই, আর ও, মামলা নং ৬৮/৯৩

১। রেজিষ্ট্রার ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১নং প্রথম পক্ষ।

২। মোঃ জলিল সেখ, সাধারণ সম্পাদক,
হরিদেবপুর কুলি মজদুর ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৮৪৪)—২নং প্রথম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
আতসাখীনি কুলি মজদুর শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১০২০),
হরিদেবপুর, কাশিনাথপুর, পেড়া, পাবনা—দ্বিতীয় পক্ষ।

প্রতিনিধিগণ : (১) জনাব এম, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১নং ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

(২) জনাব কোরবান আলী, ২নং ১ম পক্ষের আইনজীবী।

(৩) জনাব সাইফুর রহমান খান, দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

প্রথম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, দ্বিতীয় পক্ষ ভাতশালী কুলি মজদুর শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১০৯০) ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের আওতায় রেজিষ্ট্রীকৃত একটি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস এর নির্দেশক্রমে তাহার দুই প্রতিনিধি সহকারী শ্রম পরিচালক ২য় পক্ষের ইউনিয়নটি গত ১৪-৯-৯৩ তারিখে পরিদর্শনে যাইয়া ২য় পক্ষের ইউনিয়নটির কোন কার্যালয় খুঁজিয়া পান নাই। ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জনাব মনিরুজ্জামান মনি সহকারী শ্রম পরিচালকদ্বয়কে তাহার ইউনিয়নের কোন রেকর্ডপত্র প্রদর্শন করেন নাই। সহকারী শ্রম পরিচালকদ্বয় তদন্তকালে জানিতে পারেন যে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নটি ব্যবসায়ী ও অশ্রমিকদের সমন্বয়ে গঠিত। অস্তিত্বহীন ভুয়া ভাতশালী বাজার দেখাইয়া এবং তথায় ভুয়া প্রতিষ্ঠানে কুলি শ্রমিক কাজ করে বলিয়া গঠনতন্ত্রে উল্লেখ করিয়া দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নের কর্মকর্তাগণ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস, রাজশাহী-এর নিকট হইতে রেজিষ্ট্রেশন হাসিল করিয়াছেন। ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(১)(বি) ধারা অনুযায়ী প্রতারণা বা মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করিয়া ২য় পক্ষ রেজিষ্ট্রেশন লাভ করিয়াছেন যাহা বাতিলযোগ্য।

২য় পক্ষ ইউনিয়নটি প্রকৃত তথ্য গোপন রাখিয়া অশ্রমিক এবং ব্যবসায়ীদেরকে শ্রমিক বলিয়া রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন করেন এবং রেজিষ্ট্রেশন হাসিল করায় রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস, রাজশাহী ২য় পক্ষের ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনায় করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ একখানি লিখিত বর্ণনা এবং একখানি অতিরিক্ত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

২য় পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, প্রতিপক্ষগণ স্থানীয় কুলি মজদুর ও শ্রমিক সমবায়ে আইনসম্মতভাবে একটি ইউনিয়ন গঠন করিয়া এবং একটি গঠনতন্ত্র প্রনয়ন করিয়া শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫ ও ৬ ধারার বিধান মতে তাহাদের ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন করেন। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস, রাজশাহী ২য় পক্ষের ইউনিয়নটির আইনের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করেন। প্রকৃত সদস্যদের নাম ঠিকানা 'পি' ফরমে লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং 'এন' ফরমে পূরণ করিয়া পাঠানো হয়। ইউনিয়নের কোন সদস্যই অশ্রমিক বা ব্যবসায়ী নহেন। ইউনিয়নটির কার্যালয় আছে। বিগত বর্ষাকালে মাটির তৈয়ারী কার্যালয়টি ধ্বসিয়া যায় এবং নতুনভাবে ঘরটি তৈরী করা হয় এবং সেখানেই কার্যালয়টি স্থানান্তরিত করা হয়। ঐ সময়ে সহকারী পরিচালক মহোদয়গণ পরিদর্শনে যাইয়া নুতন কার্যালয় ঘরটি খুঁজিয়া পান নাই। তাহাছাড়া ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কার্য উপলক্ষে স্থানান্তরে থাকায় তাঁহাদের সম্মুখে ইউনিয়নের কাগজপত্র উপস্থাপন করিতে পারেন নাই। ইউনিয়নটির কর্মকর্তাগণ কখনও মিথ্যা উক্তিতে ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন হাসিল করেন নাই। ২য় পক্ষ আরও উল্লেখ করেন যে, অত্র

মোকদ্দমা আনয়নের সময় ভূয়া অস্তিত্বহীন কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের কথা বলা হয় এবং পরবর্তীকালে প্রতিপক্ষের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অশ্রমিক, ব্যবসায়ী ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া ৩০-৪-৯৪ইং তারিখের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষের আবেদন ক্রমে পুনরায় একটি তদন্ত চাহিলে আদালত তদন্তের আদেশ প্রদান করেন। উক্ত তদন্ত রিপোর্টে নূতনভাবে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হইলে সংগঠনের স্বার্থে এবং ব্যক্তিগত অপারগতার কথা উল্লেখ পূর্বক উক্ত দুইজন কর্মকর্তা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ কোন প্রতিনিধি বা কমিশন দ্বারা অভিযোগ গঠন করিলে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন হইবে। ৩০-৪-৯৪ ইং তারিখের ১ম পক্ষের পক্ষে যে রিপোর্ট দাখিল করা হইয়াছে তাহা নিরপেক্ষ নহে এবং উক্ত রিপোর্ট রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন্স, রাজশাহী এর একজন অধঃস্তন কর্মকর্তা দাখিল করিয়াছেন। সুতরাং ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইবেন না এবং অত্র মামলা খারিজ হইবে।

### আলোচ্য বিষয়

১। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন্স, রাজশাহী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক ২য় পক্ষের 'জাতসাখীনি কুলি মজদুর শ্রমিক ইউনিয়ন' এর রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইতে হকদার কি?

### আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

অত্র মামলার শুনানীকালে ১ম পক্ষে ২জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয় এবং কিছু কাগজপত্র দাখিল হয় যাহা প্রদর্শনী-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। ২য় পক্ষে ৩জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয় এবং তাহাদের পক্ষে কোন কাগজপত্র দাখিল না হওয়ায় প্রদর্শন চিহ্নিত করা হয় নাই।

স্বীকৃত মতে ২য় পক্ষের জাতসাখীনি কুলি মজদুর শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যগণ ইউনিয়ন গঠন করিয়া রেজিষ্ট্রেশনের প্রার্থনা করিলে ১ম পক্ষ তাহাদের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ১০৯০) প্রদান করেন। ১ম পক্ষের অভিযোগ এই যে, ১ম পক্ষ তাহার ২জন সহকারী শ্রম পরিচালক মারফত ইউনিয়নটি ইং ১৪-১-৯৩ তারিখে তদন্ত করান এবং তদন্তকালে উক্ত প্রতিনিধিদ্বয় জানিতে পারেন ২য় পক্ষের ইউনিয়নের কোন কার্যালয় নাই, ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কোন রেকর্ডপত্র প্রদর্শন করিতে পারেন নাই এবং তাহারা আরও জানিতে পারেন যে ইউনিয়নটি ব্যবসায়ী এবং অশ্রমিকদের দ্বারা গঠিত এবং তাহারা মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন গ্রহণ করিয়াছেন। ২য় পক্ষ এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলেন যে, প্রকৃত সদস্যদের নাম নির্ধারিত ফরমে দাখিল করা হইয়াছিল। ইউনিয়নের সকল সদস্যগণ শ্রমিক এবং ব্যবসায়ী নহেন। তাহাদের নির্মিত কার্যালয়টি ধ্বসিয়া যায় এবং তাহা নূতনভাবে নির্মাণ করা হইয়াছে। সহকারী শ্রম পরিচালকদ্বয় কার্যালয়ের ঘরটি খুঁজিয়া পান নাই। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষের প্রার্থনা মোতাবেক দ্বিতীয় বার তদন্ত হয় এবং উক্ত তদন্তে প্রথম তদন্তের বিষয় অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইউনিয়নের স্বার্থে পূর্বের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদত্যাগ করেন। সুতরাং ১ম পক্ষ কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

১ম পক্ষের ১নং সাক্ষী মোঃ আলমগীর হোসেন খান, তৎকালীন সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী তাহার জবানবন্দীতে বলেন তিনি তাহার সহকর্মী জনাব সিরাজুল আলমকে সংগে লইয়া ইং ১৪-১-৯৩ তারিখে "জাতসাখীনি কুলি মজদুর শ্রমিক

ইউনিয়ন" এর অস্তিত্ব সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য পাবনা জেলাধীন ভেড়া থানার হরিদেবপুরে যান। তদন্ত শেষে তাহারা ফিরিয়া আসেন এবং ইং ২৫-৯-৯৩ তারিখে প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-১) দাখিল করেন। ১ম পক্ষের ২নং সাক্ষী মোঃ সিরাজুল আলম, তৎকালীন সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী তাহার জবানবন্দীতে বলেন তিনি যুগ্ম শ্রম পরিচালকের আদেশে তাহার সহকর্মী জনাব আলমগীর হোসেন খানকে সংগে করিয়া "জাতাবাঁধি কুলি মজদুর শ্রমিক ইউনিয়ন" সম্পর্কে তদন্তে যান। তাহারা ঐ শ্রমিক ইউনিয়নের নামীয় একটি সাইন বোর্ড দেখিতে পান, কিন্তু কোন অফিস পান নাই। তাহারা পার্শ্ববর্তী একটি হাড়ি-পাতিলের দোকানে বসেন এবং দোকানের কর্মচারী জনাব আবদুর রাজ্জাককে জিজ্ঞাসাবাদে জানিতে পারেন 'জাতাবাঁধি কুলি মজদুর শ্রমিক ইউনিয়ন' এর কোন অফিস তিনি (মোঃ রাজ্জাক) দেখেন নাই। জনাব আব্দুর রাজ্জাক স্থানীয় স্বপন ভি, ডি, ও সেন্টারের মালিক জনাব মনিরুজ্জামানকে ডাকিয়া আনেন। জনাব মনিরুজ্জামান নিজেকে ঐ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদে তিনি তাহার ইউনিয়নের কার্যালয় দেখাইতে পারেন নাই এবং কার্যালয়ের অবস্থান সম্পর্কে কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। তিনি আরও বলেন যে, জনাব মনিরুজ্জামান স্বীকার করেন তিনি স্বপন ভি, ডি, ও সেন্টারের মালিক। জিজ্ঞাসাবাদে জনাব মনিরুজ্জামান তাহাকে আরও জানান যে, ইউনিয়নের লোকজন এখানে ওখানে কাজ করিতেছেন এবং ইউনিয়নের সভাপতির বাড়ী দেড় মাইল দূরে নাগটিয়া গ্রামে, তিনি একজন গৃহস্থ, সহ-সভাপতি জনাব মুকুল হোসেন ইক বিজিনেস করেন, কোষাধ্যক্ষ জনাব সোলিমের ঔষধের ব্যবসা আছে। ১ম পক্ষের ২নং সাক্ষী আরও বলেন যে, জনাব মনিরুজ্জামান সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের কোন কাগজপত্র দেখাইতে পারেন নাই। পরে তিনি ও তাহার সঙ্গী কর্মকর্তা ইং ২৫-৯-৯৩ তারিখে প্রতিবেদন (প্রদঃ-১) দাখিল করেন। ১ম পক্ষের ১নং সাক্ষীকে জেরাকালে ২য় পক্ষে এই মর্মে সাজেশন দেওয়া হয় যে, তাহারা সঠিকভাবে তদন্ত করেন নাই। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ১ম পক্ষ তাঁহার ২জন কর্মকর্তাকে পাঠাইয়া সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের বিষয় তদন্ত করেন। ১ম পক্ষের ২নং সাক্ষী তাহার জেরায় বলেন যে, ঐ হাড়ি-পাতিলের দোকানের মালিক আফতাব উদ্দিন এবং তিনি মনিরুজ্জামান যে স্বপন ভি, ডি, ও সেন্টারের মালিক সেই মর্মে একটি রশিদ দাখিল করিয়াছিলেন। ২য় পক্ষের ২নং সাক্ষী মোঃ আফতাব উদ্দিন বলেন 'জাতাবাঁধি কুলি মজদুর শ্রমিক ইউনিয়ন' সম্পর্কে একটি তদন্ত দল তাহার দোকানে গিয়াছিলেন এবং তিনি তদন্ত দলের নিকট বলিয়াছিলেন ঐ ইউনিয়নের কোন অফিস ছিল না। ২নং পক্ষের ২য় সাক্ষীর স্বীকারোক্তি মতে প্রতীয়মান হয় ১ম পক্ষের ১ ও ২নং সাক্ষী যথার্থই ২য় পক্ষের ইউনিয়নটির অস্তিত্ব সম্পর্কে তদন্তে গিয়াছিলেন এবং জানিতে পারেন যে, ঐ ইউনিয়নটির কোন কার্যালয় নাই। প্রদর্শনী-১ হইতে প্রতীয়মান হয় তদন্তকারী কর্মকর্তাদ্বয় (১ম পক্ষের ১ ও ২নং সাক্ষী) তাহাদের রিপোর্টে যথার্থ উল্লেখ করিয়াছেন যে ২য় পক্ষের ইউনিয়নের কোন কার্যালয় নাই। ২য় পক্ষের ৩নং সাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন যে, ৩ বৎসর যাবত জাতাবাঁধি শ্রমিক ইউনিয়নের অফিস আছে এবং তাহার পূর্বে তাহাদের অন্যত্র কোন অফিস ছিল না। ২য় পক্ষের ৩নং সাক্ষীকে ইং ২৫-৩-৯৭ তারিখে পরীক্ষা করা হয়। সুতরাং তাহার বর্ণনা অনুযায়ী ২৫-৩-৯৪ তারিখের পূর্বে ২য় পক্ষের ইউনিয়নের কোন অফিস বা কার্যালয় কোথাও ছিল না। ২য় পক্ষের ২ ও ৩নং সাক্ষীর বক্তব্য, ১ম পক্ষের বক্তব্য এবং ১ম পক্ষের সাক্ষীর বক্তব্যও তাহাদের রিপোর্টের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের তদন্তকালে অর্থাৎ ইং ১৪-৯-৯৩ তারিখে ২য় পক্ষের ইউনিয়নের কোন কার্যালয় ছিল না। ২য় পক্ষের ১নং সাক্ষী মোঃ ঠান্ডু শেখ নিজেকে 'জাতাবাঁধি কুলি মজুর শ্রমিক ইউনিয়ন' এর সাধারণ সম্পাদক দাবী করিয়া জবানবন্দী করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মর্মে কোন কাগজ

পত্র দাখিল করেন নাই। তিনি তাহার জবানবন্দীতে বলেন তিনি সম্পাদক হইবার পূর্বে হরিদেবপুরে তাহাদের অফিস ছিল এবং বিশ্বরোড করিবার কারণে তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং পরবর্তীকালে ১০০ গজের মধ্যে উক্ত অফিস নির্মাণ করা হইয়াছে। ২য় পক্ষের ১নং সাক্ষী তাহার জেরায় স্বীকার করেন তিনি ১৯৯৪ সনে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সদস্য হইয়াছেন এবং তাহার পূর্বের ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন লওয়া সম্পর্কে কোন তথ্যের কথা তিনি জানেন না। সুতরাং ২য় পক্ষের ১নং সাক্ষীর বক্তব্যকে নির্ভর করা যায় না। ২য় পক্ষের ১নং সাক্ষী স্বীকার করেন যে, ১৯৯৩ সনে মাসটিয়া গ্রামের ময়ছের প্রামানিক সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন, তাহার সাধারণ জমি আছে, তিনি তাহার জমি চাষ করেন এবং পরের জমি বর্গাচাষ করেন। ২য় পক্ষের ১নং সাক্ষী আরও বলেন যে, মনিরুজ্জামান মনি সুমন ভিডিও দোকানের মালিক কিনা তাহা তিনি জানেন না। ২য় পক্ষের ১নং সাক্ষীর বক্তব্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে, মনিরুজ্জামান সুমন ভিডিও সেন্টারের মালিক তাহা তিনি অস্বীকার করেন নাই। অত্র মামলার শুনানীকালে ২য় পক্ষে মনিরুজ্জামান, ময়ছের প্রামানিককে পরীক্ষা করা হয় নাই বা তাহারাও নিজের উদ্যোগে অত্র মামলায় সাক্ষ্য দিতে আসেন নাই। ১ম পক্ষের দাখিলী তদন্ত প্রতিবেদন হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তাহারা (১ম পক্ষের ১ ও ২নং সাক্ষী) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জনাব মনিরুজ্জামানের নিকট হইতে জানিতে পারেন ইউনিয়নের সভাপতি ময়ছের প্রামানিক দেড় মাইল দূরে মানহিয়া গ্রামে বসবাস করেন এবং তিনি একজন সাধারী গৃহস্থ, সহ-সভাপতি জনাব মুকুল হোসেন বিভিন্ন মালামালের ষ্টক বিজিনেস করেন এবং কোষাধ্যক্ষ জনাব সেলিম আহমদ ঔষধের ব্যবসা করেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি ২য় পক্ষের ১নং সাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে স্বীকার করিয়াছেন ময়ছের প্রামানিকের জমি আছে, তিনি নিজের জমি চাষ করেন এবং পরের জমি বর্গাচাষ করেন। ১ম পক্ষের ১ ও ২নং সাক্ষী সরকারী কর্মচারী। সংশ্লিষ্ট এলাকার সংগে তাহারা সম্পৃক্ত নহেন। তাহারা তাহাদের রিপোর্টে উল্লেখিত বিষয়গুলি যদি জনাব মনিরুজ্জামান সহ স্থানীয় লোকজনের নিকট হইতে না জানিতেন তাহা হইলে তাহা রিপোর্টে উল্লেখ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। সুতরাং সংশ্লিষ্ট রিপোর্টটি (প্রদঃ-১) ভিত্তিহীন বলা যায় না।

অত্র মামলা দায়েরের সময় জনাব ময়ছের প্রামানিক ও জনাব মনিরুজ্জামান যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তাহারা অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দিতা করিবার জন্য আসেন নাই। তাহাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিয়া আদালতে সাক্ষ্য দেন নাই। তাহারা আদালতে আসিয়া এমন কথা বলেন নাই যে তাহারা কুলি, মজদুর ও শ্রমিক। এবং সাক্ষ্যে প্রমানিত হইয়াছে যে, জনাব ময়ছের প্রামানিক একজন গৃহস্থ এবং তাহার জমিজমা আছে এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব মনিরুজ্জামান সুমন ভিডিও সেন্টারের মালিক। সুতরাং তাহারা ২জন যে কখনই শ্রমিক বা মজদুর নহেন তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখেনা। ইহাতে প্রমাণিত হয় তাহারা তাহাদের ট্রেড ইউনিয়নটির জালিয়াতি ও ভ্রমপূর্ণ তথ্যের বর্ণনায় রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষের ১নং সাক্ষী নিজেকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক দাবী করেন। তিনি তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি নির্বাচনে ৩ বার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। কিন্তু এই নির্বাচনের ফলাফল রেজিষ্ট্রার, ট্রেড ইউনিয়ন বরাবর পাঠান নাই এবং নির্বাচনের কোন কাগজপত্র তাহার নিকট নাই। ২য় পক্ষের ১নং সাক্ষীর জবানবন্দী হইতে প্রতীয়মান হয় তিনি আদৌ কোন নির্বাচিত সম্পাদক নন এবং তাহাদের ইউনিয়নের কোন নির্বাচন হইয়াছে মর্মে তিনি তাহা প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। তিনি আরও বলেন পূর্বের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ইউনিয়নের বৃহত্তর স্বার্থে পদত্যাগ করিয়াছেন। ২য় পক্ষের এই ধরনের কোন কাগজপত্র আদালতে দাখিল করা হয় নাই। সুতরাং ২য় পক্ষের ১নং সাক্ষীর বক্তব্যের উপর বিষয়টি সঠিক বলিয়া বিবেচনা করা যায় না।

২য় পক্ষের ইউনিয়নটি 'জাতসাখীনি কুলি মজদুর শ্রমিক ইউনিয়ন' নামে গঠিত। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সদস্যগণ কোন বাজারে বা হাটে তাহাদের কার্যকর্ম করেন তাহা প্রমাণের জন্য তাহাদের সংবিধান দাখিল করেন নাই। ২য় পক্ষের সকল সাক্ষী এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, জাতসাখীনি নামে একটি ইউনিয়ন আছে, কিন্তু জাতসাখীনি ইউনিয়নে জাতসাখীনি নামে কোন বাজার নাই। ২য় পক্ষের ২নং সাক্ষী বলেন যে, তাহার হরিদেবপুর বাজারে এ্যালুমিনিয়ামের দোকান আছে এবং তাহার দোকানে ঠান্ডুসেন (২য় পক্ষের ১নং সাক্ষী) ইউনিয়নের ৩০/৩২ জন শ্রমিক কাজ করেন। তিনি আরও বলেন তাহারা হরিদেবপুর বাজারের অন্যান্য দোকানেও কাজ করেন। ২য় পক্ষের ১নং সাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে বলেন তাহারা হরিদেবপুর বাজারের হাজী এ্যালুমিনিয়াম ষ্টোর, খাদিজা ব্রেড এণ্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরী, হাজেলের দোকান ও অন্যান্য দোকানে কাজ করেন। ২য় পক্ষের ১ ও ২নং সাক্ষীর বক্তব্য অনুসারে সংশ্লিষ্ট জাতসাখীনি কুলি মজদুর শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যগণ একাধিক দোকান ও প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। সুতরাং ২য় পক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণ বিভিন্ন মালিকের মালিকাধীন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক। বিভিন্ন মালিকের মালিকাধীন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কোন প্রতিষ্ঠান পুঞ্জের শ্রমিক হিসাবে গণ্য করা যায় না। সুতরাং তাহারা একত্রে একটি ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিতে পারেন না। সুতরাং তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়া লই যে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সদস্যগণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন, তবে প্রশ্ন উঠে তাহারা কি করিয়া একটি শ্রমিক সংগঠন গড়িয়া তোলেন। উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ২য় পক্ষের শ্রমিকগণ সঠিকভাবে তাহাদের সংগঠন করেন নাই।

২য় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হইয়াছিল। কিন্তু ২য় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষ্যাদি উপস্থাপন করা হয় নাই।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি ১ম পক্ষের ২জন কর্মকর্তা ইং ১৪-৯-৯৩ তারিখে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নটি সম্পর্কে তদন্তের জন্য এলাকায় যান এবং তাহারা ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে তদন্ত করেন। ২য় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন তাহাদের রিপোর্টটি সন্তোষজনক নয় এবং তাহার মক্কেলের প্রার্থনায় দ্বিতীয় বার ইউনিয়নটি তদন্ত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে ২য় পক্ষ ইউনিয়নটির দ্বিতীয় বার তদন্তের কথা স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয় বারের তদন্ত রিপোর্টটি সাক্ষ্যে গ্রহণ করা না হইলেও তদন্ত রিপোর্টটি সম্পর্কে আমরা এখানে কিছু আলোকপাত করিতে চাই। নথির সংগে রক্ষিত দ্বিতীয় তদন্ত রিপোর্টটি হইতে প্রতীয়মান হয় রাজশাহী বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের সহকারী শ্রম পরিচালক জনাব এ, টি, এম, ফজলর রহিম ১৯-৩-৯৪ ইং তারিখে ইউনিয়নটি পরিদর্শন করেন এবং তিনি তদন্তকালে জানিতে পারেন ইউনিয়নের কর্মকর্তাবৃন্দের কেহই শ্রমিক নহেন, সভাপতি একজন অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ এবং তিনি কুলি শ্রমিকের কাজ করেন না, সহ-সভাপতি কুলির কাজ করেন না এবং তিনি একজন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, সাধারণ সম্পাদক জনাব মনিরুজ্জামান (মনি) ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে যে দুইজন রহিয়াছেন তাহারাও শ্রমিক নহেন এবং তাহারা ব্যবসায়ী। সুতরাং দেখা যাইতেছে ২য় পক্ষ কতিপয় অশ্রমিক, ব্যবসায়ী ও গৃহস্থদের লইয়া ইউনিয়নটি গঠন করিয়াছেন। প্রদঃ-১ হইতে প্রতীয়মান হয় সহকারী শ্রম পরিচালকদ্বয় (১ম পক্ষের ১ ও ২নং সাক্ষী) তদন্তকালে ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জনাব মনিরুজ্জামানকে ১৮-৯-৯৩ ইং তারিখে ইউনিয়নের রেকর্ডপত্রসহ বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহীতে হাজির হইতে বলেন। উক্ত তারিখে জনাব মনিরুজ্জামান রাজশাহী বিভাগীয় শ্রম দপ্তরে উপস্থিত হইয়া বোড়া থানার একটি সাধারণ ডাইরীর অনুলিপি (জিডি নং-৫৬০ তাং-১৭-৯-৯৩ইং) সহ রেকর্ডপত্র উপ-

স্থাপনের জন্য এক মাসের সময়ের প্রার্থনা করেন এবং উক্ত ডাইরীতে উল্লেখ করা হয় যে, ইং ১৪-৯-৯৩ তারিখে ইউনিয়নের সকল রেকর্ডপত্র হারাইয়া গিয়াছে। এখানে বিস্ময়ের সহিত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সহকারী শ্রম পরিচালকদ্বয় (১ম পক্ষের ১ ও ২নং সাক্ষী) ইং ১৪-৯-৯৩ তারিখে তদন্তকালে সাধারণ সম্পাদককে ইউনিয়নের কাগজপত্র উপস্থাপন করিতে বলিলে তিনি ব্যর্থ হন এবং পরে ১৮-৯-৯৩ তারিখে রাজশাহী শ্রম দপ্তরে কাগজপত্র হাজির করিতে বলা হইলে কাগজপত্র হারাইয়া গিয়াছে মর্মে ১৭-৯-৯৩ইং তারিখে বেড়া থানায় একটি জি, ডি, ই, করেন। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের কোন কাগজপত্র ছিল না এবং কাগজপত্র উপস্থাপনের ব্যর্থতার অজুহাত হিসাবে ইং ১৪-৯-৯৩ তারিখের পরে কাগজপত্র হারাইয়া গিয়াছে মর্মে একটি জি, ডি, ই, করেন।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন পাওয়ার জন্য কিছু ভূয়া ও মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করেন এবং রেজিষ্ট্রেশন হাসিল করেন। তাই ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন তাহার প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে অত্র আই, আর, ও, মামলা ২য় পক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন্স, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে ২য় পক্ষের 'জাতীয়তাবাদী কুলি মজদুর শ্রমিক ইউনিয়নে' রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০৯০) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

---

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং-৮৯/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক

বগুড়া জেলা লেদ ওয়ার্কস শ্রমিক ইউনিয়ন

(রেজিঃ নং রাজ-১১৩১), বড়গোলা, বগুড়া—২য় পক্ষ।

প্রতিনিধি :-১। জনাব আবু আহসান করিম, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৭, তারিখ ১২-৫-৯৭

অদ্য মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষ অত্র মামলায় কোন সাক্ষী দিবেন না বলিয়া মত ব্যক্ত করেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজ প্র-১ হিসাবে চিহ্নিত হইল। বাদী পক্ষের মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

প্রথম পক্ষ রেজিষ্ট্রার, ট্রেড ইউনিয়নস, রাজশাহী-র মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, দ্বিতীয় পক্ষ বগুড়া জেলা লেদ ওয়ার্কস শ্রমিক ইউনিয়ন তাদের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশনের প্রার্থনা করিলে প্রথম পক্ষ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মতে রেজিষ্ট্রেশন রাজ ১১৩৯ প্রদান করেন। দ্বিতীয় পক্ষ ২৭-৯-৯৩ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর তাহাদের সংবিধানের ২৩ ধারার বিধান মতে দুই বৎসরের মধ্যে ইউনিয়নের নির্বাচন করেন নাই এবং তাহার ফলাফল প্রথম পক্ষকে জানান নাই। দ্বিতীয় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯৩ হইতে ১৯৯৫ সনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী প্রথম পক্ষের নিকট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করেন নাই। তাই প্রথম পক্ষ তাহার ১৯-১১-৯৬ইং তারিখের ১৪৯৮ নং পত্র মোতাবেক তাহাদের ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। তাহাতেও দ্বিতীয় পক্ষ কোন পদক্ষেপ না লওয়ায় প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

দ্বিতীয় পক্ষ অত্র মামলায় হাজির হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই এবং তাই মামলাটি একতরফা বিচারের জন্য লওয়া হয়।

প্রথম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, দ্বিতীয় পক্ষ বগুড়া জেলা লেদ ওয়ার্কস শ্রমিক ইউনিয়ন ২৭-৯-৯৩ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর তাহাদের ইউনিয়নের ২৩ ধারা মতে দুই বৎসর কোন নির্বাচন করেন নাই বা তাহার ফলাফল প্রথম পক্ষের নিকট দেন নাই এবং ১৯৯৩ হইতে ১৯৯৫ সন পর্যন্ত তাহাদের ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বিবরণী দাখিল করেন নাই।

প্রথম পক্ষ তাহার অফিসের ১১-১১-৯৬ইং তারিখের ১৪৯৮ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শনী-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শনী-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর দুই বৎসরের মধ্যে তাহাদের ইউনিয়নের ২৩ ধারা মতে কোন নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৩ হইতে ১৯৯৫ সন পর্যন্ত তাহাদের ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় তাহাদের ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলায় দ্বিতীয় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তাহাদের ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির দুই বৎসরের মধ্যে নির্বাচন করিয়াছেন বা ১৯৯৩ সন হইতে ১৯৯৫ সন পর্যন্ত বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করিয়াছেন মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই। ইহাতে প্রথম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রথম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষের বগুড়া জেলা লেদ ওয়ার্কস শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ১১৩৯) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
১২-৫-৯৭
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

---

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ : ১। জনাব আজিজুর রহমান, মালিক পক্ষ।

২। জনাব আঃ সাত্তার তারা, শ্রমিক পক্ষ।

সোমবার, ২রা জুন, ১৯৯৭

আই, আর, ও (আপীল) মামলা নং-৫/১৯৯৭

১। শ্রী বাপন মজুমদার, সভাপতি,

২। মোঃ ছানা হোসেন, সাধারন সম্পাদক,
জয়পুরহাট জেলা অটোটেম্পু ও বেবী ট্যাক্সি চালক শ্রমিক ইউনিয়ন (প্রস্তাবিত), তাজুর মোড়, জয়পুরহাট—আপীলকারীগণ

বনাম

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—রেসপনডেন্ট।

প্রতিনিধিগণ : ১। জনাব কোরবান আলী, আপীলকারী পক্ষের আইনজীবি।

২। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, রেসপনডেন্ট পক্ষের প্রতিনিধি।

রায়

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) ধারার আপীল মামলা।

আপীলকারীগণের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, জয়পুরহাট জেলার বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী অটোটেম্পু ও বেবী ট্যাক্সির চালক ও শ্রমিকগণ ২৩-৯-৯৬ইং তারিখে এক সাধারণ সভায় মিলিত হন এবং ৬৯ জন শ্রমিকের উপস্থিতিতে "জয়পুরহাট জেলা অটো-টেম্পু ও বেবী ট্যাক্সির চালক শ্রমিক ইউনিয়ন" নামে একটি ইউনিয়ন গঠনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সংবিধান রচনা করেন। উক্ত সংবিধান সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করিয়া আপীলকারীদ্বয়কে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করিয়া ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করেন। প্রস্তাবিত ইউনিয়নের আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন গ্রহণের জন্য আপীলকারীদ্বয়কে দায়িত্ব অর্পন করা হয়। আপীলকারীদ্বয় প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রস্তাবিত ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশনের জন্য রেসপনডেন্ট রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস, রাজশাহী বরাবর ২৭-১১-৯৬ ইং তারিখে এক আবেদন করেন। রেজিষ্টার অব ট্রেড ইউনিয়নস, রাজশাহী আপীলকারীগণের আবেদন এবং দাখিলী কাগজপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া ১১-১২-৯৬ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/১৭২৯ নং পত্রে ৭ দফা আপত্তি উথাপন করিয়া তাহা সংশোধনের জন্য আপীলকারীগণকে নির্দেশ প্রদান করেন। আপীলকারীগণ শুধুমাত্র রেজিষ্টার অব ট্রেড ইউনিয়নের চাহিদা মোতাবেক বি, আর, টি, এ, এর নিকট সার্টিফিকেট আবেদন করিয়া তাহা না পাওয়ায় দাখিল করিতে পারেন নাই এবং পরে তাহা দাখিল করিবেন মর্মে অস্বীকার করেন। কিন্তু রেসপনডেন্ট আপীলকারীগণের আবেদন আইনানুগভাবে বিবেচনা না করিয়া তাঁহার ইং ২৩-১-৯৭ তারিখের আরটিইউ/রাজ/১৫৬ নং পত্র মোতাবেক আপীলকারীগণের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখান করেন। তাই আপীলকারীগণ তাহাদের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন পাইবার জন্য অত্র আপীল মামলা দায়ের করেন।

রেসপনডেন্ট রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস, রাজশাহী অত্র মামলায় হাজির হইয়া এক-খানি লিখিত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

রেসপনডেন্ট পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, আপীলকারীগণ ইং ২৭-১১-৯৬ তারিখে "জয়পুরহাট অটোটেম্পু ও বেবীট্যাক্সি চালক ও শ্রমিক ইউনিয়ন" নামে একটি ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশনের জন্য তাহার নিকট আবেদন করেন। তিনি উক্ত আবেদন প্রাপ্ত হইয়া দাখিলকৃত কাগজপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া কিছু ভুলত্রুটি দেখিতে পান এবং ৭ দফা আপত্তি উথাপন করিয়া ইং ১১-১২-৯৬ তারিখে ১৭২৯ নং পত্রের মাধ্যমে তাহা আপীলকারীগণকে সংশোধন করিয়া দিতে বলেন। আপীলকারীগণ ইং ২৪-১২-৯৬ তারিখে একটি উত্তরপত্র ও কিছু কাগজপত্র দাখিল করেন যাহাতে ইং ১১-১২-৯৬ তারিখ উথাপিত আপত্তিসমূহ সবগুলি সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হন। উথাপিত ৭ দফার মধ্যে আপীলকারীগণ ৪ দফা আপত্তির উত্তর ও নিষ্পত্তি করিয়াছেন এবং তাহার ইং ১১-১২-৯৬ তারিখের আপত্তির ৪ ৫ ও ৭ নং আপত্তির কোন নিষ্পত্তি আপীলকারীগণ করেন নাই। আপীলকারীগণ বি, আর, টি, এ এর সনদপত্র, মিটিং এর নোটিশ, রেজু-লেশন ও সদস্য রেজিষ্ট্রার দাখিল করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। তাই রেসপনডেন্ট পক্ষ সঠিকভাবে আপীলকারীগণের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখান করিয়াছেন।

আলোচ্য বিষয়

এখন দেখা যাক আপীলকারীগণ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক তাহাদের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন পাইবার আদেশ পাইতে হকদার কি না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

অত্র মামলার শুনানীকালে আপীলকারীর পক্ষে কিছু কাগজপত্র দাখিল হয় যাহা রেসপনডেন্ট পক্ষের স্বীকৃতমতে প্রদর্শন-১, ২, ২(ক), ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৫(ক) ও ১৫(খ) হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং সাক্ষ্যে ব্যবহার হয়। রেসপনডেন্ট পক্ষে কোন কাগজপত্র দাখিল করা হয় নাই।

ইহা অস্বীকৃত নয় যে, জয়পুরহাট জেলার বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী অটো টেম্পু ও বেবী ট্যাক্সিতে কর্মরত চালক ও শ্রমিকগণ ইং ২৩-৯-৯৬ তারিখে এক সাধারণ সভায় মিলিত হন এবং ৬৯ জন শ্রমিকের উপস্থিতিতে প্রস্তাবিত জয়পুরহাট জেলা অটোটেম্পু ও বেবী ট্যাক্সি চালক শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সংবিধান (প্রদঃ-৬) প্রণয়ন করেন এবং পরবর্তীকালে তাহারা তাহা অনুমোদন করেন। ইহা ও অস্বীকৃত নয় যে, প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্যগণ আপীলকারীদ্বয়কে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করিয়া ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করেন। এবং প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন লওয়ার জন্য আপীলকারীদ্বয়কে দায়িত্ব অর্পন করেন। ইহা স্বীকৃত যে, আপীলকারীদ্বয় তাহাদের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশনের প্রার্থনা করিয়া রেসপনডেন্ট বরাবর ইং ২৭-১১-৯৬ তারিখে আবেদন করেন এবং রেসপনডেন্ট পক্ষ আপীলকারী পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া তাঁহার ইং ১১-১২-৯৬ তারিখের ১৭২৯ নং স্মারক (প্রদঃ-৮) মূলে ৭ দফায় আপত্তি উত্থাপন করেন। রেসপনডেন্ট পক্ষ তাঁহার লিখিত জবাবে উল্লেখ করেন যে, আপীলকারীপক্ষ তাহার ইং ১১-১২-৯৬ তারিখের ১৭২৯ নং স্মারকে উত্থাপিত ৪, ৫ ও ৭ নং দফায় উল্লেখিত আপত্তিসমূহ সংশোধন করিয়া দেন নাই এবং তাই তিনি তাঁহার ইং ২৩-১-৯৭ তারিখের আরটিইউ/রাজ(পঃ/৯৭/১৫৬ নং স্মারক (প্রদঃ-৯)মূলে আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখান করেন। রেসপনডেন্ট পক্ষ তাঁহার ইং১১-১২-৯৬ তারিখের ১৭২৯ নং স্মারক (প্রদঃ-৮) এর ৪, ৫ ও ৭ দফায় যে সব আপত্তি উত্থাপন করেন তাহা নিম্নরূপ :

"৪। জয়পুরহাট জেলার পরিবহন সেক্টরে রেজিষ্ট্রিকৃত শ্রমিক সংগঠনের মাধ্যমে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্যগণ সদস্যভুক্ত আছে কিনা সে মর্মে প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে।

৫। সংবিধানের ১নং ও ৪নং ধারায় জয়পুরহাট জেলার অটোটেম্পু ও বেবীট্যাক্সি শ্রমিকদের দ্বারা অত্র প্রস্তাবিত ইউনিয়ন গঠন করা হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়। জয়পুরহাট জেলার অটোটেম্পু ও বেবীট্যাক্সির সর্বমোট শ্রমিক এর সংখ্যা সম্পর্কে বি, আর, টি এ কর্তৃক সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে।

৬। ***

৭। সভার নোটিশ বুক ও রেজুলেশন বুক দাখিল করিতে হইবে।"

আপীলকারীপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, কোন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের জন্য রেজিষ্ট্রেশন পাওয়ার জন্য শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬ ও ৭ ধারায় যে সমস্ত শর্তাবলীর উল্লেখ আছে আপীলকারীগণ সেই সকল শর্তাবলী যথাযথভাবে পূরণ করিয়া রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন করেন এবং রেসপনডেন্ট পক্ষে তাঁহার ইং ১১-১২-৯৬ তারিখের ১৭২৯ নং স্মারকে উত্থাপিত ৪, ৫, ৭ দফায় বর্ণিত আপত্তি উক্ত ধারার কোন শর্তাবলীর মধ্যে পড়ে না। তিনি আরও বলেন যে, তর্ক এড়াইবার জন্য তাঁহার মক্কেলের পক্ষে ঐ সমস্ত কাগজপত্র যথারীতি দাখিল করা হইয়াছে। প্রদঃ-১৪ হইল জয়পুরহাট ট্রাক শ্রমিক

ইউনিয়নের সভাপতি কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র যাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রস্তাবিত জয়পুরহাট জেলা অটোটেম্পু ও বেবী ট্যাক্সি চালক ও শ্রমিক ইউনিয়নের কোন সদস্য-তাহার বা অন্য কোন ইউনিয়নের সদস্য নহেন। প্রদঃ-১২ হইল নওগাঁ অঞ্চল, জয়পুর হাটের বি,আর,টি,এ এর মটরযান পরিদর্শকের প্রদত্ত সার্টিফিকেট। প্রদঃ-১২ হইতে প্রতীয়-মানহয় যে, জয়পুরহাট জেলার বি, আর, টি, এ কর্তৃক ইস্যুকৃত অটোটেম্পু ও বেবীট্যাক্সির জন্য ১০২টি ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে। আপীলকারীগণ উল্লেখ করেন যে, তাহাদের সভায় ৬৯জন চালক ও শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন। বি, আর, টি, এ নওগাঁ অঞ্চলের মটরযান পরিদর্শকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা লিপিবদ্ধ সংখ্যার চেয়ে বেশী। সুতরাং এই ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্যদের তাহাদের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। তাহা ছাড়া রেসপনডেন্ট পক্ষ এমন কোন অভিযোগ আনেন নাই যে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭(২) ধারায় বর্ণিত সংখ্যার চেয়ে কম। সুতরাং আপীলকারীপক্ষ তাহাদের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন পাওয়ার জন্য রেসপনডেন্ট পক্ষ যে, বি, আর,টি,এ এর সার্টিফিকেট এর অভাবে রেজিষ্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখান করিয়াছেন, আপীলকারীগণ অত্র আদালতে তাহা দাখিল করিয়া সেই আপত্তি মিটাইয়া গিয়াছেন। রেসপনডেন্ট পক্ষ কি জন্য প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সভার নোটিশ বুক ও রেজুলেশন বুক চাহিয়াছেন তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬ ও ৭ ধারার শর্তাবলীর মধ্যে সভার নোটিশ বই ও রেজুলেশন বই এর বিষয় উল্লেখ নাই। তবুও অত্র মামলার শুনানীকালে আপীলকারী পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের নোটিশ বই (প্রদঃ-১৫) ও রেজুলেশন বই (প্রদঃ-১৫(ক) দাখিল করিয়াছেন। উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সাক্ষ্যাদি ও লিখিত ব্যবস্থা বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, রেসপনডেন্ট পক্ষের উত্থাপিত সকল আপত্তি আপীলকারী পক্ষ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। অত্র মামলার শুনানীকালে রেসপনডেন্ট পক্ষের প্রতিনিধি উক্ত আপত্তিসমূহ ছাড়া আর কোন বিষয় উল্লেখ করেন নাই। উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, আপীলকারীগণ তাহাদের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন পাওয়ার বিধিবদ্ধ সকল শর্তাবলী পূরণ করিয়াছেন এবং তাই তাহারা তাহাদের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন পাইতে হকদার।

আলোচ্য বিষয়টি তাই আপীলকারীগণের পক্ষে নিষ্পত্তি হইল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও (আপীল) মামলা একমাত্র রেসপনডেন্টের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

রেসপনডেন্টের ইং ২৩-১-৯৭ তারিখের আদেশ রদও রহিত করা হইল এবং তাঁহাকে আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত 'জয়পুরহাট জেলা অটোটেম্পু ও বেবীটেক্সী চালক শ্রমিক ইউনিয়ন' এর রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করিতে ও সার্টিফিকেট ইস্যু করিতে বলা হইল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৬৮/৯৬

১। মোঃ নুরতাজ আলী, সদস্য (কার্ড নং ৭১)।

২। মোঃ গুলজার, সদস্য (কার্ড নং ১৪৭),

৩। মোঃ খুরসেদ, সদস্য (কার্ড নং ১/ক-২৯/৯৫),
সকলেই সদস্য, নবাবগঞ্জ জেলা ট্রাক ও মটর শ্রমিক ইউনিয়ন,
রেজিঃ নং রাজ-৪৭৪, মহানন্দা মটর ষ্ট্যাণ্ড, হুজরাপুর, থানা ও জেলা নবাবগঞ্জ—
দরখাস্তকারীগণ।

বনাম

১। মোঃ ফজলুল করিম, সভাপতি,
২। শ্রী পুষ্প নারায়ন বর্মন, সহ-সভাপতি,
৩। মোঃ আখতারুল আলম সহ-সভাপতি,
৪। মোঃ আবদুল খালেক, সাধারন সম্পাদক,
৫। মোঃ রুহুল আমীন, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক,
৬। মোঃ নওসাদ আলী, সহ-সাধারন সম্পাদক,
৭। মোঃ তৈমুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ,
৮। মোঃ শরিফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক,
৯। মোঃ আবদুল হান্নান, ক্রীড়া সম্পাদক,
১০। মোঃ কোরবান আলী, সড়ক সম্পাদক,
১১। মোঃ রেজাউল করিম, সড়ক সম্পাদক,
১২। মোঃ হানিফ, সড়ক সম্পাদক,
১৩। মোঃ খলিলুদ্দিন, দপ্তর সম্পাদক,
১৪। আঃ কাদের জিলানী, প্রচার সম্পাদক,
১৫। আবু বাক্কার, সদস্য,
১৬। মোঃ একরাম, সদস্য,
১৭। মোঃ আবেদ আলী, সদস্য,

সকলেই সদস্য ও কার্যকরী পরিষদ, নবাবগঞ্জ জেলা ট্রাক ও মটর শ্রমিক ইউনিয়ন,
রেজিঃ নং রাজ-৪৭৪, মহানন্দা মটর ষ্ট্যাণ্ড, হুজরাপুর, নবাবগঞ্জ—প্রতিপক্ষগণ।

প্রতিনিধিগণ : ১। জনাব কোরবান আলী, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবি।
২। জনাব মজমুস সাদাত, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং ১২, তারিখ ১-৬-৯৭

৩১-৫-৯৭ ইং তারিখে সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর মামলা তুলিয়া নিবার দরখাস্ত উপস্থাপন করা হইল। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলীর দরখাস্তে উল্লেখ করিয়াছেন যে দরখাস্তকারীগণ মামলা তুলিয়া নিবার প্রার্থনা করেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম দুলাল দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদী মোঃ খোরশেদের আদালতে হলফান্তে জবানবন্দি দেওয়া হয় পূর্বেই।

আবেদন, জবানবন্দী ও নালিশের দরখাস্ত এবং নথি দেখিলাম। বিবেচনা করিলাম। আবেদন মঞ্জুর হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে প্রার্থীগণকে অত্র আই, আর, ও, মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল।

অত্র আদেশ দ্বারা অত্র মামলা নিষ্পত্তি হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
১-৬-৯৭
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

---

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৪/৯৭

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।—প্রথম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারন সম্পাদক
নটাখোলাঘাট জাতীয়তাবাদী কুলি মজদুর ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ ১৩৯৮), নটাখোলাহাট,
পোঃ খানপুর বাজার, থানা বেড়া, জেলা পাবনা—দ্বিতীয় পক্ষ।

প্রতিনিধি : ১। জনাব এন, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, প্রথম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৫, তারিখ ২৭-৫-৯৭

অদ্য মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ অদ্যও অনুপস্থিত আছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব

আঃ সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষে মামলায় কোন জবানবন্দি দিবেন না বলিয়া মত ব্যক্ত করেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজাদী অন এডমিশান প্র-১, ২, ৩, ৩(ক), ৩(খ), ৩(গ), ৩(ঘ), ৩(ঙ), পর্যন্ত চিহ্নিত হইল। বাদী পক্ষের মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল। সদস্যগণের সহিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হইল।

ইহা একটি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

প্রথম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অফ ট্রেড ইউনিয়নস, রাজশাহীর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরন এই যে, দ্বিতীয় পক্ষ 'নটখোলাঘাট জাতীয়তাবাদী কুলি মজদুর ইউনিয়ন' ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মতে রেজিষ্ট্রেশনের প্রার্থনা করিলে ১ম পক্ষ তাহার রেজিষ্ট্রেশন (রেজি নং রাজ ১৩৯৮) প্রদান করেন। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২১ নং ধারা অনুযায়ী প্রতিবৎসর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের একটি হিসাব বিবরনী নির্ধারিত ফরমে পরবর্তী বৎসরের ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে রেজিষ্ট্রার অফ ট্রেড ইউনিয়নস বরাবর দাখিল করিবার বিধান রহিয়াছে। এবং ইহাতে ব্যর্থ হইলে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মতে ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নটির সদস্যগণ প্রকৃত শ্রমিক নহেন এবং মিথ্যা তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত হইয়াছেন মর্মে অভিযোগ প্রাপ্তির পর গত ১০-৪-৯৬ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/৩২৩ নং পত্রের মাধ্যমে ইউনিয়নের সদস্যগণ নির্দিষ্ট স্থানে কাজ করেন মর্মে থানা কর্তৃপক্ষ, বি, আই, ডাব্লিউ, এ কর্তৃপক্ষ অথবা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ হইতে প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করিতে বলা হয়। উহার প্রেক্ষিতে ইউনিয়নের পক্ষ হইতে ইং ১৯-৫-৯৬ তারিখের এক পত্রে দুই মাসের সময়ের প্রার্থনা করা হয়। কিন্তু তাহার পরও কোন পদক্ষেপ লওয়া হয় নাই। বিষয়টি ইং ১-৬-৯৬ তারিখে সরেজমিনে তদন্ত করা হয় এবং তদন্তকালে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও কতিপয় গন্যমান্য ব্যক্তির সহিত আলোচনা ও লিখিত মতামত গ্রহণ করা হয়। তাহারা সকলেই দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণ ভুয়া এবং ঐ স্থানে কাজ করেন না বলিয়া জানান। দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নটি সময়মত বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ও মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করিয়া রেজিষ্ট্রেশন লাভ করায় তাহার রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া প্রথম পক্ষ অত্র মামলা করেন।

দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নটির পক্ষে সভাপতি/সাধারন সম্পাদক অত্র মামলায় হাজির হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করায় অত্র মামলা একতরফা বিচারের জন্য লওয়া হয়।

অত্র মামলার শুনানীকালে ১ম পক্ষের প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন এবং কিছু কাগজপত্র দাখলি করেন যাহা প্রদর্শন ১, ২, ৩, ৩(ক), ৩(খ), ৩(গ), ৩(ঘ) ও ৩(ঙ) হিসাবে চিহ্নিত হয়।

প্রথম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নটি একটি ভুয়া সংগঠন, তাহার সদস্যগণের কেহ শ্রমিক নহে, তাহারা মিথ্যা ও ভুয়া তথ্য সরবরাহ করিয়া তাহাদের ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন লইয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, তাহারা কোন বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

প্রদর্শন ১ হইল প্রথম পত্রের ইং ১০-৪-৯৬ তারিখের আরটিইউ/রাজ/৩২৩ নং স্মারক। উক্ত স্মারক হইতে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় পক্ষ ভুয়া তথ্যের ভিত্তিতে তাহাদের রেজিষ্ট্রেশন

হাসিল করেন মর্মে অভিযোগ আনিয়া স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ থানা কর্তৃপক্ষ অথবা আই, ডাব্লিউ, টি, এ কর্তৃপক্ষের সনদপত্র দাখিলের জন্য প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেন। প্রদর্শন ২ হইতে প্রতীয়মান হয়, দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক জনাব আনোয়ার হোসেন ইং ১৯-৫-৯৬ তারিখে দুই মাস সময়ের আবেদন করেন। প্রদর্শন-৩ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নটির কর্মকর্তাগন দুই মাস সময় চাহিয়া আবেদন করিলেও, তাহারা পরে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এস, এম, সাইফুদ্দিদ আহম্মদ সহকারী পরিচালক, শ্রম পরিদপ্তর, রাজশাহী বিষয়টি ইং ১-৬-৯৬ তারিখে তদন্ত করেন এবং তদন্তে জানিতে পারেন, দ্বিতীয় পক্ষের ইউনিয়নের (রেজিঃ নং রাজ-১৩৯৮) কোন সদস্য নটাখোলা ঘাটে কাজ করেন নাই এবং তাই তিনি ইউনিয়নটি ভুয়া তথ্যের ভিত্তিতে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত মর্মে সিদ্ধান্ত দেন এবং তাহার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন। প্রদর্শন-৩(ক) হইল স্থানীয় রূপপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের ইং ১-৬-৯৬ তারিখের প্রথম পক্ষের নিকট দেওয়া আবেদন। প্রদর্শন ৩(খ) হইল নটাখোলা গ্রামের প্রধান জনাব আফসার উদ্দিন ফকিরের ইং ১-৬-৯৬ তারিখের জবানবন্দী। প্রদর্শন-৩(গ) হইল মোঃ হোসেন আলী, ঠিকাদার, বি, আই, ডাব্লিউ, টি, এ, নগরবাজার, নটাখোলা, ১৩৫/১৫ টাকার ইং ২০-৫-৯৬ তারিখের সার্টিফিকেট এবং প্রদর্শন ৩(ঘ) ও ৩(ঙ) হইল যথাক্রমে জনাব এম, এ, মাহমুদ, গ্রাম প্রধান, খোপশিলেজা গ্রাম ও মোঃ জামাল উদ্দিন, বি, এসসি, সহকারী শিল্প খানপুরা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, বেড়া, পাবনার ইং ১-৬-৯৬ তারিখের জবানবন্দী। প্রদর্শন ৩(ক)-৩(ঙ) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় পক্ষের ইউনিয়নের কোন সদস্য কুলি/শ্রমিক নহে এবং তাহারা নটাখোলা ঘাটে কোন কুলি শ্রমিকের কাজ করেন না এবং তাহা একটি ভুয়া সংগঠন। প্রথম পক্ষের বক্তব্য এবং সাক্ষ্যাদি অস্বীকার করিয়া দ্বিতীয় পক্ষ বক্তব্য রাখিবার জন্য আদালতে আসেন নাই তাই প্রথম পক্ষের বক্তব্য ও সাক্ষ্যাদি অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই।

দ্বিতীয় পক্ষ রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর হইতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহাদের ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ন প্রথম পক্ষের নিকট জমা দিয়াছেন বা দিতেছেন সেই মর্মেই দ্বিতীয় পক্ষ কোন সাক্ষ্য দিতে আসেন নাই। তাই, প্রথম পক্ষের প্রতিনিধির বক্তব্য অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে দ্বিতীয় পক্ষ ভ্রমপূর্ন তথ্যের বর্ণনার মাধ্যমে রেজিষ্ট্রেশন লইয়াছেন এবং তাহারা তাহাদের বার্ষিক রিটার্ন নির্ধারিত সময় দাখিল করেন নাই। সুতরাং, প্রথম পক্ষের মামলা প্রমানিত হইয়াছে।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে অত্র আই, আর, ও মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।
প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষের 'নটাখোলা ঘাট জাতীয়তাবাদী কুলি মজদুর ইউনিয়নের' রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ১৩৯৮) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ: ১। জনাব খন্দকার আবুল হোসেন, মালিক পক্ষ।

২। জনাব আবদুস সাত্তার তারা, শ্রমিক পক্ষ।

বুধবার, ১৬ই এপ্রিল '৯৭

আই, আর, ও, মামলা নং-৩৬/৯৪

মোজাম্মেল হক খান, ভাণ্ডার রক্ষক,
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সেচ), বি, এ, ডি, সি,
রাজশাহী বিভাগ, বগুড়া—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সেচ), বি, এ, ডি, সি, রাজশাহী বিভাগ, বগুড়া।

২। সহকারী প্রকৌশলী, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, নওগাঁ জোন, নওগাঁ

—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি: ১। জনাব আনিসুর রহমান, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবি।

২। জনাব মজিবুর রহমান খান, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

রায়

ইহা একটি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মামলা।

প্রার্থী মোজাম্মেল হক খান, ভাণ্ডার রক্ষক, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সেচ), বি, এ,ডি,সি, বগুড়া এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, প্রার্থী বি, এ, ডি, সি, সেচ, নওগাঁ ইউনিটের ভাণ্ডার রক্ষক থাকাকালে নওগাঁ অয়েল ফুয়েল জোনাল ষ্টোরের দায়িত্ব ইং ২২-১-৯১ তারিখে গ্রহণ করেন। জ্বালানী তেল সংরক্ষনের জন্য নওগাঁ অয়েল ফুয়েল জোনাল ষ্টোরে ৫০ হাজার গ্যালন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ষ্টোর ট্যাঙ্ক আছে। ঐ ট্যাঙ্কে তেল পরিমাপের জন্য একটি ক্যালিব্রেশন চার্ট থাকে। কিন্তু প্রার্থীর দায়িত্ব বুঝিয়া লইবার সময় ঐ ট্যাঙ্কে কোন ক্যালিব্রেশন চার্ট ছিল না। প্রার্থী তাহার অফিসের পূর্ববর্তীর নিকট হইতে ষ্টোর ট্যাঙ্কে ১২'-৪"-৩ স্তুত পরিমাণ জ্বালানী তেল বুঝাইয়া লন। অনুমানের ভিত্তিতে পূর্বের জের বুক ব্যালান্স ১,১৬,২১০ লিটার জ্বালানী তেল খাতায় লিপিবদ্ধ আছে যাহা বুক ব্যালান্সে লিটার মাপের পরিমাণ প্রকৃত পরিমাপের সমান নহে। বর্তমানে ট্যাংক লরীর পরিমাপের পদ্ধতিতে জ্বালানী তেলের পরিমাণ নির্ধারণ করা হইতেছে। একটি ট্যাঙ্ক লরীর ধারণ ক্ষমতা ৯ হাজার লিটার এবং কথিত ষ্টোর ট্যাঙ্কে তাহা রাখা হইলে ষ্টোর ট্যাঙ্কের ১ ফুট পরিমাণ ভর্তি হয়। সেই মতে উক্ত ষ্টোর ট্যাঙ্কে ১,১১,৩৭৫ লিটার তেল ছিল এবং প্রার্থী ৯০৩ লিটার লুজ জ্বালানী তেল গ্রহণ করেন। সেই মতে

প্রার্থী মোট ১,১২,২৭৮ লিটার জ্বালানী তেল গ্রহণ করেন। প্রার্থী বিভিন্ন জনের নিকট ১,০৪,৬২৯ লিটার জ্বালানী তেল বিক্রয় ও বিভাগীয় কাজের জন্য বিতরণ করিয়াছেন। প্রার্থী ইং ২৪-১১-৯৩ তারিখে ২নং প্রতিপক্ষের নিকট ষ্টোরের দায়িত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রার্থী ষ্টোরের দায়িত্ব পালনকালে ইং ২০-১-৯৩ তারিখে সোনালী করমর্দন সুবিধার আওতায় ইং ৩১-৩-৯৩ তারিখ হইতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহনের আবেদন করেন। উক্ত আবেদন বিবেচনাধীন থাকাকালে ১নং প্রতিপক্ষ ২নং প্রতিপক্ষের ইং ৩-২-৯৩ তারিখের ৪৩৩ এবং ইং ১৪-২-৯৩ তারিখের ৪৪৪ নং স্মারকের বরাতে গত ইং ১৮-২-৯৩ তারিখের ১৫৩ নং স্মারকমূলে ১৬,৮৩১ লিটার ডিজেল ঘাটতির মূল্য আদায়সহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রার্থীর নিকট কৈফিয়ত তলব করেন। প্রার্থী যথাসময়ে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করিয়া জবাব দাখিল করেন। প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের আলোকে কোন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত না করিয়া, তথাকথিত তদন্তকালে প্রার্থীকে আত্ম-পক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া, কোন সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ না করিয়া এবং সাক্ষীদের জেরা করিবার সুযোগ না দিয়া তদন্তকারী কর্মকর্তা একটি মনগড়া, একতরফা, বেআইনী তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। ১নং প্রতিপক্ষ উক্ত বেআইনী তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থীর নিকট তথাকথিত ঘাটতি বাবদ ৯,৪২১ লিটার ডিজেলের মূল্য বাবদ ১,২৫,৭৭০/৬৫ টাকা আদায়ের জন্য গত ইং ২৩-৩-৯৩ তারিখের ২৬০(৫) নং স্মারকমূলে আদেশ প্রদান করেন। উক্ত আদেশে আরও উল্লেখ করা হয় যে, উক্ত টাকা পরিশোধ না করিলে প্রার্থীর স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহনের আবেদন বিবেচনা করা হইবে না এবং আরোপিত শাস্তি চাকুরী বহিতে লাল কালির দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হইবে। ১নং প্রতিপক্ষের উক্ত আদেশের অসম্মতিতে প্রার্থী ইং ৪-৪-৯৩ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী, বি, এ, ডি, সি, বরাবর আপীল করেন। উক্ত আপীল ইং ৯-৫-৯৪ তারিখে নামঞ্জুর হয়। প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনীত ডিজেল ঘাটতির অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন এবং তাহার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বেআইনী এবং অবৈধ। প্রার্থী পূর্বে কথিত ১২'-৪"-৩ সুত পরিমাণ ডিজেল ষ্টোর ট্যাঙ্কে এবং লুজ ৯০৩ লিটার বুঝিয়া পাইয়া তাহার মধ্যে ১,০৪,৬২৯ লিটার বিতরণ করিয়াছেন। প্রকৃত পরিমাণে ঐ ট্যাঙ্কের ১,১১,৩৭৫ লিটার ও লুজ ৯০৩ লিটার মোট ১,১২,২৭৮ লিটার ডিজেল গ্রহণ করিয়া ১,০৪,৬২৯ লিটার বিতরণ করায় উক্ত ষ্টোর ট্যাঙ্কে ৭৬৪৯ লিটার থাকার কথা। কিন্তু উক্ত ৫০ হাজার গ্যালন ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট ষ্টোর ট্যাঙ্কে ৯০০ গ্যালন ডেড ষ্টক ধরা হয়। উক্ত ডেড ষ্টক অর্থাৎ ডিজেলের তলানী কাদাপানি যাহা স্কেল মাপে ধরা হয় না। ৯০০ গ্যালন হিসাবে কথিত ষ্টোর ট্যাঙ্কে ৪০৯৫ লিটার ডেড ষ্টক আছে এবং তাই উক্ত ষ্টোর ট্যাঙ্কে ডেড ষ্টক বাদে ৩৫৫৪ লিটার ডিজেল অবশিষ্ট থাকিলে উক্ত পরিমাণ অবশিষ্ট ছিল না, কারণ বিভিন্ন জন, বিভাগীয় ব্যবহার ও ২নং প্রতিপক্ষ ষ্টোর ট্যাঙ্কের মাপে ডিজেল না লইয়া ব্যারেল মাপে গ্রহণ করিয়াছেন। সকল ব্যারেলের পরিমাণ ও সাইজ অভিন্ন না হওয়ায় ব্যারেল দিয়া সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ব্যারেলগুলি ২১০ হইতে ২৩২ লিটার পর্যন্ত ডিজেল ধারণ করে। এই সকল কারণে প্রার্থীর উপর ষ্টোর ট্যাঙ্কে কোন ঘাটতি হয় নাই। ১নং প্রতিপক্ষ অযৌক্তিকভাবে ঘাটতির দায়-দায়িত্ব প্রার্থীর উপর চাপাইয়া দিয়াছেন। তাই প্রার্থী প্রতিপক্ষের ইং ২৩-৩-৯৩ তারিখের ২৬০(৫) নং স্মারকমূলে ১,২৫,৭৭০·৭৫ টাকা আদায়ের আদেশ বাতিল ও রদ-রহিত করিবার প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

প্রতিপক্ষগণ অত্র মামলায় হাজির হইয়া প্রার্থীর মামলা অস্বীকার করিয়া যৌথভাবে একখানি লিখিত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাহারা আরও বলেন যে, অত্রাকার অত্র মামলা রক্ষণীয় নয় এবং অত্র মামলা শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় বারিত।

প্রতিপক্ষগণের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, সহকারী প্রকৌশলী, বি, এম, ডি, এ, নওগাঁর ইং ৩-২-৯৩ তারিখের ৪৩৩ নং স্মারক মোতাবেক ইস্যুকৃত শেষ বেতনের প্রত্যায়ন পত্র পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় প্রার্থী নওগাঁ জোনের ষ্টোরের দায়িত্বে থাকাকালীন ১৬,৮৩১ লিটার ডিজেল ঘাটতি করেন। তাই প্রার্থীর বিরুদ্ধে ঘাটতি ও আত্মসাৎ করার অভিযোগে বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং ইং ১৮-২-৯৩ তারিখের ১৫৩ নং স্মারকমূলে প্রার্থীর উপর অভিযোগ পত্র জারী করিয়া তাহাকে কারণ দর্শাইবার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্তকালে প্রার্থীকে সর্ব প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়, তাহার শাকাতে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা হয় এবং সাক্ষীদেরকে জেরা করিবার জন্য প্রার্থীকে সুযোগ দেওয়া হয়। এই তদন্তের পর দেখা যায় প্রার্থী ৯৪২১ লিটার ডিজেল যাহার মূল্য ১,২৫,৭৭০ টাকা ঘাটতি করিয়াছেন এবং ঐ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং উক্ত টাকা ইং ২৩-৩-৯৩ তারিখের ২৬০(৫) নং স্মারকমূলে এককালীন জমা দেওয়ার জন্য প্রার্থীকে নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রার্থীর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাহার বেতন বিল হইতে প্রতি মাসে ৭৫০ টাকা কর্তন করার আদেশ দেওয়া হয়। প্রার্থী উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে প্রধান প্রকৌশলী, বি, এ, ডি, সি, ঢাকা বরাবর আপীল করেন এবং তাহা খারিজ হইয়া যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রার্থী স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের আবেদন করিলে কর্তন আদেশ স্থগিত রাখা হইয়াছে এবং স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের আবেদন গৃহীত হইলে উক্ত অর্থ তাহার পাওনার সহিত সমন্বয় করা হইবে। বি, এ, ডি, সি, প্রবিধানমালা অনুসারে তাহার বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ঘাটতিকৃত ডিজেলের মূল্য বাবদ ১,২৫,৭৭০ টাকা আদায়ের আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। প্রার্থী মিথ্যা অভিযোগে অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন। তাই তিনি কোন প্রতিকার পাইবেন না এবং অত্র মামলা খরচাসহ খারিজ হইবে।

আলোচ্য বিষয়

প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক ১নং প্রতিপক্ষের ইং ২৩-৩-৯৩ তারিখের ২৬০(৫) নং স্মারকমূলে প্রদত্ত প্রার্থীর নিকট হইতে ৯৪২১ লিটার ডিজেল ঘাটতি বাবদ ১,২৫,৭৭'৩৫ টাকা আদায়ের আদেশ বাতিল, রদ ও রহিত এর আদেশ পাইতে হকদার কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

অত্র মামলার শুনানীকালে প্রার্থী মোজাম্মেল হক খান ১নং সাক্ষী হিসাবে নিজেকে পরীক্ষা করেন এবং তিনি কিছু কাগজপত্র দাখিল করেন যাহা স্বীকৃত মতে প্রদর্শন ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ হিসাবে চিহ্নিত হয় এবং সাক্ষ্যে ব্যবহার করা হয়। অপর দিকে, প্রতিপক্ষগণ কোন সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই। তাহাদের পক্ষে কিছু কাগজপত্র দাখিল হয় যাহা স্বীকৃত মতে প্রদর্শন-ক, খ, গ, ও ঘ হিসাবে চিহ্নিত হয় এবং সাক্ষ্যে ব্যবহার করা হয়।

ইহা অস্বীকৃত নয় যে, প্রার্থী মোজাম্মেল হক খান বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বি, এ, ডি, সি), সেচ, নওগাঁ ইউনিটের ভাণ্ডার রক্ষক ছিলেন এবং তিনি নওগাঁ অয়েল ফুয়েল জোনাল ষ্টোরের অতিরিক্ত দায়িত্ব ইং ২২-১-১৯৯১ তারিখে গ্রহণ করেন। ইহাও অস্বীকৃত নয় যে, নওগাঁ অয়েল ফুয়েল জোনাল ষ্টোরে ৫০ হাজার গ্যালন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ষ্টোর ট্যাংক আছে। প্রার্থীর মামলার বিবরণ এই যে, উক্ত ষ্টোর ট্যাংকে জ্বালানী তেলের সঠিক পরিমাপের জন্য কোন ক্যালিব্রেশন চার্ট না থাকায় প্রার্থী উক্ত ষ্টোর ট্যাংকে ১২'-৪"-৩ মৃত পরিমাণ জ্বালানী তেল তাহার পূর্ববর্তী ভাণ্ডার রক্ষকের নিকট হইতে বুঝিয়া লন যাহা অনুমানের ভিত্তিতে বুক ব্যালান্স ১,১৬,২১০ লিটার জ্বালানী তেল খাতায় লিপিবদ্ধ থাকে

একটি ট্যাংক লরীর ধারণ ক্ষমতা ৯০০০ লিটার এবং এক ট্যাংক লরী কথিত ষ্টোর ট্যাংকে রাখিলে ১' ফুট পরিমাণ ভর্তি হয় এবং সেই হিসাবে ১২'-৪"-৩ স্তুত পরিমাণ জালানী তেল উক্ত ট্যাংক লরীতে থাকায় প্রতিয়মান হয় ১,১১,৩৭৫ লিটার জালানী তেল ছিল এবং প্রার্থী মূজ ৯০০ লিটার জালানী তেল গ্রহণ করেন। তাই তিনি ১,১২,২৭৮ লিটার জালানী তেল গ্রহণ করেন। তাহার কর্মকালে বিভিন্ন তারিখ ও সময়ে বরেন্দ্র প্রকল্প সহ বিভিন্ন জনের নিকট বিক্রয় ও বিভাগীয় ব্যবহার কাজে মোট ১,০৪,৬২৯ লিটার জালানী তেল বিতরণ করিয়াছেন। প্রার্থী ইং ২৪-১১-৯৩ তারিখে ২নং প্রতিপক্ষের নিকট তাহার দায়িত্বভার অর্পণ করেন। প্রার্থী ইং ২০-১-৯৩ তারিখে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহনের আবেদন করেন। ১নং প্রতিপক্ষ ২ নং প্রতিপক্ষের ইং ৩-২-৯৩ তারিখের ৪৩৩ ও ইং ১৪-২-৯৩ তারিখের ৪৪৪ নং স্মারকের বরাতে তাহার ইং ১৮-২-৯৩ তারিখের ১৫৩ নং স্মারকমূলে ১৬,৮৩১ লিটার ডিজেল ঘাটতির মূল্য আদায় সহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রার্থীর নিকট কৈফিয়ত তলব করেন। প্রার্থী অভিযোগ খণ্ডন করিয়া জবাব দাখিল করেন। প্রার্থীর বিরুদ্ধে আইনানুগ কোন তদন্ত না করিয়া এবং কোন সাক্ষ্যাদি ব্যতিত মনগড়া, একতরফা ও বেআইনী প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১ নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীর নিকট হইতে তথাকথিত ঘাটতি বাবত ৯৪২১ লিটার ডিজেলের মূল্য ১,২৫,৭৭০·৩৫ টাকা আদায়ের জন্য ইং ২৩-৩-৯৩ তারিখের ২৬০(৫) নং স্মারকমূলে আদেশ প্রদান করেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে প্রার্থী বি, এ, ডি, সি, এর প্রধান প্রকৌশলী বরাবর ইং ৪-৪-৯৩ তারিখে আপীল করেন যাহা ৯-৫-৯৪ তারিখে নামন্জুর হয়। প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং তাহার নিকট হইতে ৯৪২১ লিটার ডিজেলের মূল্য বাবদ ১,২৫,৭৭০·৩৫ টাকা আদায়ের ১ নং প্রতিপক্ষের ২৩-৩-৯৩ তারিখের ২৬০(৫) নং স্মারকমূলে প্রদত্ত আদেশ বেআইনী। প্রতিপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, সহকারী প্রকৌশলী, বি, এম, ডি, এ, নওগাঁর ইং ৩-২-৯৩ তারিখের ৪৩৩ নং স্মারকমূলে ইস্যুকৃত প্রার্থীর শেষ বেতনের প্রত্যায়ন পত্র পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় তিনি ১৬,৮৩১ লিটার ডিজেল ঘাটতি করেন। প্রার্থীর বিরুদ্ধে ডিজেল ঘাটতি এবং তাহা আত্মসাতে অভিযোগ আনিয়া বিভাগীয় মামলা রুজ করা হয় এবং কারন দর্শাইবার নোটিস দেওয়া হয়। প্রার্থীর বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন-পূর্বক আইনের বিধান মানিয়া তাহার বিরুদ্ধে তদন্ত করা হয় এবং প্রার্থীর বিরুদ্ধে ৯৪২১ লিটার ডিজেল ঘাটতির অভিযোগ প্রমাণিত হয় এবং উক্ত ডিজেল এর মূল্য বাবদ ১,২৫,৭৭০·৩৫ টাকা আদায়ের জন্য ১ নং প্রতিপক্ষ ২৩-৩-৯৩ ইং তারিখে তর্কিত ২৬০(৫) নং আদেশ জারী করেন। প্রার্থীর প্রার্থনা মতে তাহার বেতন হইতে মাসিক ৭৫০ টাকা কাটিয়া লওয়া হয়। প্রার্থী তাহার বিরুদ্ধে ইস্যুকৃত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করেন এবং তাহা খারিজ হইয়া যায়। প্রার্থী তাহার স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহনের আবেদন করিলে তাহার বেতন হইতে মাসিক ৭৫০/=টাকা করিয়া কর্তন আদেশ স্থগিত রাখা হয় এবং তাহার স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহনের আবেদন গৃহীত হইলে তাহার প্রাপ্য অর্থ হইতে উক্ত টাকা কাটিয়া লওয়া হইবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। প্রার্থীর মামলা মিথ্যা এবং তাই তিনি কোন প্রতিকার পাইবেন না।

উপরের আলোচনা হইতে ইহা প্রতিয়মান হয় যে, ১ নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীর বিরুদ্ধে ৯৪২১ লিটার ডিজেলের মূল্য বাবদ ১,২৫,৭৭০·৩৫ টাকা আদায়ের আদেশ জারী করেন। প্রার্থী মোঃ মোজাম্মল হক খান তাহার জবানবন্দীতে স্বীকার করেন যে, তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সকল অভিযোগ অস্বীকার করিয়া জবাব দাখিল করেন এবং তাহার পর একটি তদন্ত হয়। তিনি আরও বলেন যে, তাহার সাক্ষাতে কোন তদন্ত করা হয় নাই, কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নাই, তিনি সাক্ষীদের জেরা করিবার সুযোগ পান নাই এবং তাহার সম্মুক্ষে কোন কাগজপত্র সাক্ষ্যে গ্রহণ করা হয় নাই। অপর পক্ষে প্রতি-পক্ষের বক্তব্য এই যে, প্রার্থীর সম্মুক্ষে তদন্ত কার্য পরিচালিত হইয়াছে এবং তদন্তে প্রতীয়মান

হইয়াছে যে, প্রার্থী ৯৪২১ লিটার ডিজেল ঘাটতি করেন এবং উক্ত ডিজেলের অর্থ আত্মসাৎ করেন। প্রতিপক্ষের উপরের বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষী পরীক্ষা করা হয় নাই। প্রতিপক্ষে তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদঃ-ক) দাখিল করেন। উক্ত প্রতিবেদন (প্রদঃ-ক) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রার্থীর বিরুদ্ধে তাহার সম্মুখে তদন্ত কার্য পরিচালনা করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদঃ-ক) হইতে আরও প্রতীয়মান হয় তিনি সাক্ষ্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং প্রার্থী মোজাম্মেল হক খানের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন। উক্ত প্রতিবেদন (প্রদঃ-ক) হইতে আরও প্রতিয়মান হয় তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রার্থী মোঃ মোজাম্মেল হক খানের লিপিবদ্ধ জবানবন্দী (৩ পাতা) সহ অন্যান্য কাগজপত্র ১ নং প্রতিপক্ষের নিকট জমা দেন। প্রার্থী তদন্ত কর্মকর্তার নিকট তদন্তকালে জবানবন্দী প্রদান করেন নাই মর্মে কোন বক্তব্য রাখেন নাই। তাহাছাড়া প্রার্থী ১ নং সাক্ষী হিসাবে তাহার জবানবন্দী কালে স্বীকার করেন যে, তদন্তকালে তাহাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হইয়াছিল। তখন তিনি তাহার জবাব দিয়াছিলেন এবং তাহার জবাব লেখা হয় এবং তিনি সেই লিখিত জবাবের পর দস্তখত করিয়াছিলেন। সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, তদন্ত কর্মকর্তা প্রার্থীর বিরুদ্ধে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্তকালে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি প্রার্থী (১ নং সাক্ষী) তাহার জবানবন্দীতে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগনামার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করিয়া জবাব দাখিলের পর একটি তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়। উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের জন্য একটি তদন্ত সংগঠিত হইয়াছিল।

অত্র মামলার প্রার্থীর বিরুদ্ধে তাহার নওগাঁ বি, এ, ডি, সি, ষ্টোরের রক্ষক থাকাকালীন সময়ে ডিজেল ঘাটতির অভিযোগ আনা হয়। প্রার্থী তাহার আবেদন পত্রে উল্লেখ করেন যে, তাহাকে সঠিকভাবে ডিজেল বুঝাইয়া দেওয়া হয় নাই এবং তাহার কর্মকালে তিনি যত পরিমাণ ডিজেল বিতরণ করিয়াছেন তাহা বাদ দিয়া তাহার কোন ঘাটতি ছিল না। অপর পক্ষে অভিযোগ করা হয় যে, প্রার্থী তাহার কর্মকালে ১৬,৮৩১ লিটার ডিজেল ঘাটতি করেন এবং তাহার পরবর্তী ২ নং প্রতিপক্ষের ইস্যুকৃত প্রার্থীর শেষ বেতনের প্রত্যায়ন পত্র পর্যালোচনা করিয়া উক্ত ঘাটতির বিষয় জানাইয়া তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। প্রতিপক্ষের দাখিলী নওগাঁ সেচ জোনাল ষ্টোরের ঘাটতি মালামালের তালিকা (প্রদঃ-গ) হইতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রার্থী যখন তাহার দায়িত্ব ২ নং প্রতিপক্ষের নিকট অর্পণ করেন তখন ১৬,৮৩১ লিটার ডিজেল ঘাটতি ছিল এবং উক্ত তালিকা (প্রদঃ-গ) প্রার্থীর দস্তখত আছে। ইহাতে প্রতিয়মান হয় প্রার্থী তাহার দায়িত্ব হস্তান্তরকালে ডিজেল ঘাটতির বিষয়টি স্বীকার করিয়া ডিজেল ঘাটতির বিবরণী (প্রদঃ-গ) তে দস্তখত করিয়াছিলেন। অত্র মামলার শুনানীকালে প্রতিপক্ষের দাখিলী ডিজেল ঘাটতির বিবরণী (প্রদঃ-গ) সম্পর্কে প্রার্থী পক্ষে কিছু বলা হয় নাই। প্রদর্শন-১ হইল প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় অভিযোগনামা। উক্ত অভিযোগনামা (প্রদঃ-১) হইতে প্রতিয়মান হয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে ১৬,৮৩১ লিটার ডিজেল ঘাটতির অভিযোগ আনা হয়। প্রার্থী তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগনামার জবাব (প্রদঃ-২) এ তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেন। প্রদর্শন-ক হইতে প্রতীয়মান হয় তদন্ত কর্মকর্তা বিষয়টি পর্যালোচনা করিয়া এবং সকল সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া ৯৪২১ লিটার ডিজেল ঘাটতির জন্য প্রার্থীকে দায়ী করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা আরো উল্লেখ করেন যে, প্রার্থী মোজাম্মেল হক খান উক্ত ঘাটতির স্বপক্ষে যে বিষয়াদি উল্লেখ করেন এবং যে সমস্ত বক্তব্য উথাপণ করেন তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনীত ডিজেল ঘাটতির বিষয়টি কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে তদন্ত করিয়াছেন এবং তদন্তের পূর্বে প্রার্থীকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার উপস্থিতিতে শুনানী অন্তে তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন এবং উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে তাহার বিরুদ্ধে ডিজেল ঘাটতির মূল্য আদায়ের জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

প্রদর্শন-৩ হইল ১ নং প্রতিপক্ষের ইং ২৩-৩-৯৩ তারিখের অফিস আদেশ। প্রদ:৩ হইতে প্রতীয়মান হয় ১ নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে উক্ত আদেশ প্রাপ্তির ৭(সাত) দিনের মধ্যে ৯৪২১ লিটার ডিজেলের মূল্য বাবদ ১,২৫,৭৭০·৩৫ টাকা জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। স্বীকৃত মতে প্রার্থী ১ নং প্রতিপক্ষের ইং ২৩-৩-৯৩ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে প্রধান প্রকৌশলী বরাবর ইং ৪-৪-৯৩ তারিখে একটি আপীল দায়ের করেন। প্রার্থী তাহার ইং ১৮-৯-৯৪ তারিখে দাখিলী আরজী সংশোধনের আবেদন পত্রে উল্লেখ করেন যে, তাহার ৪-৪-৯৩ তারিখ আপীল নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্বেই ১নং প্রতিপক্ষ ইং ৭-১২-৯৩ তারিখে তথাকথিত বকেয়া বাবদ প্রতিমাসে তাহার বেতন হইতে ১,৫০০/-টাকা করিয়া কাটিয়া লওয়ার এক বেআইনী আদেশ প্রদান করেন। উক্ত আদেশ স্থগিত রাখিবার জন্য ইং ১৫-১২-৯৩ তারিখে ১ নং প্রতিপক্ষ বরাবর প্রার্থী আবেদন করেন এবং ২৮-১২-৯৩ তারিখের আদেশ-মূলে ১৯৯৪ সনের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয় এবং উক্ত বেআইনী আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের বেতন হইতে ১,৫০০/-টাকা কাটিয়া লওয়া হয়। প্রার্থী উক্ত আদেশের সংশোধন করিবার জন্য ১৫-২-৯৪ তারিখে আবেদন করিলে ১ নং প্রতিপক্ষ ২-৩-৯৪ তারিখের আদেশমূলে উক্ত কর্তন আদেশ সংশোধন না করিয়া পুনরায় প্রতিমাসে ৭৫০/- টাকা করিয়া কাটিয়া লওয়ার জন্য আদেশ প্রদান করেন এবং সেইভাবে প্রতিমাসে ৭৫০/-টাকা করিয়া কাটিয়া লওয়া হইতেছে। প্রার্থীর উপরে বর্ণিত বিষয়াদি হইতে প্রতিয়মান হয় যে, ১ নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনীত ডিজেল ঘাটতির অভিযোগের বিষয়টি তদন্তের পর ৯৪২১ লিটার ঘাটতিকৃত ডিজেলের মূল্য বাবদ প্রার্থীর নিকট হইতে প্রাপ্য ১,২৫,৭৭০·৩৫ টাকা আদায়ের জন্য তাহার মাসিক বেতন হইতে প্রথমে ১,৫০০/-টাকা এবং পরবর্তীতে প্রার্থীর আবেদনক্রমে মাসিক ৭৫০/-টাকা করিয়া আদায় করিতে ছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রার্থী তাহার মাসিক বেতন হইতে প্রথমে ১,৫০০/-টাকা এবং পরবর্তী-কালে ৭৫০/-টাকা করিয়া কর্তনকে অবৈধ বলিয়া দাবা করিয়াছেন। অত্র মামলার শুনানী-কালে প্রতিপক্ষ প্রার্থীর ইং ২৬-৭-৯৩ তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী (সেচ), বি, এ, ডি, সি বগুড়া রিজিয়ন-১, বগুড়া বরাবর দাখিলী একটি আবেদন পত্র দাখিল করেন। যাহা প্রদ:-ঘ হিসাব চিহ্নিত হয়। প্রার্থী তাহার আবেদন পত্রে (প্রদ:-ঘ) উল্লেখ করেন যে, তাহার বেতন হইতে মাসিক ৭৫০/-টাকা কিস্তি হিসাবে কর্তন করা হইতেছে এবং তিনি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহনের প্রার্থনা করিয়াছেন যাহা কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। তিনি উক্ত আবেদন পত্রে (প্রদ:-ঘ) আরও উল্লেখ করেন যে, তাহার নিকট হইতে সংস্থার (বি, এ, ডি, সির) যে সমস্ত টাকা পাওনা হইয়াছে তাহা তাহার স্বেচ্ছায় অবসরের পাওনা টাকা হইতে কর্তন করিবার প্রার্থনা করেন। প্রার্থীর অত্র আবেদন হইতে প্রতীয়মান হয় তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, বি, এ, ডি, সি, কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে তদন্ত অনুষ্ঠানের পর তাহার কর্মকালের ডিজেল ঘাটতির অর্থ বি, এ, ডি, সি, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায়ের সিদ্ধান্ত সঠিক এবং প্রার্থী উক্ত অর্থ তাহার স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহনের পর তাহার প্রাপ্য অর্থ হইতে উক্ত টাকা প্রদান করিতে ইচ্ছুক। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় প্রার্থী নিজের বিবেচনায় বুঝিয়াছেন যে, বি, এ, ডি, সি, কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে তাহার কৃত ডিজেল ঘাটতির জন্য তাহার নিকট হইতে অর্থ আদায়ের আদেশ সমীচীন এবং যুক্তিযুক্ত।

প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, বি, এ, ডি, সি, র কোন কর্মচারী কর্তৃক সংগঠিত বি, এ, ডি, সির আর্থিক ক্ষতির অংশ বিশেষ বা সম্পূর্ণ তাহার বেতন বা অন্য কোন খাতের পাওনা হইতে আদায়করণ একটি গুরুদণ্ড এবং তাহা করিতে হইলে বি, এ, ডি, সি কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই সেই কর্মচারীকে প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড সম্পর্কে কারণ দর্শাইবার নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে, অত্র মামলায় বি, এ, ডি, সি কর্তৃপক্ষ এই ধরনের কোন কাজ না করায় প্রার্থীর বিরুদ্ধে আরোপিত দণ্ডাদেশ বেআইনী এবং তাহা রদ-রহিতযোগ্য। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্মচারী চাকুরীর প্রবিধান

মালা, ১৯৯০ এর ৪০(১)(খ) প্রবিধানে গুরুদণ্ডের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত প্রবিধান মোতাবেক ৪০ (১)(খ)(আ) উপ-প্রবিধান কর্মচারী কর্তৃক সংগঠিত করপোরেশনের আর্থিক অংগ বিশেষ, সম্পূর্ণ তাহার বেতন বা অন্য খাতের পাওনা হইতে আদায়কালকে গুরুদণ্ড হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। উক্ত প্রবিধান মোতাবেক ৪৩(৫) ও (৬) প্রবিধানে বর্ণিত আছে:-

"(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদন বিবেচনা করিবে এবং উক্ত অভিযোগের উপর উহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবে, এবং প্রতিবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে ২০ টি কার্য দিবসের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত প্রতিবেদনের কপিসহ সিদ্ধান্ত জানাইবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ যদি উপ-প্রবিধান (৫) মোতাবেক গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবে, প্রস্তাবিত দণ্ড অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেন আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে ৭টি কার্য দিবসের মধ্যে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে নির্দেশ দিবে।" অত্র মামলার ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে গুরুদণ্ড প্রদানের পূর্বে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন বিবেচনা করিয়া উক্ত প্রবিধান মোতাবেক ৪৩(৫) ও (৬) উপ-প্রবিধান মানিয়া চলিয়াছেন মর্মে প্রতিপক্ষ কোন বক্তব্য রাখেন নাই বা কোন সাক্ষ্য উপস্থাপন করেন নাই। সুতরাং এই ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রার্থীর উপর আরোপিত শাস্তি আইনানুগ হয় নাই। কিন্তু আমরা অত্র মামলার পূর্বেই দেখিয়াছি প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের আলোকে যে তদন্ত হয় এবং তদন্তের প্রেক্ষিতে প্রার্থীর বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ আরোপ করা হয় প্রার্থী তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং তাহার বিরুদ্ধে ঘাটতিকৃত ডিজেলের অর্থ প্রদান করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছেন। সুতরাং প্রার্থী তাহার অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহার কৃত অপরাধের শাস্তির খেসারত প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন। তাই প্রার্থী এখন উপরে আলোচিত প্রবিধানের কোন সুবিধা পাইবার অধিকারী নহেন।

প্রার্থীর বিরুদ্ধে ১নং প্রতিপক্ষ তাহার ইং ২৩-৩-৯৩ তারিখের ২৬০(৫) নং স্মারকে (প্রঃ-৩) ঘাটতিকৃত ডিজেলের অর্থ আদায়ের নির্দেশ দিয়াছেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে প্রার্থী প্রধান প্রকৌশলী, বি, এ, ডি, সি, ঢাকা বরাবর আপীল করিয়াছিলেন এবং উক্ত আপীল প্রধান প্রকৌশলী বি, এ, ডি,সি, খারিজ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় ১নং প্রতিপক্ষের উর্ধতন কর্মকর্তা কর্তৃক আদেশটি বহাল রাখিয়াছেন এবং তাই উক্ত বহাল আদেশটি ১নং প্রতিপক্ষের উপর বাধ্যকর। নথি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় প্রার্থী প্রধান প্রকৌশলী, বি, এ, ডি,সি, ঢাকাকে অত্র মামলায় পক্ষ করেন নাই। ১নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যদি প্রার্থীর আবেদন মতে প্রতিকার প্রদান করা হয় তা হইলে ১নং প্রতিপক্ষ তাহার উর্ধতন কর্মকর্তা প্রধান প্রকৌশলী, বি এ, ডি, সি,ঢাকার নির্দেশ ব্যতিরেকে উক্ত আদেশ কার্যকর করিতে পারিবেন না। সুতরাং প্রার্থী অত্র মামলায় প্রধান প্রকৌশলী, বি, এ, ডি, সি, ঢাকাকে পক্ষ না করায় অত্র মামলা মূলতঃ অচল এবং তাই তিনি কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহে।

প্রার্থী ১নং প্রতিপক্ষের ইং ২৩-৩-৯৩ তারিখের ২৬০(৫) নং স্মারকমূলে প্রদত্ত ৯৪২১ লিটার ডিজেল ঘাটতি বাবদ ১,২৫,৭৭০.৩৫ টাকা আদায়ের আদেশ বাতিল ও রদ করিতে প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের আলোকে তাহাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দেওয়া হয়। উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় বি, এ, ডি, সি, কর্তৃপক্ষ প্রার্থীর বিরুদ্ধে আইনানুগ তদন্ত করেন এবং তদন্ত প্রতিবেদনে ৯৪২১ লিটার ডিজেল ঘাটতি বিবেচনা করিয়া উক্ত ঘাটতিকৃত ডিজেলের মূল্য আদায়ের জন্য প্রার্থীর বিরুদ্ধে মামলায় বর্ণিত আদেশ জারি করা হয় এবং প্রার্থী উক্ত অর্থ প্রদানের জন্য সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং ১নং প্রতিপক্ষের ইং ২৩-৩-৯৩ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে প্রার্থীর প্রতিকার প্রার্থনা করিবার অধিকার আর থাকেনা। তাই প্রার্থীর অত্র মামলা অত্র আকারে রক্ষণীয় নহে।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।
অতএব, আদেশ হইল

যে, অত্র, আই, আর, ও, মামলা প্রতিপক্ষগনের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় ডিসমিস হয়।

সুধেন্দ কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

---

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৮৮/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
বগুড়া এ, এস, সি(বি, এ, ডি, সি) কৃষি ফার্ম শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-৬৫২), সাতমাথা টেম্পল রোড, বগুড়া—২য় পক্ষ।

প্রতিনিধি : ১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং-৮, তারিখ ১১-৬-৯৭।

অদ্য মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ অদ্যও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ লতিফ খান চৌধুরী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব বাকুল হোসেন দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষ মামলায় কোন সাক্ষ্য দিবেন না বলিয়া মত ব্যক্ত করেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজ প্র-১ হিসাবে চিহ্নিত হইল। বাদী পক্ষের মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল। সদস্যগণের সহিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ বগুড়া এ, এস, সি (বি, এ, ডি, সি) কৃষি ফার্ম শ্রমিক

ইউনিয়ন তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মতে রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৬৫২) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৪নং ধারানুযায়ী ইং ২৮-৯-৮৯ তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৮৯ হইতে ১৯৯৫ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ইং ২৫-৪-৯৫ তারিখের ৮৮৮ নং পত্র মারফত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফা ভাবে নিষ্পত্তির জন্য লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ বগুড়া এ, এস, সি (বি, এ, ডি, সি) কৃষি ফার্ম শ্রমিক ইউনিয়ন ইং ২৮-৬-৮৯ তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৪নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা প্রথম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৮৯ হইতে ১৯৯৫ সনের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেন নাই।

প্রথম পক্ষ তাঁহার অফিসের ইং ২৫-৪-৯৫ তারিখের ৮৮৮ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদঃ-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ২য় পক্ষের রেজিষ্টার্ড সংবিধানের ২৪নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন এবং ১৯৮৯ হইতে ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল না করায় ২য় পক্ষের ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করনের পূর্ব নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৮৯ হইতে ১৯৯৫ সনের বার্ষিক রিটার্ণ ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজ-দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের বগুড়া এ, এস, সি (বি, এ, ডি, সি) কৃষি ফার্ম শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৬৫২) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
১১-৬-৯৭
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী কেস নং-১৮/৯৬

মোঃ আবদুল লতিফ, পিতা মৃত আবদুল হামিদ, সাং শিরইল কলোনী, থানা বোয়ালিয়া, ম্যাচ প্যাকার (ছাঁটাইকৃত), আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী, পোঃ সপুরা, জেলা রাজশাহী—বাদী।

বনাম

১। আলহাজ বশির উদ্দিন আহম্মদ, চেয়ারম্যান/ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,

২। কবির আহম্মদ, পরিচালক (ক্রয়),

৩। মোঃ মঈন উদ্দিন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা,

৪। মোঃ আনোয়ার হোসেন খান, রসায়নবিদ,

৫। সৈয়দ মোঃ একরাম উল্লাহ, হিসাব রক্ষণ অফিসার, সকলেই আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী, সপুরা, থানা বোয়ালিয়া, জেলা রাজশাহীতে কর্মরত—আসামীগণ।

প্রতিনিধিগণ : ১। জনাব সাইফুর রহমান খান, বাদী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মুজিবুর রহমান খান, আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-১১, তারিখ ৫-৫-৯৭

অদ্য মামলাটি আসামীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানী, আসামী ও বাদী পক্ষের দাখিলী দরখাস্ত শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। আসামী আলহাজ বশির উদ্দিন আহম্মদ, কবির আহম্মদ, মোঃ মঈন উদ্দিন, মোঃ আনোয়ার হোসেন খান, সৈয়দ মোঃ একরাম উল্লাহ আদালতের কাঠগড়ায় উপস্থিত আছেন। আসামীগণের পক্ষে নিযুক্ত আইনজীবীও মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব এ, এইচ, এম, সফিকুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম দুলাল দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদী ও আসামী পক্ষের দাখিলী দরখাস্তগুলি উপস্থাপন করা হইল। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীদ্বয়ের মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের মামলা।

প্রার্থী মোঃ আবদুল লতিফ এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি ৪০ বৎসর যাবৎ আসামীগণের অধীনে আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে কর্মরত ছিলেন। মালিক পক্ষে ইং ৮-১১-৯৪ তারিখে ম্যাচ ফ্যাক্টরী লে-অফ ঘোষণা হওয়ার পর প্রার্থীকে চাকুরী হইতে ছাঁটাই এর নোটিশ প্রদান করা হয় এবং তাহা কার্যকরী হয়। প্রার্থীসহ দুই দফায় মোট ৩১০ জন শ্রমিক কর্মচারীকে একইভাবে ছাঁটাই করা হয়। মালিক পক্ষের লে-অফ এর বিরুদ্ধে রাজশাহী শ্রম আদালতে দুইটি মামলা করা হয়। বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে

ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখে মালিক পক্ষের সহিত শ্রমিকদের প্রতিনিধিগণের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি-নামা সম্পাদিত হয়। ঐ চুক্তিপত্র অনুযায়ী ছাঁটাইকৃত বাদসহ সকল শ্রমিক কর্মচারীগণ লে-অফ ঘোষণার পূর্বে যে সকল সুযোগ সুবিধা পাইতেন তাহার বহুলাংশে হ্রাস হয়। কিন্তু বৃহৎ স্বার্থে শ্রমিক কর্মচারীগণ তাহা মানিয়া লন। সম্পাদিত চুক্তির ১নং শর্তানুযায়ী মালিক পক্ষ ২৭৩ জন শ্রমিক কর্মচারীগণকে পুনঃনিয়োগ করিবেন মর্মে সিদ্ধান্ত হয় এবং ২৭৩ জন শ্রমিক কর্মচারী ইং ১-৬-১৬ তারিখ হইতে কাজে যোগদান করেন। ১ মাস ৪ দিন অতিবাহিত হইবার পর মালিক পক্ষ ২৬৮ জন শ্রমিককে পুনঃনিয়োগ দান করেন। আসামীগণ ইচ্ছাকৃত ও অন্যায়ভাবে কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া খামখেয়ালী ও হটকারী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ইং ৪-৭-৯৬ তারিখের এ, এম, এফ/প্রশাসন/পুনঃনিয়োগ/৯৬/৫৬৭ নং স্মারকমূলে প্রার্থীকে পুনঃনিয়োগ না দেওয়ার বিষয় অবহিত করেন। আসামীগণ দ্বিপাক্ষিক চুক্তির শর্ত ভংগ করিয়া ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারার অপরাধ করিয়াছেন। তাই প্রার্থী আসামীদের শাস্তির প্রার্থনা করিয়া অত্র ফৌজদারী মামলা দায়ের করেন।

আসামী পক্ষ একখানা দরখাস্ত দাখিল করিয়া উল্লেখ করেন যে, আসামীগণ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৪ ধারার কোন অপরাধ করেন নাই। প্রার্থী ও প্রতিপক্ষের মধ্যে কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় নাই, তাই চুক্তি ভংগের কোন প্রশ্নই উঠেনা। আসামীগণের সহিত আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী ইউনিয়নের ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং তাহাতে ২৭৩ জন শ্রমিক কর্মচারীগণকে নিয়োগের কথা ছিল। অনিয়োগপ্রাপ্ত বাকী শ্রমিক ও কর্মচারী দরখাস্তকারীসহ আইন ও চুক্তি মোতাবেক প্রাপ্যাদি গ্রহণ পূর্বক তাহাদের চাকুরীর অবসান ঘটাইয়াছেন। তাই আসামী পক্ষ তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন না করিয়া অত্র মামলা হইতে অব্যাহতি পাইবার এবং হয়রানীমূলক মামলার জন্য ১০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া আবেদন করেন।

আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের উদ্দেশ্যে প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, আসামী পক্ষ ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের চুক্তি ভংগ করিয়াছেন এবং ২৭৩ জন শ্রমিককে নিয়োগ প্রদান করেন নাই এবং তাই তাহারা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারার অপরাধ করিয়াছেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে সেই মর্মে অভিযোগ গঠনের প্রার্থনা করেন। আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, আসামী পক্ষ ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের কোন চুক্তি ভংগ করেন নাই। তিনি আরও বলেন যে, সংশ্লিষ্ট আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে ৩৪১ জন শ্রমিক কর্মচারী কর্মরত ছিলেন এবং চুক্তি মোতাবেক আসামী পক্ষ ২৭৩ জনকে পুনঃনিয়োগ দিয়াছেন এবং বাকী শ্রমিক কর্মচারীগণ উক্ত চুক্তি মোতাবেক চাকুরীর সুবিধা পাইবেন এবং কিছু কিছু শ্রমিক তাহা গ্রহণও করিয়াছেন। সুতরাং আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের কোন বিষয়বস্তু অত্র মামলায় নাই। তিনি আসামীদের অব্যাহতি এবং প্রার্থীকে ১০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশের প্রার্থনা করেন।

স্বীকৃত মতে আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরীর মালিক পক্ষ ও শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সহিত ইং ২৪-৫-৯৬ তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। উভয় পক্ষের দাখিলী ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের চুক্তি ফটোষ্টাট কপি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে ৩৪১ জন শ্রমিক কর্মচারী কর্মরত ছিলেন এবং এই চুক্তি মোতাবেক মালিক পক্ষ ২৭৩ জন শ্রমিক-কর্মচারীকে নিয়োগ করিবেন এবং বাদ বাকী শ্রমিক কর্মচারীগণ সার্ভিস বেনিফিট পাইবেন। স্বীকৃত মতে আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে ৩৪১ জন শ্রমিক কর্মচারী নিয়োজিত ছিলেন এবং চুক্তিমোতাবেক ২৭৩ জন পুনঃনিয়োগ পাইবেন। সুতরাং কিছু শ্রমিক-কর্মচারী বাদ পড়িবেন ইহাই স্বাভাবিক। আসামী পক্ষের দাখিলী শ্রমিক-কর্মচারী পুনঃনিয়োগের তালিকা

হইতে প্রতীয়মান হয় মালিক পক্ষ বিভিন্ন শ্রমিক-কর্মচারী শ্রেণীতে সর্বমোট ২৭৩ জন শ্রমিককে নিয়োগ করিয়াছেন। প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, মালিক পক্ষ জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পুনঃনিয়োগ দান করিয়াছেন কিনা তাহা বিবেচনা করা দরকার। অত্র মামলার ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের স্বীকৃত চুক্তিনামায় জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ২৭৩ জন শ্রমিক-কর্মচারীকে নিয়োগ করিতে হইবে মর্মে কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং, প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্যে কোন সারমর্ম নাই। প্রার্থী অভিযোগ করেন যে, মালিক পক্ষ ২৬৮ জন শ্রমিক নিয়োগ করিয়াছেন। প্রার্থী পক্ষে সেই মর্মে কোন কাগজ দাখিল করা হয় নাই। সুতরাং, উপরের আলোচনা হইতে এবং অত্র মামলার দাখিলী কাগজপত্র বিবেচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, মালিক পক্ষ ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের চুক্তিনামার কোন শর্ত ভংগ করেন নাই এবং তাহারা যথারীতি ২৭৩ জন শ্রমিক-কর্মচারীকে নিয়োগ দান করিয়াছেন। তাহাছাড়া আসামী পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কিছু শ্রমিক তাহাদের পাওনা সার্ভিস বেনিফিট তুলিয়া লইয়াছেন।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, আসামী পক্ষ ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের কোন চুক্তি ভংগ করেন নাই এবং তাই আসামীদের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য অভিযোগ গঠন করিবার কোন সারমর্ম নাই এবং তাই আসামীগণ অত্র মামলা হইতে অব্যাহতি পাইবার অধিকারী।

প্রার্থী ইং ২৯-১-৯৭ তারিখে একখানা আবেদন দাখিল করিয়া নিষ্পত্তিকৃত ফৌজদারী ২/৯৬ নং মামলার নথি তলব করিয়া ছাঁটাইকৃত শ্রমিক-কর্মচারীদের নামের তালিকাটি অত্র মামলার ফিরিস্তির সংগে দেখাইবার আদেশের প্রার্থনা করেন। যেহেতু অত্র মামলার আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন সমীচীন নহে মর্মে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, প্রার্থীর প্রার্থনা মতে নথি তলব করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাই আবেদন নামঞ্জুরযোগ্য।

আসামী পক্ষে ১০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করা হইয়াছে। প্রার্থী আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরীর একজন কর্মচারী ছিলেন এবং তিনি পুনঃনিয়োগ না পাওয়ায় অত্র অভিযোগ আনেন। তিনি পুনঃনিযোগ পাইবার আশায় অত্র মামলা দায়ের করেন। সুতরাং, অত্র মামলার পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থীর আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিবার কারণ ছিল মনে করিয়া তিনি অত্র মামলা দায়ের করেন এবং তাই প্রার্থীর বিরুদ্ধে আসামী পক্ষের প্রার্থনা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ দেওয়া সমীচীন হইবে না।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে, আসামী (১) আলহাজ বসির উদ্দিন আহম্মদ, ২। কবির আহম্মদ, ৩। মোঃ মঈন উদ্দিন, ৪। মোঃ আনোয়ার হোসেন খান এবং ৫। সৈয়দ মোঃ একরাম উল্লাহ এর বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য কোন অভিযোগ গঠন করা হইল না এবং তাহাদেরকে অত্র মামলা হইতে ডিসচার্জ করা হইল। প্রার্থীর ইং ২৯-১-৯৭ তারিখের আবেদন নামঞ্জুর হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
৫-৫-৯৭
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী কেস নং ১৯/৯৬

মোঃ আব্দুস সালাম তালুকদার, পিতা মৃত আফজাল হোসেন তালুকদার, গ্রাম দৌলতপুর, ডাক হাটিড়ীয়া, জেলা সিরাজগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানা: প্রযত্নে:-ডাঃ মোঃ তোফাজ্জল হক, দি মেট্রো মেডিকেয়ার, শালবাগান বাজার, সপুরা, থানা বোয়ালিয়া, চেকার (ছাঁটাইকৃত), বক্স ফিলিং শাখা, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী, সপুরা, রাজশাহী—বাদী।

বনাম

১। আলহাজ বশির উদ্দিন আহম্মদ, চেয়ারম্যান/ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,

২। কবির আহম্মদ, পরিচালক (ক্রয়),

৩। মোঃ মঈন উদ্দিন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা,

৪। মোঃ আনোয়ার হোসেন খান, রসায়নবিদ,

৫। সৈয়দ মোঃ একরাম উল্লাহ, হিসাব রক্ষণ অফিসার, সকলই আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী, সপুরা, থানা বোয়ালিয়া, জেলা রাজশাহীতে কর্মরত—আসামীগণ।

প্রতিনিধিগণ: -১। জনাব সাইফুর রহমান খান, বাদী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মুজিবুর রহমান খান, আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ১১, তারিখ ৫-৫-৯৭

অদ্য মামলাটি আসামীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন, শুনানী, আসামী ও বাদীপক্ষের দাখিলী দরখাস্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। আসামী আলহাজ বশির উদ্দিন আহম্মদ, কবির আহম্মদ, মোঃ মঈন উদ্দিন, মোঃ আনোয়ার হোসেন খান, সৈয়দ মোঃ একরাম উল্লাহ আদালতের কাঠ গড়ায় উপস্থিত আছেন। আসামীগণের পক্ষে নিযুক্ত আইনজীবী মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। অদ্য মালিপেক্ষের সদস্য জনাব এ, এইচ, এম, সফিকুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম দুলাল দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদী ও আসামীপক্ষের দাখিলী দরখাস্তগুলি উপস্থাপন করা হইল। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীদ্বয়ের মৌখিক বক্তব্য শোনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের মামলা।

প্রার্থী মোঃ আব্দুস সালাম তালুকদারের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি ইং ১-১২-৮১ তারিখ হইতে আসামীগণের অধীনে আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে কর্মরত ছিলেন। মালিক পক্ষ ইং ৮-১১-৯৫ তারিখে ম্যাচ ফ্যাক্টরী লে-অফ ঘোষণা করার পর প্রার্থীকে চাকুরী হইতে ছাঁটাই এর নোটিশ প্রদান করেন এবং তাহা কার্যকরী হয়। প্রার্থীসহ দুই দফায় মোট ৩১০ জন শ্রমিক কর্মচারীকে একইভাবে ছাঁটাই করা হয়। মালিকপক্ষের

লে-অফ এর বিরুদ্ধে রাজশাহী শ্রম আদালতে দুইটি মামলা করা হয়। বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইং ১৫-৫-৯৬ তারিখে মালিক পক্ষের সহিত শ্রমিকদের প্রতিনিধিগণের দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিনামা সম্পাদিত হয়। ঐ চুক্তিপত্র অনুযায়ী ছাঁটাইকৃত বাদীসহ সকল শ্রমিক-কর্মচারীগণ লে-অফ ঘোষণার পূর্বে যে সকল সুযোগ সুবিধা পাইতেন তাহা বহুলাংশে হ্রাস পায়। কিন্তু বৃহৎ স্বার্থে শ্রমিক কর্মচারীগণ তাহা মানিয়া লন। সম্পাদিত চুক্তির ১নং শর্তানুযায়ী মালিকপক্ষ ২৭৩ জন শ্রমিক কর্মচারীগণকে পুনঃ নিয়োগ করিবেন মর্মে সিদ্ধান্ত হয় এবং ২৭৩ জন শ্রমিক কর্মচারী ইং ১-৬-৯৬ তারিখ হইতে কাজে যোগদান করেন। ১ মাস ৪ দিন অতিবাহিত হইবার পর মালিকপক্ষ ২৬৮ জন শ্রমিককে পুনঃ নিয়োগ দান করেন। আসামীগণ ইচ্ছাকৃত ও অন্যায়ভাবে কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া খামখেয়ালী ও হটকারী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ইং ৪-৭-৯৬ তারিখের এ, এম,এফ/প্রশাসন/পুঃ নিয়োগ/৯৬/৫৭২ নং স্মারকমূলে প্রার্থীকে পুনঃ নিয়োগ না দেওয়ার বিষয় অবহিত করেন। আসামী-গণ দ্বিপাক্ষিক চুক্তির শর্ত ভংগ করিয়া ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারার অপরাধ করিয়াছেন। তাই প্রার্থী আসামীদের শাস্তির প্রার্থনা করিয়া অত্র ফৌজদারী মামলা দায়ের করেন।

আসামী পক্ষ একখানা দরখাস্ত দাখিল করিয়া উল্লেখ করেন যে, আসামীগণ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারার কোন অপরাধ করেন নাই। প্রার্থী ও প্রতিপক্ষের মধ্যে কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় নাই, তাই চুক্তি ভংগের কোন প্রশ্নই উঠেনা। আসামীগণের সহিত আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী ইউনিয়নের ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং তাহাতে ২৭৩ জন শ্রমিক কর্মচারীগণকে নিয়োগের কথা ছিল। অনিয়োগপ্রাপ্ত বাকী শ্রমিক ও কর্মচারী দরখাস্তকারীগণ আইন ও চুক্তি মোতাবেক প্রাপ্যাদি গ্রহণপূর্বক তাহাদের চাকুরীর অবসান ঘটাইয়াছে। তাই আসামীপক্ষ তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন না করিয়া অত্র মামলা হইতে অব্যাহতি পাইবার এবং হয়রানীমূলক মামলার জন্য ১০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া আবেদন করেন।

আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের উদ্দেশ্য প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন, যে, আসামী পক্ষ ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের চুক্তি ভংগ করিয়াছেন এবং ২৭৩ জন শ্রমিককে নিয়োগ প্রদান করেন নাই এবং তাই তাহারা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারার অপরাধ করিয়াছেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে সেই মর্মে অভিযোগ গঠনের প্রার্থনা করেন। আসামীপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, আসামীপক্ষ ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের কোন চুক্তি ভংগ করেন নাই। তিনি আরো বলেন যে, সংশ্লিষ্ট আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে ৩৪১ জন শ্রমিক কর্মচারী কর্মরত ছিলেন এবং চুক্তি মোতাবেক আসামীপক্ষ ২৭৩ জনকে পুনঃ-নিয়োগ দিয়াছেন এবং বাকী শ্রমিক কর্মচারীগণ উক্ত চুক্তি মোতাবেক চাকুরীর সুবিধা পাইবেন এবং কিছু কিছু শ্রমিক তাহা গ্রহণও করিয়াছেন। সুতরাং আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের কোন বিষয়বস্তু অত্র মামলায় নাই। তিনি আসামীদের অব্যাহতি এবং প্রার্থী ১০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশের প্রার্থনা করেন।

স্বীকৃত মতে আজিজ ম্যাচ ফাক্টরীর মালিক পক্ষ ও শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সহিত ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। উভয় পক্ষের দাখিলী ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের চুক্তির ফটোষ্ট্যাট কপি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে ৩৪১ জন শ্রমিক কর্মচারী কর্মরত ছিলেন এবং এই চুক্তি মোতাবেক মালিক পক্ষ ২৭৩ জন শ্রমিক কর্মচারীকে নিয়োগ করিবেন এবং বাদ বাকী শ্রমিক কর্মচারী-গণ লাভিং বেনিফিট পাইবেন। স্বীকৃত বলে আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে ৩৪১ জন শ্রমিক কর্মচারী নিয়োজিত ছিলেন এবং চুক্তি মোতাবেক ২৭৩ জন পুনঃ- নিয়োগ পাইবেন। সুতরাং কিছু শ্রমিক কর্মচারী বাদ পড়িবেন ইহাই স্বাভাবিক। আসামী পক্ষের দাখিলী শ্রমিক কর্মচারী পুনঃ নিয়োগের তালিকা হইতে প্রতিয়মান হয় যে মালিক পক্ষ বিভিন্ন শ্রমিক

কর্মচারী শ্রেণীতে সর্বমোট ২৭৩ জন শ্রমিক কর্মচারীকে নিয়োগ করিয়াছেন। প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, মালিক পক্ষ জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পুনঃ নিয়োগ দান করিয়াছেন কিনা তাহা বিবেচনা করা দরকার। অত্র মামলার ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের স্বীকৃত চুক্তিনামায় জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ২৭৩ জন শ্রমিক কর্মচারীকে নিয়োগ করিতে হইবে মর্মে কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্যে কোন সারমর্ম নাই। প্রার্থী অভিযোগ করেন যে, মালিক পক্ষ ২৬৮ জন শ্রমিক নিয়োগ করিয়াছেন। প্রার্থী পক্ষে সেই মর্মে কোন কাগজ দাখিল করা হয় নাই। সুতরাং, উপরের আলোচনা হইতে এবং অত্র মামলার দাখিলী কাগজপত্র বিবেচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, মালিক পক্ষ ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের চুক্তিনামার কোন শর্ত ভংগ করেন নাই এবং তাহারা যথারীতি ২৭৩ জন শ্রমিক কর্মচারীকে নিয়োগ দান করিয়াছেন। তাহাছাড়া আসামীপক্ষের দাখিলী কাগজপত্র হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কিছু শ্রমিক তাহাদের পাওনা সার্ভিস বেনিফিট তুলিয়া লইয়াছেন।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে আসামী পক্ষ ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের কোন চুক্তি ভংগ করেন নাই এবং তাই আসামীদের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য অভিযোগ গঠন করিবার কোন সারমর্ম নাই এবং তাই আসামীগণ অত্র মামলা হইতে অব্যাহতি পাইবার অধিকারী।

প্রার্থী ২৯-১-৯৭ তারিখে একখানা আবেদন দাখিল করিয়া নিষ্পত্তিকৃত ফৌজদারী ২/৯৬ নং মামলার নথি তলব করিয়া ছাঁটাইকৃত শ্রমিক কর্মচারীদের নামের তালিকাটি অত্র মামলায় ফিরিস্তির সংগে দেখাইবার আদেশের প্রার্থনা করেন। যেহেতু অত্র মামলার আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন সমীচীন নহে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, প্রার্থীর প্রার্থনা মতে নথি তলব করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাই আবেদন নামঞ্জুরযোগ্য।

আসামীপক্ষে ১০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করা হইয়াছে। প্রার্থী আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরীর একজন কর্মচারী ছিলেন এবং তিনি পুনঃনিয়োগ না পাওয়ায় অত্র অভিযোগ আনেন। তিনি পুনঃ নিয়োগ পাইবার আশায় অত্র মামলা দায়ের করেন। সুতরাং অত্র মামলার পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থীর আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিবার কারণ ছিল মনে করিয়া তিনি অত্র মামলা দায়ের করেন এবং তাই প্রার্থীর বিরুদ্ধে আসামীপক্ষের প্রার্থনা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ দেওয়া সমীচীন হইবে না।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, আসামী (১) আলহাজ্ব বশির উদ্দিন আহম্মদ, ২। কবির আহম্মদ, ৩। মোঃ মঈন উদ্দিন, ৪। মোঃ আনোয়ার হোসেন খান এবং ৫। সৈয়দ মোঃ একরাম উল্লাহ এর বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য কোন অভিযোগ গঠন করা হইল না এবং তাহাদেরকে অত্র মামলা হইতে ডিসচার্জ করা হইল।

প্রার্থীর ইং ২৯-১-৯৭ তারিখের আবেদন নামঞ্জুর হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
৫-৫-৯৭
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত: সুধেন্দ্র কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী কেস নং ২০/৯৬

মোঃ আবদুল হান্নান, পিতা মোঃ ইসমাইল হোসেন,
সাং হেতেম খাঁ, থানা বোয়ালিয়া, পিলিং হেলপার,
পিলিং শাখা (ছাঁটাইকৃত), আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী, সপুরা, রাজশাহী—বাদী।

বনাম

১। আলহাজ বশির উদ্দিন আহম্মদ চেয়ারম্যান/ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,

২। কবির আহাম্মদ, পরিচালক(ক্রয়),

৩। মোঃ মঈন উদ্দিন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা,

৪। মোঃ আনোয়ার হোসেন খান, রসায়ন বিদ,

৫। সৈয়দ মোঃ একরাম উল্লাহ, হিসাব রক্ষন অফিসার,

সকলেই আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী, সপুরা, থানা বোয়ালিয়া, জেলা রাজশাহীতে কর্মরত—আসামীগণ।

প্রতিনিধিগণ: ১। জনাব সাইফুর রহমান, বাদী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মুজিবুর রহমান, খান আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং, ১১ তারিখ ৫-৫-৯৭

অদ্য মামলাটি আসামীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানী, আসামী ও বাদী পক্ষের দাখিলী দরখাস্ত শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। আসামী আলহাজ বশির উদ্দিন আহম্মদ, কবির আহম্মদ, মোঃ মঈন উদ্দিম, মোঃ আনোয়ার হোসেন খান, সৈয়দ মোঃ একরাম উল্লাহ আদালতের কাঠগড়ায় উপস্থিত আছেন। আসামীগণের পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব এ, এইচ, এম, সফিকুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম দুলাল দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদী ও আসামী পক্ষের দাখিলী দরখাস্ত গুলি উপস্থাপন করা হইল। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলদ্বয়ের যৌথিক বক্তব্য শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের মামলা।

প্রার্থী মোঃ আবদুল হান্নান এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি ২৮ বৎসর যাবৎ আসামীগণের অধীনে আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে কর্মরত ছিলেন। মালিক পক্ষ ইং ৮/১১/৯৫ তারিখে ম্যাচ ফ্যাক্টরী লে-অফ ঘোষণা করার পর প্রার্থীকে চাকুরী হইতে ছাঁটাই এর নোটিশ প্রদান করেন এবং ইং ২৬-১২-৯৫ তারিখ হইতে তাহা কার্যকরী হয়। প্রার্থী-সহ দুই দফায় মোট ৩১০ জন শ্রমিক কর্মচারীকে একইভাবে ছাঁটাই করা হয়। মালিক পক্ষের লে-অফ এর বিরুদ্ধে রাজশাহী শ্রম আদালতে দুইটি মামলা করা হয়। বিভিন্ন ঘটনার

পরিপ্রেক্ষিতে ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখে মালিক পক্ষের সহিত শ্রমিকদের প্রতিনিধিগণের দ্বিপাক্ষিক চুক্তিনামা সম্পাদিত হয়। ঐ চুক্তিপত্র অনুযায়ী ছাঁটাইকৃত বাদীসহ সকল শ্রমিক কর্মচারীগণ লে-অফ ঘোষণার পূর্বে যে সকল সুযোগ সুবিধা পাইতেন তাহা বহুলাংশে হ্রাস পায়। কিন্তু বৃহৎ স্বার্থে শ্রমিক কর্মচারীগণ তাহা মানিয়া লন। সম্পাদিত চুক্তির ১ নং শর্তানুযায়ী মালিক পক্ষ ২৭৩ জন শ্রমিক কর্মচারীগণকে পুনঃ নিয়োগ করিবেন মর্মে সিদ্ধান্ত হয় এবং ২৭৩ জন শ্রমিক কর্মচারী ইং ১-৬-৯৬ তারিখ হইতে কাজে যোগদান করেন। ১ মাস ৪ দিন অতিবাহিত হইবার পর মালিক পক্ষ ২৬৮ জন শ্রমিককে পুনঃ নিয়োগ দান করেন। আসামীগণ ইচ্ছাকৃত ও অন্যায়ভাবে কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া খাম খেয়ালী ও হটকারী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ইং ৪-৭-৯৬ তারিখের এ, এম, এফ/প্রশাসন/পুনঃ নিয়োগ/৯৬/৫৬৯ নং স্মারকমূলে প্রার্থীকে পুনঃ নিয়োগ না দেওয়ার বিষয় অবহিত করেন। আসামীগণ দ্বিপাক্ষিক চুক্তির শর্ত ভংগ করিয়া ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারার অপরাধ করিয়াছেন। তাই প্রার্থী আসামীদের শাস্তির প্রার্থনা করিয়া অত্র ফৌজদারী মামলা রুজুর করেন।

আসামীপক্ষ একখানা দরখাস্ত দাখিল করিয়া উল্লেখ করেন যে, আসামীগণ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারার কোন অপরাধ করেন নাই প্রার্থী ও প্রতিপক্ষের মধ্যে কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় নাই, তাই চুক্তি ভংগের কোন প্রশ্নই উঠেনা। আসামীগণের সহিত আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী ইউনিয়নের ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং তাহাতে ২৭৩ জন শ্রমিক কর্মচারীগণকে নিয়োগের কথা ছিল। অনিয়োগপ্রাপ্ত বাকী শ্রমিক ও কর্মচারী দরখাস্তকারীসহ আইন ও চুক্তি মোতাবেক প্রাপ্যাদি গ্রহণ পূর্বক তাহাদের চাকুরীর অবসান ঘটাইয়াছেন। তাই আসামী পক্ষ তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন না করিয়া অত্র মামলা হইতে অব্যাহতি পাইবার এবং হয়রানীমূলক মামলার জন্য ১০০০/-টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া আবেদন করেন।

আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের উদ্দেশ্যে প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, আসামী পক্ষ ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের চুক্তি ভংগ করিয়াছেন এবং ২৭৩ জন শ্রমিককে নিয়োগ প্রদান করেন নাই এবং তাই তাহারা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারার অপরাধ করিয়াছেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে সেই মর্মে অভিযোগ গঠনের প্রার্থনা করেন। আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, আসামী পক্ষ ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের কোন চুক্তি ভংগ করেন নাই। তিনি আর ও বলেন যে, সংশ্লিষ্ট আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে ৩৪১ জন শ্রমিক কর্মচারী কর্মরত ছিলেন এবং চুক্তি মোতাবেক আসামী পক্ষ ২৭৩ জনকে পুনঃ নিয়োগ দিয়াছেন এবং বাকী শ্রমিক কর্মচারীগণ উক্ত চুক্তি মোতাবেক চাকুরীর সুবিধা পাইবেন এবং কিছু কিছু শ্রমিক তাহা গ্রহণ ও করিয়াছেন। সুতরাং আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের কোন বিষয়বস্তু অত্র মামলায় নাই। তিনি আসামীদের অব্যাহতি এবং প্রার্থীকে ১০০০/- টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশের প্রার্থনা করেন।

স্বীকৃত মতে আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরীর মালিক পক্ষ ও শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সহিত ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। উভয় পক্ষের দাখিলী ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের চুক্তির ফটোষ্ট্যাট কপি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে ৩৪১ জন শ্রমিক কর্মচারী কর্মরত ছিলেন এবং এই চুক্তিমোতাবেক মালিক পক্ষ ২৭৩ জন শ্রমিক কর্মচারীকে নিয়োগ করিবেন এবং বাদ বাকী শ্রমিক কর্মচারীগণ সার্ভিস বেনিফিট পাইবেন। স্বীকৃত মতে আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে ৩৪১ জন শ্রমিক কর্মচারী নিয়োজিত ছিলেন এবং চুক্তি মোতাবেক ২৭৩ জন পুনঃ নিয়োগ পাইবেন। সুতরাং কিছু শ্রমিক কর্মচারী বাদ পড়িবেন ইহাই স্বভাবিক। আসামী পক্ষের দাখিলী শ্রমিক কর্মচারী পুনঃ নিয়োগের তালিকা হইতে প্রতীয়মান হয় যে মালিক পক্ষ বিভিন্ন শ্রমিক কর্মচারী শ্রেণীতে সর্বমোট ২৭৩ জন শ্রমিক কর্মচারীকে নিয়োগ করিয়াছেন। প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, মালিক পক্ষ জ্যেষ্ঠতার

ভিত্তিতে পুনঃ নিয়োগ দান করিয়াছেন কিনা তাহা বিবেচনা করা দরকার। অত্র মামলার ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের স্বীকৃত চুক্তি নামায় জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ২৭৩ জন শ্রমিক কর্মচারীকে নিয়োগ করিতে হইবে মর্মে কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং, প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্যে কোন সারমর্ম নাই। প্রার্থী অভিযোগ করেন যে, মালিক পক্ষ ২৬৮ জন শ্রমিক নিয়োগ করিয়াছে। প্রার্থী পক্ষে সে মর্মে কোন কাগজ দাখিল করা হয় নাই। সুতরাং উপরের আলোচনা হইতে এবং অত্র মামলার দাখিলী কাগজপত্র বিবেচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, মালিক পক্ষ ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের চুক্তি নামার কোন শর্ত ভংগ করেন নাই এবং তাঁহারা যথারীতি ২৭৩ জন শ্রমিক কর্মচারীকে নিয়োগ দান করিয়াছেন। তাছাড়া, আসামী পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কিছু শ্রমিক তাহাদের পাওনা সার্ভিস বেনিফিট তুলিয়া লইয়াছেন।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, আসামী পক্ষ ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের কোন চুক্তি ভংগ করেন নাই এবং তাই আসামীদের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য অভিযোগ গঠন করিবার কোন সারমর্ম নাই এবং তাই আসামীগণ অত্র মামলা হইতে অব্যাহতি পাইবার অধিকারী।

প্রার্থী ইং ২৯-১-৯৭ তারিখে একখানা আবেদন দাখিল করিয়া নিষ্পত্তিকৃত ফৌজদারী ২/৯৬ নং মামলার নথি তলব করিয়া ছাঁটাইকৃত শ্রমিক কর্মচারীদের নামের তালিকাটি অত্র মামলার ফিরিস্তির সংগে দেখাইবার আদেশের প্রার্থনা করেন। যেহেতু অত্র মামলার আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন সমীচীন নহে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, প্রার্থীর প্রার্থনা মতে নথি তলব করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাই আবেদন নামঞ্জুর যোগ্য।

আসামী পক্ষে ১০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করা হইয়াছে। প্রার্থী আজিজ ফ্যাক্টরীর একজন কর্মচারী ছিলেন এবং তিনি পুনঃ নিয়োগ না পাওয়ায় অত্র অভিযোগ আনেন। তিনি পুনঃনিয়োগ পাইবার আশায় অত্র মামলা দায়ের করেন। সুতরাং অত্র মামলার পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থীর আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিবার কারন ছিল মনে করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন এবং তাই প্রার্থীর বিরুদ্ধে আসামী পক্ষের প্রার্থনা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ দেওয়া সমীচীন হইবে না।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, আসামী (১) আলহাজ বশির উদ্দিন আহম্মদ, ২। কবির আহম্মদ, ৩। মোঃ মঈন উদ্দিন, ৪। মোঃ আনোয়ার হোসেন খান এবং ৫। সৈয়দ মোঃ একরাম উল্লাহ এর বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য কোন অভিযোগ গঠন করা হইল না এবং তাহাদেরকে অত্র মামলা হইতে ডিসচার্জ করা হইল।

প্রার্থীর ইং ২৯-১-৯৭ তারিখের আবেদন নামঞ্জুর হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
৫/৫/৯৭
শ্রম আদালত, রাজশাহী

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী কেস নং-২১/৯৬

মোঃ গিয়াস উদ্দিন, পিতা মোঃ হযরত আলী, সাং নালিয়াপুকুর, থানা বোয়ালিয়া, চেকার (ছাঁটাইকৃত), বাকা পুরণ শাখা, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী, সপুরা, রাজশাহী ———বাদী।

বনাম

১। আলহাজ্ব বশির উদ্দিন, আহম্মদ চেয়ারম্যান/ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

২। কবির আহম্মদ, পরিচালক (ক্রয়),

৩। মোঃ মঈন উদ্দিন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা,

৪। মোঃ আনোয়ার হোসেন খান, রসায়ন বিদ,

৫। সৈয়দ মোঃ একরাম উল্লাহ, হিসাব রক্ষণ অফিসার,
সকলেই আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী, সপুরা, থানা বোয়ালিয়া, জেলা রাজশাহীতে কর্মরত—আসামীগণ।

প্রতিনিধিগণ :- ১। জনাব সাইফুর রহমান খান, বাদী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মজিবুর রহমান খান, আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-১১ তারিখ ৫-৫-৯৭

অদ্য মামলাটি আসামীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানী, আসামী ও বাদী পক্ষের দাখিলী দরখাস্তগুলি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। আসামী আলহাজ্ব বশির উদ্দিন আহম্মদ, কবির আহম্মদ, মোঃ মঈন উদ্দিন, মোঃ আনোয়ার হোসেন খান, সৈয়দ মোঃ একরাম উল্লাহ আদালতের কাঠগড়ায় উপস্থিত আছেন। নিযুক্ত আইনজীবী মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব এ, এইচ, এম, সফিকুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম দুলাল দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদী ও আসামী পক্ষের দাখিলী দরখাস্তগুলি উপস্থাপন করা হইল। উভয় পক্ষের মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের মামলা।

প্রার্থী মোঃ গিয়াস উদ্দিনের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি ১-৭-৮২ ইং তারিখ হইতে আসামীগণের অধীনে আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে কর্মরত ছিলেন। মালিকপক্ষ ইং ৮-১১-৯৫ তারিখে ম্যাচ ফ্যাক্টরী লে-অফ ঘোষণা করার পর প্রার্থীকে চাকুরী হইতে ছাঁটাই এর নোটিশ প্রদান করেন এবং তাহা কার্যকরী হয়। প্রার্থীসহ দুই দফায় মোট ৩১০ জন শ্রমিক কর্মচারীকে একইভাবে ছাঁটাই করা হয়। মালিক পক্ষের লে-অফ এর বিরুদ্ধে রাজশাহী শ্রম আদালতে দুইটি মামলা করা হয়। বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইং

২৫-৫-৯৬ তারিখে মালিক পক্ষের সহিত শ্রমিকদের প্রতিনিধিগণের দ্বিপাক্ষিক চুক্তিনামা সম্পাদিত হয়। ঐ চুক্তিপত্র অনুযায়ী ছাঁটাইকৃত বাদীসহ সকল শ্রমিক কর্মচারীগণ লে-অফ ঘোষণার পূর্বে যে সকল সুযোগ সুবিধা পাইতেন তাহা বহুলাংশে হ্রাস পায়। কিন্তু বৃহৎ স্বার্থে শ্রমিক কর্মচারীগণ তাহা মানিয়া লন। সম্পাদিত চুক্তির ১নং শর্তানুযায়ী মালিকপক্ষ ২৭৩ জন শ্রমিক কর্মচারীগণকে পুনঃনিয়োগ করিবেন মর্মে সিদ্ধান্ত হয় এবং ২৭৩ জন শ্রমিক কর্মচারী ইং ১-৬-৯৬ তারিখ হইতে কাজে যোগদান করেন। ১ মাস ৪দিন অতিবাহিত হইবার পর মালিক পক্ষ ২৬৮ জন শ্রমিককে পুনঃনিয়োগ দান করেন। আসামীগণ ইচ্ছাকৃত ও অন্যায়ভাবে কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া খামখেয়ালী ও হটকারী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ইং ৪-৭-৯৬ তারিখের এ, এম, এফ/প্রশাসন/পুনঃনিয়োগ/৯৬ নং স্মারকমূলে প্রার্থীকে পুনঃনিয়োগ না দেওয়ার বিষয় অবহিত করেন। আসামীগণ দ্বিপাক্ষিক চুক্তির শর্ত ভংগ করিয়া ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারার অপরাধ করিয়াছেন। তাই প্রার্থী আসামীদের শাস্তির প্রার্থনা করিয়া অত্র ফৌজদারী মামলা দায়ের করেন।

আসামীপক্ষ একখানা দরখাস্ত দাখিল করিয়া উল্লেখ করেন যে, আসামীগণ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারার কোন অপরাধ করেন নাই। প্রার্থী ও প্রতিপক্ষের মধ্যে কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় নাই, তাই চুক্তি ভংগের কোন প্রশ্নই উঠেনা। আসামীগণের সহিত আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী ইউনিয়নের ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং তাহাতে ২৭৩ জন শ্রমিক কর্মচারীগণকে নিয়োগের কথা ছিল। অনিয়োগপ্রাপ্ত বাকী শ্রমিক ও কর্মচারী দরখাস্তকারীগণ আইন এ চুক্তি মোতাবেক প্রাপ্যাদি গ্রহণ পূর্বক তাহাদের চাকুরীর অবসান ঘটাইয়াছেন। তাই আসামী পক্ষ তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন না করিয়া অত্র মামলা হইতে অব্যাহতি পাইবার এবং হয়রানীমূলক মামলার জন্য ১০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া আবেদন করেন।

আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের উদ্দেশ্যে প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, আসামীপক্ষ ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের চুক্তি ভংগ করিয়াছেন এবং ২৭৩ জন শ্রমিককে নিয়োগ প্রদান করেন নাই এবং তাই তাহারা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারার অপরাধ করিয়াছেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে সেই মর্মে অভিযোগ গঠনের প্রার্থনা করেন। আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, আসামী পক্ষ ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের কোন চুক্তি ভংগ করেন নাই। তিনি আরও বলেন যে, সংশ্লিষ্ট আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে ৩৪১ জন শ্রমিক কর্মচারী কর্মরত ছিলেন এবং চুক্তি মোতাবেক আসামী পক্ষ ২৭৩ জনকে পুনঃনিয়োগ দিয়াছেন এবং বাকী শ্রমিক কর্মচারীগণ উক্ত চুক্তি মোতাবেক চাকুরীর সুবিধা পাইবেন এবং কিছু কিছু শ্রমিক তাহা গ্রহণও করিয়াছেন। সুতরাং আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনে কোন বিষয়বস্তু অত্র মামলায় নাই। তিনি আসামীদের অব্যাহতি এবং প্রার্থীকে ১০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশের প্রর্থনা করেন।

স্বীকৃত মতে আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরীর মালিক পক্ষ ও শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সহিত ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। উভয় পক্ষের দাখিলী ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের চুক্তির ফটোষ্ট্যাট কপি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে ৩৪১ জন শ্রমিক কর্মচারী কর্মরত ছিলেন এবং এই চুক্তি মোতাবেক মালিক পক্ষ ২৭৩ জন শ্রমিক কর্মচারীকে নিয়োগ করিবেন এবং বাদবাকী শ্রমিক কর্মচারীগণ সার্ভিস বেনিফিট পাইবেন। স্বীকৃত মতে আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে ৩৪১ জন শ্রমিক কর্মচারী নিয়োজিত ছিলেন এবং চুক্তি মোতাবেক ২৭৪ জন পুনঃনিয়োগ পাইবেন। সুতরাং কিছু শ্রমিক কর্মচারী বাদ পড়িবেন ইহাই স্বাভাবিক। আসামী পক্ষের দাখিলী শ্রমিক কর্মচারী পুনঃনিয়োগের তালিকা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, মালিকপক্ষ বিভিন্ন শ্রমিক কর্মচারী শ্রেণীতে সর্বমোট ২৭৩ জন শ্রমিক কর্মচারীকে নিয়োগ করিয়াছেন। প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী

বলেন যে, মালিকপক্ষ জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পুনঃনিয়োগ দান করিয়াছেন কিনা তাহা বিবেচনা করা দরকার। অত্র মামলার ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের স্বীকৃত চুক্তিনামায় জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ২৭৩ জন শ্রমিক কর্মচারীকে নিয়োগ করিতে হইবে এই মর্মে কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং, প্রার্থী প্রক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্যে কোন সারমর্ম নাই। প্রার্থী অভিযোগ করেন যে, মালিক পক্ষ ২৬৮ জন শ্রমিক নিয়োগ করিয়াছেন। প্রার্থী পক্ষে সেই মর্মে কোন কাগজ দাখিল করা হয় নাই। সুতরাং, উপরের আলোচনা হইতে এবং অত্রমামলার দাখিলী কাগজপত্র বিবেচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, মালিকপক্ষ ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের চুক্তিনামার কোন শর্ত ভংগ করেন নাই এবং তাহারা যথারীতি ২৭৩ জন শ্রমিক কর্মচারীকে নিয়োগ দান করিয়াছেন। তাহা ছাড়া আসামী পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কিছু শ্রমিক তাহাদের পাওনা সার্ভিস বেনিফিট তুলিয়া লইয়াছেন।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, আসামী পক্ষ ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখের কোন চুক্তি ভংগ করেন নাই এবং তাই আসামীদের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য অভিযোগ গঠন করিবার কোন সারমর্ম নাই এবং তাই আসামীগণ অত্র মামলা হইতে অব্যাহতি পাইবার অধিকারী।

প্রার্থী ইং ২৯-১-৯৭ তারিখে একখানা আবেদন দাখিল করিয়া নিষ্পত্তিকৃত ফৌজদারী ২/৯৬ নং মামলার নথি তলব করিয়া ছাঁটাইকৃত শ্রমিক কর্মচারীদের নামের তালিকাটি অত্র মামলার ফিরিস্তির সংগে দেখাইবার আদেশের প্রার্থনা করেন। যেহেতু অত্র মামলার আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন সমীচীন নহে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, প্রার্থীর প্রার্থনা মতে নথি তলব করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাই আবেদন নামঞ্জুরযোগ্য।

আসামী পক্ষে ১০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করা হইয়াছে। প্রার্থী আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরীর একজন কর্মচারী ছিলেন এবং তিনি পুনঃনিয়োগ না পাওয়ায় অত্র অভিযোগ আনেন। তিনি পুনঃনিয়োগ পাইবার আশায় অত্র মামলা দায়ের করেন। সুতরাং অত্র মামলার পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থীর আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিবার কারণ ছিল মনে করিয়া তিনি অত্র মামলা দায়ের করেন এবং তাই প্রার্থীর বিরুদ্ধে আসামী পক্ষের প্রার্থনা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ দেওয়া সমীচীন হইবেনা।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে, আসামী (১) আলহাজ বশির উদ্দিন আহম্মদ, ২। কবির আহম্মদ, ৩। মোঃ মইন উদ্দিন, ৪। মোঃ আনোয়ার হোসেন খান এবং ৫। সৈয়দ একরাম উল্লাহ এর বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য কোন অভিযোগ গঠন করা হইল না এবং তাহাদেরকে অত্র মামলা হইতে ডিসচার্জ করা হইল।

প্রার্থীর ইং ২৯-১-৯৭ তারিখের আবেদন নামঞ্জুর হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
৫/৫/৯৭
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

IN THE LABOUR COURT, RAJSHAHI DIVISION, RAJSHAHI.

PRESENT: Sudhendu Kumar Biswas

Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

MEMBERS : 1. Mr. Abdul Latif Khan Chowdhury, for the Employer.

2. Mr. Abdus Sattar Tara, for the Labour.

Wednesday, the 25th day of June, 1997.

COMPLAINT CASE No. 4/96

Md. Asmat Ali, S/O. Md. Habibur Pramanik,
Gate keeper (dismissed), Jhankar Cinema Hall, Dhunat, Bogra—Petitioner.

Versus

Md. Isahaque Ali, Mailk/Proprieter,
Jhankar Cinema Hall, Dhunat, Bogra—Opposite Party.

Representatives : 1. Mr. Chittaranjan Basak, Advocate for the petitioner.

2. Mr. Md. Abul Hossain. Advocate for the Opposite Party.

JUDGMENT

This is a Complaint Case U/S 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 for reinstatament in the service with back wages.

Facts leading for filing of the case are, in short, that petitioner Md. Asmat Ali was orally appointed Gate keeper by O. P. Md. Isahaque Ali, Proprietor, Jhankar Cinema Hall, Dhunat, Bogra and the petitioner had been discharging his duties on depositing an advance of Tk. 2,500. O. P. fixed his (petitioner) monthly pay of Tk. 1,050 being the minimum wage, but the O. P. decided to pay him Tk. 450 per month for a year and after one year the O. P. would pay him the arrear wages. After lapse of one year the petitioner demanded his arrear wages and at this O. P. assured him to pay him the arrear wages later on. The petitioner was elected member of Employees Union of Jhankar Cinema Hall and at this the O. P. became dissatisfied with him and stopped his wages and in this way 3 months passed petitioner claimed his back wages on 7-3-96 and at this the O. P. was dissatisfied with him and dismissed him orally from the service. The petitioner sent grievance petition by registered post on 18-3-96 to O. P. having on reply of the grievance petition the petitioner brought this case for reinstatemeat in service with back wages of Tk. 24,550 as stated in the petition.

O P. made appearance in this case and contested the same by filing a written statement denying all the material allegations made in the petition and contending inter alia that the case is not maintainable in its present form; that the case is barred under principles of estoppel, waiver and acquiescence and the petitioner has no right to file this case.

Defence case is, in short, that the petitioner is a tout and he never served Jhankar Cinema Hall as Gete keeper. The petitioner did never deposit Tk. 2,500 with the O. P. The O. P. did never appoint him orally at a monthly rate of Tk. 1,050. The petitioner was never member of Employees Union of Jhankar Cinema Hall. The petitioner had no reason to demand his wages and back wages on 7-3-96 and he had no reason to send him grievance notice on 18-3-96. The petitioner was an Employee of Sikta Cinema Hall on payment of Tk. 6000 on 10-9-95. He had no good relation with the manegement of Sikta Cinema Hall and accordingly he gave up his job on receiving his deposit of Tk. 6000 on 6-10-96. The petitioner has brought this case on false allegations at the ill advice of the enemies of O. P. So, the petitioner is not entitled to any relief sought for and the case is liable to be dismissed with costs.

## POINT FOR DETERMINATION

1. Is the petitioner entitled to get an order of reinstatement in service with back wages against the O. P. as prayed for?

## FINDINGS AND DECISION

At the time of trial of the case the petitioner examined 2 witnesses including himself as P. W. 1 who stated the case of the petition. Petitioner filed some documents and the same were marked Exts. 1 and 2 on admission on behalf of the petitioner. On the other hand the O. P. examined 2 withesses including Md. Habibur Rahman, the Manager of Jhankar Cinema Hall as O. P. W. 1 who stated the defence case.

Petitioner's contention is that the was a Gate keeper of Jhankar Cinema Hall of Md. Isahaque Ali. He served there for two years by depositing on advance of Tk. 2,500. O. P. wanted to pay him Tk. 450 per month for one year and after one year Tk. 1,050 per month and O. P. decided to pay him the arrear dues after one year. The petitioner became a Member of Jhankar Cinema Hall Employees Union. At this the O. P. became dissatisfied with him and stopped payment of his wages. After 3 months the petitioner on 7-3-96 clatmed his back wages. O. P. became dissatisfied and dismissed him from service orally. The petitioner sent grievance petition on 18-3-96 to O. P. and without having any reply he brought this case for reinstatement with back wages of Tk. 24,550 as stated in the petition. Defence case is that the petitioner was never an employee (Gate keeper) of his Cinema Hall and as such no question of payment of wages to the petitioner and his dismissal arises. The petitioner had no reason to send grievance petition to O. P. The petitioner was an em loyee of Sikta Cinema Hall. The petitioner deposited Tk. 6000. The petitioner had no good relation with the management of Sikta Cinema Hall and he gave up his job on receiving Tk. 6000 from Sikta Cinema Hall on 6-10-96. The petitioner brought this case on false allegations.

As per case of the petitioner no appointment letter was given by the O. P. to the petitioner. None of the parties filed any paper to show that the petitioner was appointed in the Jkankar Cinema Hall of O. P. as Gate keeper. In this case the petitioner as P. W. 1 stated that he and other employees of the Jhankar Cinema Hall formed a trade union and

he became a Member of the Union and as such the O. P. threatened him with dismissal from the service if he would not give up the activities of the trade union. In this case, on the prayer of the petitioner, A. T.M. Fazlur Rahim, Assistant Director of labour and attached to Joint Director of Labour, Rajshahi was examined as P. W. 2 who stated that the employees of Jhankar Cinema Hall formed a trade union and prayed for registration and after due inquiry it was recommended for registration of the trade union of the employees of Jhankar Cinema Hall. A list of workers (Form P) of Jhankar Cinema Hall was filed and in that list the name of Md. Asmat Ali (petitioner), Gate keeper, Jhankar Cinema Hall was entered in serial number 5. Ext. 2 is the list of Labours of Jhankar Cinema Hall. Ext 2 appears to show that petitioner Asmat Ali was Gate keeper of Jhankar, Dhunat, Bogra. At the time of cross examining P. W. 2 the defence advance a suggestion to the effet that the list of workers (Ext. 2) was a false one. The defence has no satisfactory suggestion as to why P. W. 2 deposed falsely against the O. P. and in favour of the petitioner. Mere suggestion does not make a document false. It appears from Ext. 2 that it was duly signed by the Registrar of Trade Unions, Rajshahi Division, Rajshahi. All these indicate that the document (Ext. 2) filed by the petitioner is a genuine one and all these indicate that the employees of Jhankar Cinema Hall formed a trade union and the petitioner Asmat Ali was one of the members of the trade union. Thus, it indicates that the petitioner was an employee of Jhankar Cinema Hall.

The petitioner claims that he would get wages from O. P. It is not disputed that the O. P. is the proprietor of Jhankar Cinema Hall. It is true that O. P. pays his employees, salary. It indicates that he maintain an Acquittaace Register and a Hajira Khata. The petitioner claims that he was appointed orally. So, it is not possible on his part to file any paper to show him employment. All these led me to hold that O. P. would easily file Acquittance Roll, Hajira Khata etc. of his Cinema Hall to prove the existence of his employees. If the O. P. would file those papers, we could easily see whether the petitioner was an employee of his Cinema Hall. Sihce the O. P. withheld to produce the possible Acquittance Roll and Hajira Khata of the employees of his Cinema Hall, it presumes that those papers would go against the O. P. The O. P. Ws 1 and 2 state that the petitioner was Gate keeper of Sikta Cinema Hall. O. P. W. 2 Md. Shamsul Haque, the Manager of Sikta Cinema Hall stated that petitioner Asmat Ali joined in the Sikta Cinema Hall as Gate keeper on 10-9-95 on payment of Tk. 6000. He gave up his job on 6-10-96 and withdrew his deposited amount of Tk. 6000. O. P. W. 2 did not file any paper in support of his statement. He did not file any paper relating to the employment of the petitioner to Sikta Cinema Hall. O. P. W. 2 also did not file the Acquittance Roll and Hajira Khata to show that the petitioner was an employee of Sikta Cinema Hall. So, his statement can not be relied upon. Moreover, it is not believable that the petitioner being an employee of Sikta Cinema Hall brought this case against the proprietor of another Cinema Hall (Jhankar Cinema Hall). If the petitioner was an employee of Sikta Cinema Hall, he could easily bring this case agnist the management and proprietor of Sikta Cinema Hall. The statement of O. P. W. 2 and the strong circumstances strengthened the case of the petitioner to the effect that he was an employee of Jhankar Cinema Hall. Having regard to my above findings I hold that the petitioner was an employee of the Jhankar Cinema Hall.

The petitioner claims that O. P. dismissed him from his service as soon as he claims back wages and became Member of Employees Union of Jhankar Cinema Hall. We have seen earlier that th petitioner was an employee (Gate keeper) of Jhankar Cinema Hall. So, it is sur that the petitioner has been dismissed by the O. P. from his service. The petitioner has brought this case for reinstatement in the service with back wages. Section 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 provides that any individual worker (including a person who has been dismissed, discharged, retrenched, laid-off or otherwise removed from employment) who has a grievance in respect of any matter covered under this act and intends to seek redress thereof other this section shall submit his grievance petition to his employer in writing by registered post within 15 days from the date of the cause of such grievance. In this case the petitioner states that he was dismissed orally on 7-3-96 and he sent a grievance petition by registered post on 18-3 96 and without having any result thereof he brought this case. The p titioner has filed a copy (Ext. 1) of alleged grievance petition. But th petitioner did not file the postal raceipt to show that he sent it to O. P. by registered post. P. W. 1 Md. Asmat Ali who stated the case of the petition stated that he came to court without the postal receipt and he would file the same to the court. It appears from the record that the petitioner did not file the same to the court. The petitioner has no explanation as to why he failed to file the same in the Court. The failure of the petitioner to file the postal reciept in question indicates that the petitioner did not send any grievance petition to the O. P. So, having regard to my above findings I hold that the petitioner did not comply the mandatory provisions of section 25 of the Em loyment of Labour (Standing Orders) Act, 1965. So, the case is not maintainable in its present form. So I find no reason to discuss regarding claim of the petitioner and as such I left this point.

The petitioner has prayed for reinstatenent in the service with back wages. In a case like this the petitioner is to serve grievance notice upon the employers. We have seen earlier that the petitioner did not comply the provisions of section 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965. So, the case in its present form does not lie and such I hold that the petitioner is not entitled to any relief sought for in this case.

I, therefore, reply the point under determination against the petitioner.

Learned Mambers were discussed and consulted with.

Hence, It is

ORDERED

That the Complaint Case is dismissed on contest against sole O. P. without any orders asto cost.

Sudhendu Kumar Biswas
Chairman, 25.6.97
Labour Court, Rajshahi.

IN THE LABOUR COURT, RAJSHAHI DIVISION, RAJSHAHI

PRESENT : Sudhendu Kumar Biswas
Chaimen,
Labour Court, Rajshahi.

MEMBERS : 1. Mr. Abdul Latif Khan Chowhury, for the Employer.

2. Mr. Abdus Sattar Tara, for the Labour.

Wednesday, the 25th day of June, 1997.

COMPLAINT CASE No. 5/96

Mst. Santi Khatun, D/O. Late Iman Ali,
Gate keeper (Dismissed), Jhanker Cinema Hall, Dhunat, Bogra—Petitioner.

Versus

Md. Isahaque Ali, Malik/Propriclor,
Jhankar Cinema Hall, Dhunat, Bogra—Opposite Party.

Representatives : 1. Mr. Chittaranjan Basak, Advocate for the petitioner.

2. Mr. Md. Abul Hossain, Advocate for the Opposite Party.

JUDGMENT

This Complaint Case is U/S 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act. 1965 for reinstatement in the service with back wages.

Facts leading for filing of the case are, in short, that Petitioner Mst. Santi Khatun was orally appointed Gate keeer in the Jhankar Cinema Hall, Dhunat, Bogra of Preprietor Md. Isahaque Ali before four years at a monthly wage of Tk. 450 for a year and for Tk. 900 per moth after lapse of one year. After lapse of one year the petitioner requested O. P. Md. Isahaque Ali to pay her wages at the rate of Tk. 900 per month according to minimum wages and at this O. P. delayed on Palse pleas. Accordingly the O. P. did not pay her wages, benefit of leave, bonus and gratuity. Petitioner's wages remaind arrear for three month. In the mean time the petitioner became the Member of Jhankar Cinema Hall Employees Union. At this the O. P. became angry with the petitioner and threatened her with dismissal from service. The petitioner requested the O. P. on 31.3.96 to pay her all arrear dues including wages for six months and the O. P. on being angry dismissed her from service orally. The petitioner sent a grievance petition on 15.4.96 by registered post to O. P. The O. P. did not response to the grievance petition. Hence the petitioner brought this case.

The O. P. made appearance in the case and contested the same by filing a written statement denying all the material allegations made in the petition and contending inter alia that the case is not maintainable in its persent form, that the petitioner has no right to file this case and the case is barred under principles of estoppel, waiver and acquiescence.

Defence case is, in short, that the O. P. did not appiont the petitioner orally as Gate keeper and the petitioner did never serve in the Cinama Hall O. P. O. P. did not enter into any contract to pay her Tk. 450 per

month for a year or Tk. 900 per month after one year. The petitioner was never a Member of Jhankar Cinema Hall Employees union. She did never demand her arrear wages on 31.3.96. She also did never send any grievance petition on 15.4.96. The petitioner on being influenced by the enemies of O. P. has brought this case on false allegations. So, the petitioner is not entitled to get any relife as prayed for and the case is liable to be dismissed with cost.

## POINT FOR DETERMINATION

Is the petitioner entiled to get an order of reinstatement in the service with back wages against the O. P. as prayed for ?

## FINDINGS AND DECISION

At the time of trial of the case the petitioner examined 2 witnesses Including herself as P. W. 1 who stated the case of the petition. Petitioner filed some documents and the same were marked Exts. 1 and 2 on admission. On the other hand O. P. examined Md. Habibur Rahman, the Manager of his Cinema Hall.

Petitioner's contention is that she was orally appointed Gate keeper in the Jhankar Cinema Hall of Propriotor Md. Isahaque Ali and she served there for 4 years. The O. P. would pay her Tk. 450 per month on the assertion that after lapse of one year he would give her Tk. 900 per month. After lapse of one year the petitioner requested the O. P. to pry her arrear wages, but the O. P. delayed on false pleas and accordingly O. P. defaulted in paying her for 3 month. By this time the employees of Jhankar Cinema Hall formed a trade union and the petitioner became a member of union. At this the O. P. became dissatisfied with her and threatened her with dismissal from service. The petitioner requested the O. P. on 31.3.96 to pay her all dues including 6 month' arrear wages and at this the O. P. became angry with her and dismissed her from service orally. The petitioner sent grievance petition written on 14.4.96 to the O. P. by registered post on 15.4.96. The petitioner, without having any result thereof, brought this case. Defence contention is that the petitioner was never a Gate keeper of his Cinema Hall and she was not given any wages as alleged by her. The petitioner did not send any grievance petition to the O. P. and she was not a member of trade union of the employees of Jhankar Cinema Hall. The petitioner has filed this case on false allegations to harass him at the instance of the enemies of O. P.

As per case of the petitioner no appointment letter was given her by O. P. None of the parties filed any paper to show that the petitioner was appointed in the Jhankar Cinema Hall of O. P. as Gate keeper. In this case petitioner Mst. Santi Khatun as P. W. 1 stated in her deposition that she was orally appointed Gate keeper. She further stated that the employees of Jhankar Cinema Hall formed a trade union and she became a Member of the same. At this the O. P. threatened her with dismissal from service. In this case, on the prayer of the petitioner A. T. M. Fazlur Rahim, Assistant Director of Labour and attached to the office of Joint Director of Labour, Rajshahi was examided as O. W. 2 who stated in his deposition that the employees of Jhankar Cinema Hall formed a teade uniod and prayed for registration of the union and after due inquiry it was reco-

mended for registration. He further stated that in the list (Form P) of employees of Jhankar Cinema Hall it is seen that Mst. Santi's (petitioner) name was in serial number 10 and she was the Gate keeper of Jhankar Cinema Hall, Dhunat, Bogra. At the time of cross examinig P. W. 2 the defence advanced a suggestion to the effect that the list of employees (P. form) was false or Santi Bewa was not an employee of Jhankar Cinema Hall. The defence has no satisfactory suggestion asto why P. w. 2 deposed falsely against the O. P. and in favour of the petitioner. Mere suggestion does not make a document false. In this case the defence has no denial that the employees of Jhankar Cinema Hall formed a trade union. So, since the employees of Jhankar Cinema Hall, Dhunat, Bogra formed atrade union, they prayed for its registration to the Registrar of Trade Unions, Rajshahi Division, Rajshahi and they submitted necessary papers. All these indicate that P. W. 2 deposed in this case in support of the petitioner according to the papers submitted by the employees of Jhankar Cinema Hall for registration of their union. In view of my above findings I hold that P. W. 2 is reliable to prove that the petitioner was one of thy employees of Jhankar. Cinema Hall in question.

The petitioner claims that she would get wages from O. P. and as soon as she became a member of the trade union and she claimed her dues, O.P. became angry with her and dismissed her from service. It is not disputed that the O. P. is the proprietor of Jhankar Cinema Hall, Dhunat, Since O. P. deals in his Cinema Hall, he has some employees and to maintain those employees he is to pay their remunerations and he is to maintain some registers such as Acquittance Register, Hazira Khata etc, As per claim of the petitioner she was orally appointed and dismissed. So, it is not possible on her to submit any paper in support of her appointment and dismissal. But O. P. would easily file Acquittance Register, Hajira Khata etc. of his employees of his Jhankar Cinema Hall to prove the genuine existence of his employees. If the O. P. would file those papers we could easily see whether the petitioner was an employee of his Jhankar Cinema Hall. Since the O. P. withheld those papers (Acquittbnce Roll, Hazira Khata etc.) of his Cinema Hall it presumes that those papers would go against the O. P. O. P. W. 1 Md. Habibur Rahman, the Manager of Jhankar Cinema Hall stated that petitioner Santi Khatun was not the Gate keeper of the Cinema Hall and she would not get Tk. 450 per month. The O. P. W. 1 did not say asto who (other than the petitioner) was Gate keeper of the Cinema Hall. He deposed at the instance of his employer. So, it is probable for O. P. W. 1 to depose in this case for the interest of his employer. O. P. W. 1 did not file any paper, though they were available with them in this case to show the actual employees of the Cinema Hall. Having regard to my above findings I hold that the petitioner was an employee (Gate keeper) of Jhanker Cinema Hall.

Petitioner states in her petition that she sent the grievance petition on 15-4-96 by registered post. Petitioner Shanti Khatun as P. W. 1 stated in her deposition that the greivance petition sent by her was not received by the employer (O. P.) and as such it was returmed. This statement of P. W. 1 has not been denied by O. P. The petitioner filed a postal receipt (Ext. 2) which indicates that a registered letter was sent to Jhankar Cinema Hall, Dhunat, Bogra on 15-4-1996. The O. P. has not come forward to say that he received a registered letter (except the letter sent by the petitioner)

sent on 15-4-1996. All these indicate that a grievance petition was sent by the petitioner to the management of Jhankar Cinema Hall, Dhunat, Bogra and the O. P. did not receive the same and a result of that the letter was retumed to the petitioner. If the petitioner was not an employee of the O. P. the O. P. would surely receive such a registered letter addressed to him. The refusal to receive the registered letter indicates that the O. P. was aware that a registered letter containing the grievance petition was sent by the petitioner being the dismissed employee of the O. P. and as such the O. P. did not receive the same to serve a purpose. All these facts and circumstances of the case led me to hold that the petitioner was an employee in the Jhankar Cinema Hall of Isahaque Ali (O. P.).

The petitioner states in the petition as well as in her deposition as P. W. 1 that she served for 4 years as Gate keeper in the Cinema Hall of the O. P. She also stated that her wages for 3 months was due to the O. P. We have seen earlier that the O. P. denied that the petitioner was an employee under him. But we have seen earlier that the petitioner was an employee in the Cinema Hall of O. P. So, on considering the facts and conduct of the O. P. I hold that the statements of the petitioner are true. The petitioner has prayed for reinstatement in service with back wages on the ground that she was dismissed on 31-3-96 when she went to demand her back wages. She also asserts that she joined the trade union of the employees of Jhankar Cinema Hall and as such O. P. would threaten her with dismissal. Having regard to my above finding and on considering all the facts and circumstances of the case I find no reason to believe the statement of the petitioner.

In a case like this the petitioner is to send grievance petition by registered post within 15 days of the occurrence of the cause of such grievance. The petitioner states in her petition that her employer dismissed her on 31-3-96. So, it is clear that the occurrance of the cause of grievance arose on 31-3-96. So, the petitioner was required to send the grievance by registered post within 15 days. The petitioner states in the petition that she sent her grievance petition on 15-4-96 by registered post (vide Ext 2). We have also seen earlier that the grievance petition was sent on 15-4-96. So it is clear that the petitioner sent the grievance by registered post after lapse of statutory period of limitation. So the petitioner's case is not maintainable.

In view of my above findings I am of opinion that the petitioner is not entitled to any relief sought for as the case is not maintainable.

I, therefore, reply the point under determination against the petitioner.

The Learned Members were discussed and consulted with.
Hence, it is

ORDERED

that the Complaint Case is dismissed on contest against the sole O. P. without any order asto cost.

(Suddendu Kumer Biswas)
Chairman, 29/6/97
Labour Court, Rajshahi.

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত :—সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ : ১। জনাব আঃ লতিফ খান চৌধুরী, মালিক পক্ষ।

২। জনাব আঃ গাফ্ফার তারা, শ্রমিক পক্ষ।

বৃহস্পতিবার, ২৬শে জুন, ১৯৯৭।

আই, আর, ও, মামলা নং-৪৩/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—প্রথম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
নুরানী ব্রেড এণ্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরী শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-৪৩), বগুড়া—দ্বিতীয় পক্ষ।

প্রতিনিধিগণ : ১। জনাব আবু আহসান করিম, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

। জনাব এন, এম, কাইছারুজ্জামান, ২য় পক্ষের আইনজীবি।

রায়

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২০(২) ধারার মামলা।

প্রথম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ 'নুরানী ব্রেড এণ্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরী শ্রমিক ইউনিয়ন,' বগুড়া গঠন করিয়া ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশনের প্রার্থনা করিলে ১ম পক্ষ তাহাদের (রেজিষ্ট্রেশন রেজিঃ নং রাজ-৪৩) প্রদান করেন। ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন ইং ৩১-৫-৭২ তারিখে প্রাপ্তির পর দুই বৎসরের মধ্যে তাহাদের সংবিধানের ২৬ ধারার বিধান মতে কোন নির্বাচন করেন নাই এবং তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই। ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ইং ২২-৩-৯৫ তারিখের ৪৪৫ নং স্মারকের মাধ্যমে ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। ২য় পক্ষ তাহাতেও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় হাজির হইয়া ১ম পক্ষের সকল অভিযোগ অস্বীকার করিয়া এক খানি লিখিত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

২য় পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ ইং ৩১-৫-৭২ তারিখে তাহাদের ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত হইয়া কাজ করিয়া আসিতেছেন এবং তাহাদের নির্বাহী কমিটির সাধারণ নির্বাচন ও আয় ব্যয়ের হিসাব ১ম পক্ষের দপ্তরে দাখিল করিতেছেন। নুরানী গ্রুপ অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ১৯৯৩ সালের ১৫ই মে তারিখ হইতে কর্মচারীদের দেড় মাসের বেতন বাকী রাখিয়া লে-অফ ঘোষণা করেন। শিল্প প্রতিষ্ঠানটি লে-অফ থাকায় ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করা হয় নাই। শিল্প প্রতিষ্ঠানটির

লে-অফ ঘোষণার বিষয়টি ২য় পক্ষ ১ম পক্ষকে যথারীতি জানাইয়া দিয়াছেন। ১ম পক্ষ এই ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করিয়া অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন। ২য় পক্ষের কিছু সদস্য রাজশাহী শ্রম আদালতে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারায় ২০টি এবং মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় ১০টি মামলা দায়ের করিয়াছেন যাহা এখনও বিচারাধীন আছে। ২য় পক্ষ ১ম পক্ষের নোটিশ প্রাপ্তির পর ইং ২-১১-৯৬ তারিখে ১ম পক্ষের দপ্তরে ১৯৯২ হইতে ১৯৯৫ সনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল করিয়াছেন। ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের বিরুদ্ধে নির্বাচন করিবার জন্য কোন অভিযোগ আনয়ন করেন নাই। ২য় পক্ষ যথানিয়মে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন করিয়াছেন। ১ম পক্ষ মিথ্যা উক্তিতে অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন এবং তাই তিনি কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন। ১ম পক্ষ কোন প্রতিকার পাইবেন না এবং অত্র মামলা খরচাসহ খারিজ হইবে।

আলোচ্য বিষয়

এখন দেখা যাক ১ম পক্ষ তাঁহার প্রার্থনা মোতাবেক ২য় পক্ষের ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইতে পারেন কি না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

অত্র মামলার শুনানীকালে কোন পক্ষই কোন সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই। ২য় পক্ষ কিছু কাগজপত্র দাখিল করেন যাহা ১ম পক্ষের সম্মতিতে প্রদর্শন-ক, ক(১), ক(২), ক(৩), ক(৪) ও খ হিসাবে চিহ্নিত করিয়া সাক্ষ্যে ব্যবহার করা হয়।

স্বীকৃত মতে ২য় পক্ষ 'নুরানী ব্রেড এণ্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরী শ্রমিক ইউনিয়ন' গঠন করিয়া রেজিষ্ট্রেশনের প্রার্থনা করিলে ১ম পক্ষ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মতে তাহাদের ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৪৩) প্রদান করেন। ১ম পক্ষের অভিযোগ এই যে, ২য় পক্ষ ইং ৩১-৫-৭২ তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৬ ধারার বিধান অনুযায়ী কার্যনির্বাহী কমিটির কোন নির্বাচন করেন নাই এবং তাই নির্বাচিত ব্যক্তিগনের দুই বৎসরের বেশী দায়িত্ব পালনের অধিকার থাকেনা। ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ইং ২২-৩-৯৫ তারিখের ৪৪৫ নং স্মারকের মাধ্যমে ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। ২য় পক্ষ তাহাতেও কোন পদক্ষেপ না লওয়ায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন। ২য় পক্ষে অভিযোগ করা হয় যে, তাহারা ১৯৯২ হইতে ১৯৯৫ সনের তাহাদের ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ণ ১ম পক্ষের অফিসে ইং ২-১১-৯৬ তারিখে দাখিল করিয়াছেন। তাহারা আরও বলেন যে, তাহারা যথারীতি তাহাদের নির্বাচন করিয়া যাইতেছেন এবং ১ম পক্ষ মিথ্যা উক্তিতে অত্র মামলা করিয়াছেন।

২য় পক্ষের দাখিলী কাগজপত্রের মধ্যে প্রদর্শন ক-ক(৪) হইতে প্রতীয়মান হয় ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯২, ১৯৯৩, ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সনের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ ১ম পক্ষের কার্যালয়ে ইং ২-১১-৯৬ তারিখে দাখিল করিয়াছেন। অত্র মামলা ইং ৩১-৭-৯২ তারিখে দায়ের করা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল করিতে ব্যর্থ হওয়ায় ১ম পক্ষ যথার্থই তাহাদের উপর রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন এবং পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ অত্র মামলা দায়েরের পরে ১৯৯২, ১৯৯৩, ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সনের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করিয়াছেন। মামলা দায়েরের পরে হইলেও ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯২ হইতে ১৯৯৫ সনের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করায় প্রতীয়মান হয় ২য় পক্ষ বার্ষিক আয়-

ব্যয়ের রিটার্ণ দাখিল করিতে যে, বিলম্ব করিয়াছিলেন তাহা ইং ২-১১-৯৬ তারিখে দাখিল করায় তাহাদের ত্রুটি বা অপরাধ আর থাকে না। কিন্তু ২য় পক্ষ তাহাদের সংবিধানের ২৬ ধারার বিধান মতে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সম্পর্কে কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, ১ম পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সময় মত নির্বাচন না করায় তাহাদের উপর ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। ২য় পক্ষ নির্বাচন করিয়াছেন মর্মে কোন কথা তাহারা ১ম পক্ষের নিকট বলেন নাই। ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৬ ধারা মতে নির্বাচন সংগঠিত করিয়া তাহার ফলাফল ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মেও কোন কথা বলেন নাই। অত্র মামলার শুনানীকালে ১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯২ হইতে ১৯৯৫ সনের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক বিবরনী দাখিল করিলেও ২য় পক্ষ ইং ৩১-৫-৭২ তারিখের পরে তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৬ ধারা অনুযায়ী নির্বাচন করেন নাই এবং তাহার ফলাফল ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। শুনানীকালে ২য় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী ১ম পক্ষের প্রতিনিধির বক্তব্যের বিরোধিতা করেন নাই। ২য় পক্ষ তাহাদের সংবিধানের ২৬ ধারা অনুযায়ী নির্বাচন করিয়াছেন মর্মে কোন কাগজপত্র ১ম পক্ষের নিকট বা অত্র আদালতে দাখিল করেন নাই। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৬ ধারা অনুযায়ী কোন নির্বাচন করেন নাই। অত্র মামলার শুনানীকালে ২য় পক্ষ একখানা অংগীকারনামা দাখিল করিয়া বলেন যে, তাহারা এখন হইতে ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রের বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী রিটার্ণ দাখিল ও নির্বাচন করিবেন এবং তাহাদের ত্রুটির জন্য তাহারা ক্ষমা-প্রার্থী। অত্র অংগীকারনামা হইতে প্রতীয়মান হয় ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৬ ধারা অনুযায়ী কোন নির্বাচন করেন নাই এবং তাহারা ভবিষ্যতে করিবেন। ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(১)(খ) ধারায় বলা হইয়াছে যে, রেজিষ্ট্রার একটি ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করিতে পারেন, যদি ট্রেড ইউনিয়নটি তাহাদের সংবিধানের বিধান লংঘন করিয়া থাকে। অত্র মামলার ক্ষেত্রে ২য় পক্ষের ইউনিয়নটি তাহাদের সংবিধানের বিধান অনুযায়ী দুই বৎসর পরপর তাহাদের নির্বাচন না করায় সংবিধানের বিধান লংঘন করিয়াছেন। সুতরাং এই কারনে ২য় পক্ষের ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।

অত্র মামলার শুনানীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯২ হইতে ১৯৯৫ সনের আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ দাখিল করা সম্পর্কীয় কাগজপত্র ছাড়াও "মালিক ও শ্রমিক কর্মচারী প্রতিনিধিদের মধ্যে চুক্তিনামা" এর ফটোকপি দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-খ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদঃ-খ হইতে প্রতীয়মান হয় নুরানী ফুড এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ প্রতিষ্ঠানটি অর্থনৈতিক অভাব অনটনের জন্য ১৯৯৩ সনের ১৫ই মে হইতে লে-অফ ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৯৫ সনের ৬ই নভেম্বর তারিখে কর্মরত শ্রমিকদেরকে ছাটাই করা হয়। ইহা হইতে আরও প্রতীয়মান হয় বিষয়টি লইয়া মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে ইং ১৭-৩-৯৭ তারিখে এক আলোচনা হয় এবং একটি আপোষ মিমাংসা হয় উক্ত আপোষ মিমাংসায় বলা হয় সকল ছাটাইকৃত কর্মচারীগণ শ্রম আইনের বিধান অনুযায়ী প্রতি বৎসর চাকুরীর জন্য এক মাসের গ্র্যাচুয়িটি পাইবেন এবং লে-অফের হিসাব ৬০ দিন গণ্য করিয়া প্রথম ৪৫ দিন মূল বেতনের অর্ধেক ও প্রান্তিক ভাতা সম্পূর্ন এবং বাকী ১৫ দিনের জন্য মূল বেতনের ½ অংশ এবং প্রান্তিক ভাতা পাইবেন। উপরোক্ত চুক্তিনামার শর্ত মোতাবেক ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, নুরানী ফুড এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ প্রতিষ্ঠানটি আর চালু নাই। ফলে তাহার শ্রমিক কর্মচারীগণও চাকুরীতে বহাল নাই। সুতরাং নুরানী ফুড এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর শ্রমিক কর্মচারীগণ আর শ্রমিক নন এবং তাই তাহাদের নুরানী ব্রেড এণ্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরী শ্রমিক ইউনিয়ন করিবার কোন অধিকার নাই।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও সকল সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা ২য় পক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে মঞ্জুর হয়। ১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের নুরানী ব্রেড এণ্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরী শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৪৩) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

---

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৪৪/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—প্রথম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
জয়পুরহাট লাইম ষ্টোন এণ্ড সিমেন্ট প্রজেক্ট ইমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, (রেজিঃ নং-রাজ-২৭), জয়পুরহাট—দ্বিতীয় পক্ষ।

প্রতিনিধি: ১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং-১৩, তারিখ ২৯-৬-৯৭

অদ্য মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করেন। প্রতিপক্ষ অদ্য কোন পদক্ষেপ নেন নাই। প্রতিপক্ষগণ অনুপস্থিত আছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষের মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষ মামলায় কোন সাক্ষ্য দিবেন না বলিয়া ব্যক্ত করেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজাদী অন এডমিশান প্র-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষের মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল। সদস্যগণের সহিত আলোচনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ 'জয়পুরহাট লাইম ষ্টোন এণ্ড সিমেন্ট প্রজেক্ট ইমপ্লয়িজ ইউনিয়ন' তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান রেজিষ্ট্রেশনের (রেজিঃ নং রাজ-২৭) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ১৪নং ধারা অনুযায়ী ইং ৩০-৮-৮৯ তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের

পর হইতে অদ্যাবধি কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ইং ২২-৩-৯৫ তারিখের ৪৭৯ নং পত্রের মাধ্যমে ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফা-ভাবে নিষ্পত্তির জন্য লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ জয়পুরহাট লাইম ষ্টোন এণ্ড সিমেন্ট প্রজেক্ট ইমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ইং ৩০-৮-৮৯ তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ১৪নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন করেন নাই বা প্রথম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ইং ২২-৩-৯৫ তারিখের ৪৭৯ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদঃ-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রেজিষ্টার্ড সংবিধানের ১৪নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন এবং ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল না করায় ২য় পক্ষের ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করনের পূর্ব নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ণ ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমানিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের জয়পুরহাট লাইম ষ্টোন এণ্ড সিমেন্ট প্রজেক্ট ইমপ্লয়িজ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-২৭) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
২৯-৬-৯৭
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
বিমান বিহারী দাস, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।